পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বাজেট বিবৃতি

শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য

রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)
অর্থ দপ্তর

২০২৫–২০২৬

১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

সর্বপ্রথমে বাংলার মা-মাটি-মানুষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করতে চলেছি।

আগামী ৮ই মার্চ, বিশ্ব নারী দিবসের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলার তথা ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের সকল মা-বোনেদের আমার আন্তরিক প্রীতি, শ্রদ্ধা ও শুভনন্দন। বিশ্ব-বাংলার যোগের আত্মিক প্রাঙ্গণে প্রাসঙ্গিকভাবে কবিগুরুকে স্মরণ করি —

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও"।

এই প্রেক্ষিতে আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে আমাদের রাজ্য নারী সশক্তিকরণে সর্বাধিক অগ্রণী। আপনারা এটা জেনে অবশ্যই আনন্দিত হবেন যে, যে বাজেটটি আমি এই মহৎ সদনে পেশ করছি তার ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক আমাদের রাজ্যের মহিলা ও কন্যা সন্তানদের জন্য বরাদ্দ। বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থায় - পঞ্চায়েত থেকে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে রাজ্য বিধানসভা থেকে সংসদ সর্বত্র নারী-প্রতিনিধিত্বের নিরিখে আমরা এগিয়ে। আমি অঙ্গীকার করছি এই উদ্দীপনা বজায় রেখে নারী-শক্তি বিকাশে আমাদের প্রচেষ্টাকে নতুনতর উচ্চতায় নিয়ে যাব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আপনার অনুমতি নিয়ে এই মহৎ সদনে আমি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক বাজেট পেশ করছি।

আমাদের সরকারের কার্যক্রম ও পরিকল্পনা সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে সর্বজনীন উন্নয়নের মৌলিক নীতি দ্বারা চালিত—যাতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ অনুসরণ করে সর্বজনীন অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হয়।

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, তাঁর এই পথনির্দেশক আদর্শকে অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি জিএসডিপি-র হিসাবে ১৮ লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে।

আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারও জাতীয় হারের থেকে যথেষ্ট বেশি।

আপনারা এও জেনে খুশি হবেন যে রাজ্যের জিএসডিপি ২০২৪-২৫ (প্রথম অ্যাডভান্স এস্টিমেট) সালে ৬.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সর্বভারতীয় বৃদ্ধির হার ৬.৩৭ শতাংশ থেকে বেশি (Constant Price)।

কৃষি, শিল্প ও পরিষেবা এই তিনটি ক্ষেত্রই পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে এবং জাতীয় হারের থেকে অধিক বার্ষিক বৃদ্ধির হার লাভ করেছে। শিল্প-ক্ষেত্রে বার্ষিক ৭.৩ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে যা কিনা জাতীয় হারের ৬.২ শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে কৃষি ও সংশ্লিষ্টক্ষেত্রে যেখানে রাজ্যের বৃদ্ধির হার ৪.২ শতাংশ সেখানেও তা জাতীয় বৃদ্ধির হার ৩.৮ শতাংশ থেকে বেশি।

সকল ক্ষেত্রের মধ্যে পরিষেবাক্ষেত্রে (সার্ভিস সেক্টর) বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি। রাজ্যে যেখানে এই বৃদ্ধি ৭.৮ শতাংশ জাতীয়ক্ষেত্রে তা মাত্র ৭.২ শতাংশ। এই সমস্ত পরিসংখ্যান পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির পুনর্জাগরণকেই নির্দেশ করে।

এমনকি, রপ্তানি-বাণিজ্যের হিসাব ধরলে, পশ্চিমবঙ্গের রপ্তানি-বাণিজ্যের পরিমাণ ২০১০-১১ সালের তুলনায় এখন **দ্বিগুণেরও** বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ৯০ লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প আছে—যা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ব্যাঙ্ক লোনের পরিমাণ ২০১০-১১-র তুলনায় ২০২৩-২৪-এ ১৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূলধনি ব্যয় যার ফলে অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট, ব্রিজ, ফ্লাইওভার ইত্যাদি পরিকাঠামো তৈরি হয়, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে তার পরিমাণ ২০১০-১১ সালের তুলনায় ১৩ গুণেরও বেশি বেড়ে ২৮,৯৬৩.০৯ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

আমি গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের সরকার বেকারত্বের হার ক্রমাগতভাবে কমাতে সফল হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি যে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে যেখানে ভারতে বেকারত্বের হার প্রায় ৮ শতাংশ (৭.৯৩ শতাংশ)[1] ছিল, পশ্চিমবঙ্গে

---

[1]Source : Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE)

বেকারত্বের হার ছিল প্রায় তার অর্ধেক অর্থাৎ ৪.১৪ শতাংশ। এমনকি আমরা যদি ২০২৪-২৫-এর তৃতীয় কোয়ার্টার বিবেচনা করি তাহলেও এই একই প্রবণতা সেই সময়েও দেখা যাবে— তখন ভারতের বেকারত্বের হার ছিল ৮.১ শতাংশ, আর পশ্চিমবঙ্গের হার তা থেকে ৩ শতাংশ কম ছিল। এই তথ্য আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর জীবিকানির্ভর উন্নয়নের পরিকল্পনারই পরিচায়ক। **জীবিকাসৃষ্টি আমাদের উন্নয়ন মডেলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।**

লাগাতার সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং আর্থিক উন্নয়নসহ ২০২১ সাল পর্যন্ত ৯২ লাখ মানুষকে দারিদ্র থেকে মুক্ত করা গেছে। আপনি জেনে খুশি হবেন যে বর্তমানে ১.৭২ কোটি মানুষ দারিদ্র থেকে মুক্তিলাভ করেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

রাজ্য সরকার দেশের শিল্প মানচিত্রে রাজ্যের স্থান উর্দ্ধে তুলে ধরার জন্য অনেক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

দ্য বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট (BGBS), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি অগ্রণী বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলন ফেব্রুয়ারি ৫-৬, ২০২৫ কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। BGBS ২০২৫-এ ৪,৪০,৫৯৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে এবং এই সম্মেলনে ২১২টি মউ এবং লেটার অফ ইন্টেন্ট (LoI) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এছাড়াও রাজ্যে বিভিন্ন বিনিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান ত্বরান্বিত করতে রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুযায়ী এক জানালা বিশিষ্ট বিনিয়োগ প্রস্তাবের ছাড়পত্র হিসাবে মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে স্টেট লেভেল **ইনভেস্টমেন্ট সিনার্জি কমিটি** (SLISC) স্থাপন করেছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি অচিরেই প্রকাশ করা হয়েছে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (ADB) এবং কোরিয়া এক্সিম ব্যাঙ্ক (KEXIM)-এর আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সহায়তায় রঘুনাথপুর-তাজপুর, ডানকুনি-ঝাড়গ্রাম, ডানকুনি-কল্যাণী, ডানকুনি-কোচবিহার, খড়গপুর-মোরগ্রাম এবং গুরুডি, পুরুলিয়া-জোকা, কলকাতা-তে ৬টি রাজ্যব্যাপী শিল্প এবং অর্থনৈতিক করিডর স্থাপন করা হচ্ছে। রাজ্যের কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা ব্যবহার করে এই পরিকল্পনা রাজ্যে দক্ষ লজিস্টিকস-এর উন্নয়নের জন্য আরও লগ্নীতে সাহায্য করবে। ৪টি করিডরের জন্য এর প্রাথমিক প্রকল্প ব্যয় প্রায় ৪,৪০০ কোটি টাকা।

অমৃতসর থেকে ডানকুনি পর্যন্ত ইস্টার্ন ফ্রেট করিডর নির্মাণের স্বার্থে আমরা রঘুনাথপুর, পুরুলিয়ায় ২,৪৮৩ একর শিল্পের জন্য জমি বরাদ্দ-সহ ৭২,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে **'জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী'** নির্মাণ করতে চলেছি।

রাজ্য সরকার অশোকনগর, হাবরা, উত্তর ২৪ পরগনায় তেল এবং গ্যাস আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ব্লক WB-ONN- ২০০৫/৪ ব্লকে ৯৯.০৬ স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকায় অশোকনগর ফিল্ডে পেট্রোলিয়াম মাইনিং লিজের জন্য ONGC-এর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এটি রাজ্যকে শক্তি নিরাপত্তা প্রদান করবে।

দেওচা-পাচামী ১,২৪০ মিলিয়ন টন কয়লা এবং ২,৬০০ মিলিয়ন টন ব্যাসল্টের সম্ভার-সহ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা ব্লক। ইতিমধ্যে অতিরিক্ত কয়লা নিষ্কাশনের অংশ হিসাবে ব্যাসল্ট মাইনিং-এর কাজ শুরু হয়ে গেছে।

২০৩০-এর মধ্যে জোগান-চাহিদার ব্যবধান মেটাতে Tariff-based Compeititve Bidding মোডে রাজ্য মন্ত্রীসভা ২×৮০০ MW গ্রিনফিল্ড পাওয়ার প্ল্যান্টস স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে। দরপত্রের আহ্বানকারী নির্বাচন চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এর মাধ্যমে ১৬,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে চলেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আপনারা জেনে হতবাক হবেন যে পয়লা ফেব্রুয়ারি যে বাজেট কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন, সেই বাজেটে কল্যাণমূলক প্রতিটি প্রকল্পের বরাদ্দ কমিয়ে সাধারণ মানুষকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সামাজিক প্রকল্পগুলির বরাদ্দ কমানো হয়েছে ১৬ শতাংশ, গৃহনির্মাণ প্রকল্পে ৪.৩৮ শতাংশ, তপশিলি জাতি/উপজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং পিছিয়ে-পড়া জাতিগুলির কল্যাণমূলক প্রকল্পে ৩.১২ শতাংশ, সামাজিক সুরক্ষা এবং কল্যাণমূলক প্রকল্পে ৪.৯৬ শতাংশ এবং খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পে ১ শতাংশ বাজেট বরাদ্দ কমানো হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

দক্ষতাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা বর্তমানে প্রথম স্থানে রয়েছি। স্কিল এডুকেশনের জন্য আমরা বর্তমানে ৫০০টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (ITI) এবং পলিটেকনিক পরিচালনা করছি। এছাড়াও উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের আওতায় ৪৭ লাখ যুবক-যুবতীকে শিল্পসহায়ক দক্ষতা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০ লাখ যুবক-যুবতী ইতিমধ্যেই চাকরি পেয়ে গেছেন।

যেখানে দেশে ৪৫ বছরে বেকারত্বের হার সর্বাধিক সেখানে আমাদের রাজ্যে শিল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ২কোটি জীবিকা সৃষ্টি হওয়ার ফলে বেকারত্বের হার ৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

এটি খুবই যন্ত্রণাদায়ক যে যখন রাজ্য সরকার জীবিকার নিজস্ব প্রচেষ্টায় চাকরির সম্ভাবনা বাড়াতে তখন কিছু মানুষ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সর্বশক্তি দ্বারা সেটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে বানচাল করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমাদের সরকার মানবসম্পদ বিকাশে বিশ্বাসী যা উন্নয়নের একটি মূল স্তম্ভ এবং কর্মসংস্থানের উৎস। এর জন্য রাজ্য সরকার অনেকগুলি সামাজিক সুরক্ষা এবং উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়িত করছে। আমাদের সামাজিক কল্যাণ মডেল একজনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সারাটি জীবনচক্র ধরেই ব্যাপ্ত।

আমরা সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছি, যার ফলে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষজনকে জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা দিতে সমর্থ হয়েছি।

যখন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে, আমরা সবুজশ্রী প্রকল্পে একটি বৃক্ষরোপণ করি। আজ পর্যন্ত ৬৪ লক্ষ চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে মা প্রকৃতিকে দেওয়া একটি সত্যিকারের উপহার। শিশুটির বড়ো হওয়ার সাথে সাথে রাজ্য তাকে দেয় সার্বিক সহায়তা — বিদ্যালয় থেকে কলেজ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্প যেমন শিক্ষাশ্রী, মেধাশ্রী, সবুজসাথী এবং অবশ্যই কন্যাশ্রী ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে।

নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার একগুচ্ছ জননীতিভিত্তিক প্রকল্প রূপায়িত করছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী প্রকল্প, রূপশ্রী প্রকল্প ইত্যাদি।

এই প্রকল্পগুলি রাজ্যের নারীদের জীবনের বিভিন্ন পর্বকে গভীরভাবে ছুঁয়ে আছে। প্রতিচি ট্রাস্ট, নোবেলজয়ী প্রফেসর অমর্ত্য সেন যেটির চেয়ারম্যান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের একটি মূল্যায়নভিত্তিক রিপোর্টে যে উপসংহার দিয়েছে আমি তা উল্লেখ করছি — "....the regular monthly flow has reduced their sense of insecurity

and allows them to plan ahead. This enhanced rate of financial security acts as a stepping-stone toward financial freedom. In some cases it has added to their sense of self-worth and confidence."

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ২.২১ কোটি মহিলা উপকৃত হয়েছেন। কন্যাশ্রী প্রকল্প একটি সুবিধামূলক প্রকল্প যেটি মাধ্যমিক স্তরে ড্রপআউট কমানো এবং বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য চালু করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় এক কোটি ছাত্রীকে এই প্রকল্পে সহায়তা দেওয়া হয়েছে এবং আপনারা অবহিত আছেন যে এই প্রকল্পটি United Nations-এর জনসেবা বিভাগে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেছে।

এখনও পর্যন্ত 'সবুজসাথী' প্রকল্পে ৪,৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১ কোটি ২৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী সুবিধা পেয়েছে।

রাজ্য সরকার দরিদ্র এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অনেকগুলি স্কলারশিপ প্রকল্প চালু করেছে। 'ঐক্যশ্রী' প্রকল্পে ৪,১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৪ কোটি ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৪৫ লক্ষ আবেদনের মধ্যে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ১৬ লক্ষ স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত ৩৩ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী এই স্কলারশিপ পেয়েছে। বাকিরা ৩১ শে মার্চ ২০২৫-এর মধ্যেই পেয়ে যাবে। 'শিক্ষাশ্রী' প্রকল্পে প্রায় ৮১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১ কোটি ৪ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী সুবিধা পেয়েছে। 'মেধাশ্রী' প্রকল্পের অধীনে ৫৩ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী সুবিধা গ্রহণ করেছে। 'স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপ'-এর মাধ্যমে ৫,১২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২ লক্ষ ৬০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হয়েছে।

'স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড' প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৮০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রায় ২,৮০০ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমরা জানি যে বৃদ্ধবয়স আমাদের জীবনের সবচেয়ে সমস্যাসঙ্কুল পর্যায়। আমাদের সরকার এই সমস্যা দূরীকরণে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে এবং বার্ধক্যভাতা, বিধবাভাতা, মানবিক, বৈতরণী ইত্যাদি প্রকল্প চালু করেছে।

সবকটি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পই Direct Benefit Transfer (DBT)-এর মাধ্যমে দ্রুততা, স্বচ্ছতা এবং দক্ষতার সাথে রূপায়িত হয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

গত ১৩ বছরে রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১২ থেকে ৪২টি হয়েছে। এর মধ্যে ৩১টি হল রাজ্য সহায়তাপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১১টি হল বিভাগের সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

১,৩৫৫ থেকে ৫,৭০০টি আসন সংখ্যা বৃদ্ধি-সহ ২৪টি নতুন MBBS মেডিকেল -কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। ২০১১ থেকে ১৪,০০০ শয্যাবিশিষ্ট ৪২টি নতুন সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই প্রচেষ্টার ফলে সরকারি হাসপাতালে ৫৭,০০০ থেকে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৯৮,০০০ দাঁড়িয়েছে।

স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় ২.৪৫ কোটি পরিবার সুবিধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন। ১১,০৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৮৫ লক্ষেরও বেশি রোগীকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমরা সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিভিন্ন বৃহৎ প্রকল্প এবং পরিকল্পনা রূপায়ণ করছি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক পন্থার মাধ্যমে আমাদের কেন্দ্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির বৈধ বকেয়া থেকে বঞ্চিত করছে। যেমন— MGNREGS প্রকল্প যা গ্রামীণ গরিব এবং কৃষকদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেখানেও বৃহৎ পরিমাণে অর্থ বকেয়া রয়েছে। সুতরাং গ্রামীণ দরিদ্রদের ক্ষেত্রে রোজগার সুনিশ্চিত করার স্বার্থে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নিজস্ব প্রকল্প 'কর্মশ্রী' চালু করেছেন। এখনও পর্যন্ত ১২,৩৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'কর্মশ্রী' প্রকল্পের আওতায় ৬১ কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে।

এমনকি শস্যবিমার ক্ষেত্রেও মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নিজস্ব প্রকল্প 'শস্যবিমা যোজনা' চালু করেছেন। এই প্রকল্পের আওতায় এখনও পর্যন্ত ৩,৫৬৪ কোটি টাকা ১.১২ কোটি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

একইভাবে রাজ্য সরকার প্রতিবছর খারিফ এবং রবি মরসুমের আগে 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পের আওতায় ১.০৮ কোটি কৃষককে দুই কিস্তিতে সহায়তা প্রদান করেছে। এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় ২৪,০০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

শহরাঞ্চলের দরিদ্র পরিবারকে খাদ্য সরবরাহের জন্য ২০২১ সালের ২১ফেব্রুয়ারি থেকে 'মা' ক্যান্টিন চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৩০টি 'মা' ক্যান্টিন চালু আছে। এখনও পর্যন্ত ৮.৫৩ কোটি মিল সরবরাহ করা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

চা-বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থে রাজ্য সরকার বাসস্থানজনিত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে 'চা-সুন্দরী এক্সটেনশন' প্রকল্প চালু করেছে। এখনও পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার ২১,৩৩৮টি পরিবার এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে। বাকিদের এই প্রকল্পে আনার প্রক্রিয়া চলছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

রাজ্য সরকার নিজের প্রচেষ্টায় বিচক্ষণতার সাথে আর্থিক ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে নিজস্ব আয় অর্জন করেছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে রাজ্যের নিজস্ব কর বাবদ আয় চারগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ সালে প্রায় ৯০,০০০ কোটি টাকা হয়েছে।

রাজ্যের নিজস্ব কর আদায়ে জনগণের ওপর কোনো বোঝা না চাপিয়ে এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে সহজ ও সরলভাবে। বিশেষভাবে আইনগত প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ও কর প্রশাসনকে শক্তিশালী করে আমাদের এই বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে আছে আগের ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে চালু পণ্য চলাচল ব্যবস্থায় নজরদারির পরিবর্তে Electronic Waybill (e-waybill) চালু করা, Tax Deducted at Source (TDS) পদ্ধতির সংযুক্তিকরণ, উৎসে কর আদায় (Tax Collected at Source) পদ্ধতির প্রচলন ইত্যাদি।

২০২৪ সালে রাজ্য সরকার একটি সম্পূর্ণভাবে নতুন পদ্ধতিতে GST Suvidha Kendras (GSKs) চালু করে যার ফলে ছোটো ব্যবসায় GST সংক্রান্ত জটিলতায়

সাহায্য করা সম্ভব হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির কাজের জন্য GST কর ব্যবস্থার অখণ্ডতা (Integrity) এবং দক্ষতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে কর প্রশাসন-ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য হয়েছে।

আপনারা সম্ভবত লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের সরকার ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে এবং রাজস্ব আদায় বাড়ানোর জন্য ক্রমাগত 'বিরোধ নিষ্পত্তি স্কিম' (Settlement of Disputes Scheme বা SOD) চালু করেছে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাতে চাই যে এখনও পর্যন্ত ৮৭,২৪৪টি কেসের নিষ্পত্তির মাধ্যমে আমরা ২,৩০০ কোটি টাকারও বেশি অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করতে পেরেছি।

রাজ্য সরকারের অনন্য উদ্যোগ 'দুয়ারে সরকার' নবম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এখনও পর্যন্ত 'দুয়ারে সরকার'-এর মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা পাবার জন্য রাজ্যের ১২.৪৮ কোটি মানুষ ৭.৭৫ লাখ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এবং ৯.৪০ কোটি পরিষেবা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। ২৮ শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে যে সকল পরিষেবা তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভব তা প্রদান করা হবে। বাকি পরিষেবা স্ক্রুটিনি, ভেরিফিকেশন ও প্রসেসিং করে পর্যায়ক্রমে দেওয়া হবে।

আমরা আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন তীর্থস্থানের উন্নয়ন করেছি। দীঘাতে জগন্নাথদেবের মন্দির স্থাপন হয়েছে, দক্ষিণেশ্বর মায়ের মন্দিরে স্কাইওয়াক হয়েছে এবং কালীঘাট মায়ের মন্দিরে স্কাইওয়াকের কাজ চলছে। আমাদের মা-মাটি-মানুষের সরকার হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ঈশাই-সহ সমস্ত ধর্ম নির্বিশেষে এবং সমস্ত বর্ণ, জাতি, উপজাতি, সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যে সমানভাবে কাজ করে এবং মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করে না। পঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল বঙ্গ-সহ সমস্ত রাজ্যের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমি এবার প্রধান প্রধান দপ্তরগুলির প্রস্তাবিত বরাদ্দ পেশ করছি এবং ২ ও ৩ নং বিভাগ আপনার অনুমতি সাপেক্ষে পড়া হল বলে ধরে নিয়ে আমি সরাসরি ৪নং বিভাগ থেকে পড়া শুরু করছি (১১৭ নং পাতা)।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়বরাদ্দ (নীট) :

১. কৃষিজ বিপণন বিভাগ

আমি, কৃষিজ বিপণন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪২৬.0১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২. কৃষি বিভাগ

আমি, কৃষি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১০,০০০.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩. প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

আমি, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২৭২.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪. অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগ

আমি, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,৪২৩.৮০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫. উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ

আমি, উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৩৯.৭০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৬. সমবায় বিভাগ

আমি, সমবায় বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬৬৮.৬১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৭. সংশোধন প্রশাসন বিভাগ

আমি, সংশোধন প্রশাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪২৮.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৮. বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ

আমি, বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩,২৭৮.৬০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৯. পরিবেশ বিভাগ

আমি, পরিবেশ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১০৭.২২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১০. অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ

আমি, অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫২৩.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১১. মৎস্য বিভাগ

আমি, মৎস্য বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫৩০.১১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১২. খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ

আমি, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯,৯৪৪.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৩. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগ

আমি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৫৩.০৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৪. বন বিভাগ

আমি, বন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,০৯১.১১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

আমি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২১,৩৫৫.২৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৬. উচ্চশিক্ষা বিভাগ

আমি, উচ্চশিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬,৫৯৩.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৭. স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগ

আমি, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৪,৮১৭.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৮. আবাসন বিভাগ

আমি, আবাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৮৬.৬০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৯. শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগ

আমি, শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৪৭৭.৯১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২০. তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ

আমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯৯০.২৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২১. তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ

আমি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২১১.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২২. সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগ

আমি, সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪,১৫৩.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৩. বিচার বিভাগ

আমি, বিচার বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৬৯৭.৪৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৪. শ্রম বিভাগ

আমি, শ্রম বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২২৯.১১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৫. ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ

আমি, ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৫০৯.৭২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৬. আইন বিভাগ

আমি, আইন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২১.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৭. জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ

আমি, জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৬৬.৪৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৮. ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগ

আমি, ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২২৮.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৯. সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

আমি, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫,৬০২.২৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩০. অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগ

আমি, অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮২.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩১. উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ

আমি, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮৬৬.২৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩২. পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

আমি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৪,১৩৯.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৩. পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ

আমি, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৫৬.৮০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৪. কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ

আমি, কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪২৫.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৫. পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিভাগ

আমি, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬১৬.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৬. বিদ্যুৎ বিভাগ

আমি, বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪,১৪১.৮২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৭. সরকারি উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন বিভাগ

আমি, সরকারি উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭১.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৮. জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ

আমি, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১১,৬৩৬.৯২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৯. পূর্ত বিভাগ

আমি, পূর্ত বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬,৭৯৬.৯২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪০. বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

আমি, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪১,১৫৩.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগ

আমি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮০.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪২. স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগ

আমি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৯৮.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৩. সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ

আমি, সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬৩১.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৪. কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ

আমি, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৪২৩.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৫. পর্যটন বিভাগ

আমি, পর্যটন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫২৩.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৬. পরিবহণ বিভাগ

আমি, পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,২৭৩.২৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৭. উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ

আমি, উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২১০.১৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৮. পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগ

আমি, পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৩,৩৮১.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৯. জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ

আমি, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৬৬৯.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫০. মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগ

আমি, মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৮,৭৬২.০৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫১. যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগ

আমি, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮৪০.০৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের বিবরণ:

কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি

৩.১ কৃষি

'কৃষকবন্ধু প্রকল্প' পরিমার্জন করে 'কৃষকবন্ধু (নতুন)' হিসাবে চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ২০২৪-২৫-এ ১০৮ লাখ সুবিধাভোগী কৃষককে ৫,৮৩৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। সূচনাপর্ব থেকে এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পের অধীনে ২৪,০০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে কৃষকবন্ধু (মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ) প্রকল্পে ১৭,৮২৩ জন মৃত কৃষকের পরিবারকে ৩৫৬.৪৬ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। সূচনাপর্ব থেকে এখনও পর্যন্ত ১,২৯,০৬৪ জন মৃত কৃষকের পরিবারের আইনি উত্তরাধিকারীকে ২,৫৮১.২৮ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

'জয় বাংলা' প্রকল্পে ৬৭,৬৩০ জন কৃষক বার্ধক্যজনিত পেনশনের সুবিধা পাচ্ছেন।

২০১৯ সালের খরিফ মরশুম থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা শস্যবিমা প্রকল্প (বি এস বি) চালু করেছে, যা সম্পূর্ণরূপে রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত। ২০২০ থেকে রিমোট সেন্সিং, স্যাটেলাইট ইমেজারি, ওয়েদার ডেটা এবং গ্রাউন্ড ট্রুথিং প্রযুক্তি BSB প্রকল্পের সাথে যুক্ত করে ফসলের দেখভাল ও কৃষকের বিমার দাবির মূল্যায়ন করা হচ্ছে। সকল কৃষকের প্রদেয় বিমার প্রিমিয়ামের অংশের আর্থিক দায়ভারও রাজ্যসরকার বহন করছে, যা দেশের মধ্যে এক অনন্য নজির। ২০২৩-২৪-এর রবি মরশুমে ৬৬ লাখ কৃষকের নাম এবং ২০২৪-এর খরিফ মরশুমে ৭৩.২৫ লাখ কৃষকের নাম এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ১৭.৫৫ লাখ কৃষক ৬৭৮.৯০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ পেয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বাংলা কৃষি সেচ-যোজনার অধীনে 'পার ড্রপ মোর ক্রপ'-এর সহযোগিতায় এখনও পর্যন্ত ৬,৩০৯ হেক্টর চাষযোগ্য জমির আওতায় ১৪,০২৫ জন কৃষক স্প্রিঙ্কলার ইরিগেশন সিস্টেম (SIS) এবং ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম (DIS) স্থাপনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচের সুবিধা পেয়েছে। সূচনাপর্ব থেকে এখনও ক্ষুদ্রসেচের আওতায় ৮২,২২১ হেক্টর জমিতে ২,০২,৯৮৫ জন কৃষক উপকৃত হয়েছে।

আলুবীজের উৎপাদনে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে, উন্নতমানের আলুবীজের উৎপাদন বাড়াতে 'এপিক্যাল রুটেড কাটিং' (ARC) প্রযুক্তি গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকাঠামোর উন্নতিবিধানের জন্য নেট হাউস, গ্রিন হাউস, টিসু কালচার ল্যাবরেটরি এবং পলিহাউস নির্মাণের জন্য ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলে, ২টি টিসু কালচার ল্যাবরেটরি, পার্বত্য জেলায় ১২টি পলি হাউস, সমতলে ফ্যান প্যাড কুলিং সুবিধা-সহ ১৭টি পলি হাউস, সরকারি ফার্মে ৯৬টি নেট হাউস এবং কৃষকের জমিতে ২০টি স্থায়ী নেট হাউস এবং ৪৪০টি অস্থায়ী নেট হাউস নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন আলুর প্রজাতির জন্যে চলতি রবি মরশুমে ১০০টি প্রদর্শন কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত 'বঙ্গশ্রী' ব্র্যান্ডের অধীনে ৬.৮ লাখ টিসু কালচার মাদার প্ল্যান্টস, ৫৯ লাখ পটাটো মিনি টিউবারস এবং উন্নত মানের ২,৪০৬ MT টিউবারস উৎপাদন করে বিতরণ করা হয়েছে এবং তা কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

বিশেষ গুরুত্ব আরোপের দরুন গত পাঁচ বছরে ভুট্টা উৎপাদনক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ২.৬৪ লাখ হেক্টর থেকে বেড়ে ৪.০১ লাখ হেক্টর, ডাল শস্যের উৎপাদনক্ষেত্রে ৪.৪৩ লাখ হেক্টর থেকে বেড়ে ৪.৮১ লাখ হেক্টর এবং তৈলবীজের উৎপাদনক্ষেত্রে ৯.২৬ লাখ হেক্টর থেকে বেড়ে ১০.০২ লাখ হেক্টর হয়েছে। ভুট্টার উৎপাদন আটগুণ বেড়ে ৩.৫২ লাখ MT থেকে ২৮.৫৪ লাখ MT হয়েছে। ডালের উৎপাদন তিনগুণ বেড়ে ১.৪২ লাখ MT থেকে ৪.৩০ লাখ MT হয়েছে এবং তৈলবীজের উৎপাদন দুইগুণ বেড়ে ৭.০৩ লাখ MT থেকে ১৩.৩৩ লাখ MT হয়েছে।

২০২৪-এর খরিফ মরশুমে কালিম্পং, দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির তরঙ্গায়িত লাল ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার ১,৭৫৬ হেক্টর জমি প্রদর্শনের মাধ্যমে ফিঙ্গার মিলেট (রাগি)-এর উৎপাদন ক্ষেত্র বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ডালশস্য এবং তৈলবীজ উৎপাদনক্ষেত্র বৃদ্ধির জন্য 'Targeting Rice Fallow Areas (TRFA)' প্রকল্পের অধীনে ৭২.৩৪ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে খরিফ ধান উৎপাদনের পর অব্যবহৃত জমির ব্যবহার করা হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত ২৫,৩৬৩ জন সুবিধাপ্রাপক কৃষি যন্ত্রপাতি গ্রহণ করেছে। ১২০টি CHC আবেদন অনুমোদন করা হয়েছে এবং ১৬৮টি FMB/FMH স্থাপন করা হয়েছে।

পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা (PKVY)-এর অধীনে অর্গানিক কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২৪টি ক্লাস্টারে ১০টি জেলায় ২১,০০০ হেক্টর জমিকে চাষের আওতায় আনা হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্লাস্টার গঠন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, বায়ো-বোটানিকাল উৎপাদন ইউনিট এবং ট্রাডিশনাল অর্গানিক ইনপুটের জন্য সুবিধাপ্রাপকদের উৎসাহ ভাতা প্রদান, মূল্য সংযোজন পরিকাঠামো, প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি জৈব কৃষিজাত দ্রব্য বহনকারী গাড়ি, জৈব কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শন এবং বিক্রির জন্য স্টল ভাড়া, প্রচার বাজার সংযোগ, অর্গানিক শংসাপত্র ইত্যাদি উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২৪-২৫-এ ৫২,০০০ কৃষক উপকৃত হবে।

২০২০-২১-এ ৮,১১৪ MT থেকে ১৬৪% বৃদ্ধি পেয়ে চার রকম রেশমগুটির; যথা—মালবেরি, তসর, এরি এবং মুগা উৎপাদনের পরিমাণ ২০২৪-২৫-এ ২১,৪৪৭ MT হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। একইভাবে একই সময়ে সিল্ক উৎপাদনের হারও ১৬৮% বৃদ্ধি পেয়ে ২,৩৩৩ MT হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৩.২ কৃষিজ বিপণন

সুদৃঢ় বিপণন পরিকাঠামো এবং কার্যকরী ফসল তোলার পরবর্তী পরিচালন ব্যবস্থাদি নীতির সফল রূপায়ণের মাধ্যমে কৃষিজ বিপণন বিভাগ কৃষিজাত দ্রব্যের লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করতে কাজ করে চলেছে। 'সুফল বাংলা' প্রকল্প এবং বাজারে হস্তক্ষেপের নীতির মাধ্যমে এই বিভাগ গুণ সংযোজন, ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনা এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

২০২৪-২৫-এ ১৫৪টি নতুন সুফল বাংলা বিপণন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সরাসরি সবজি উৎপাদক চাষিদের কাছ থেকে লাভজনক মূল্যে ক্রয় করে এই ব্যবস্থায় চাষিদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি এবং ভোক্তাদের যুক্তিসম্মত মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পে ৮০,০০০ কৃষককে সংযুক্ত করে সারা রাজ্যজুড়ে ৬৪০টি আউটলেট এবং ৯টি বাল্ক হাবের মাধ্যমে ৩.৫০ লক্ষ ক্রেতাকে পরিষেবা প্রদান করেছে। এই প্রকল্পে ৫,০০,০০০ বিভিন্ন কৃষক সংগঠন, Farmers Producer Companies এবং Farmer Producer Organisation যুক্ত যা কৃষি ব্যাবসার উন্নতির জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা লাভ করছে। রাজ্য স্তরে রাজারহাটে অর্গানিক কৃষিজাত দ্রব্য বিপণন করার জন্য অর্গানিক মার্কেট (Organic Market) চালু করা হয়েছে।

রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি দ্বারা ৮৫টি সবজি ক্রয় এবং বিতরণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি ফার্ম এবং বাজার উভয়স্তরেই স্থাপন করা হয়েছে যাতে প্রয়োজনীয় সবজি এবং ফল; যেমন — পেঁয়াজ, আদা, রসুন, আনারস এবং কমলালেবু লাভজনক মূল্যে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করা যেতে পারে। সংগৃহীত কৃষিজাতদ্রব্য বিভিন্ন সুফল বাংলা কেন্দ্রগুলি এবং কলকাতা এবং অন্যান্য জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাজারে সরবরাহ করা হচ্ছে, যেখানে এটি সরাসরি ক্রেতাদের কাছে যুক্তিসঙ্গত মূল্যে বিক্রয় করা হয়। এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সুস্থায়ী জোগান সুনিশ্চিত করে সরকার আপৎকালীন সময়ে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি মোকাবিলা করছে।

১৮৬টি ‘কৃষক বাজার’ এবং উপ-বিপণিকেন্দ্র চালু আছে, যা গ্রামীণ কৃষকদের উন্নত পরিকাঠামো ও সহজ বিপণন ব্যবস্থা প্রদান করেছে। এটির মাধ্যমে বাজারকে সরাসরি কৃষকদের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ৭৭.২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং বোর্ড’ ৫১টি বাজারের পরিকাঠামো নির্মাণ সম্পূর্ণ করেছে এবং ১৬৪.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৮টি মার্কেট কমপ্লেক্স গঠনের কাজ শুরু করেছে।

‘Ease of Doing Business’-এর অংশ হিসেবে কৃষিজ দ্রব্যের বাণিজ্যিকক্ষেত্রে দ্রুত লেনদেনের জন্য অনলাইনে ‘Integrated Electronic Single Platform Permit (e-Permit)’ এবং ‘Unified License System’ চালু করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৪,৪৮,৩০০টি ই-পারমিট এবং ৪৮,৭৩৮টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। অনলাইন সিস্টেমের শুরু থেকে মার্কেট ফি হিসাবে ৩৬৩.০৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত ১৫টি জেলায় ১৮টি শস্যবাজার Electronic National Agriculture Market (e-NAM) পোর্টালের অন্তর্ভুক্ত। যার মাধ্যমে ৯০,৩৩৬ জন নথিভুক্ত কৃষক ৮৫,৩২৭ মেট্রিক টন শস্য সামগ্রী ই-ট্রেডিং-এর মাধ্যমে লেনদেন করে থাকে যার মূল্য ১৭৪.৬৯ কোটি টাকা।

ফসল তোলার পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের জন্য ‘আমার ফসল আমার গোলা’ প্রকল্পের অধীনে ৯১৭টি ছোটো এবং ৫৭০টি ২০টন ধারণ-

ক্ষমতাবিশিষ্ট পেঁয়াজ সংরক্ষণের কাঠামো এবছর বরাদ্দ করা হয়েছে। যাতে বর্তমান সংরক্ষণ ক্ষমতা ২৩,০০০ মেট্রিক টন বাড়বে।

এবছর প্রায় ৯২,০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাবিশিষ্ট ১৩টি নতুন কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ করা হয়েছে। আমাদের রাজ্য দেশের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ কোল্ড স্টোরেজ ক্ষমতা সম্পন্ন, যেখানে ৬২৯টি কোল্ড স্টোরেজ ৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন শস্য মজুত রাখতে পারে। 'Ease of Doing Business'-নিশ্চিত করার জন্য কোল্ড স্টোরেজের লাইসেন্স এবং পরিচালনার জন্য অনলাইন পোর্টাল নির্মাণ করা হয়েছে।

৩.৩ খাদ্য ও সরবরাহ

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত নাগরিকের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সচেষ্ট। ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কেউ যাতে অভুক্ত না থাকে, তাই এই বিভাগ সুদৃঢ় বিতরণ পরিকাঠামোর মাধ্যমে উচ্চমানের খাদ্যশস্য বিনামূল্যে সরবরাহ করছে।

'খাদ্যসাথী' প্রকল্পের অধীনে জাতীয় সুরক্ষা আইন [National Food Security Act (AAY & PHH or SPHH) এবং রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা (RKSY-I & RKSY-II)]-এর সহযোগিতায় পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের (PDS) আওতায় ২০,৬০০টি ন্যায্যমূল্যের রেশন দোকান ও ৫৪০টি সরবরাহ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৯ কোটি সুবিধাপ্রাপককে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

বিশেষ প্যাকেজ স্কিমে রাজ্যের প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী প্রায় ৫৩ লক্ষ উপভোক্তাকে, যার মধ্যে— আয়লা-অধ্যুষিত ব্লক, জঙ্গলমহল অঞ্চল, দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল, সিঙ্গুরের কৃষক, টোটোপাড়ার আদিম জনজাতি এবং চা-বাগানে বসবাসকারী শ্রমিক ও শ্রমব্যতীত অন্যান্য সদস্যদেরও বিনামূল্যে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

২০২১-এর নভেম্বরে 'দুয়ারে রেশন' প্রকল্পটি চালু হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হল খাদ্যসাথী সুবিধাপ্রাপকদের দুয়ারে খাদ্যশস্য বিতরণ করা যা জনগণের কাছে অত্যধিক সমাদৃত। ১.৭৫ কোটি পরিবারের প্রায় ৭.৫ কোটি (প্রায় ৮৬%) সুবিধাপ্রাপক দুয়ারে রেশন সংগ্রহ করেছে।

সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ইনস্টিটিউট এবং হোস্টেলে বসবাসকারীদের ভর্তুকিমূল্যে প্রতি মাসে জনপ্রতি ১৫ কেজি করে বেশি পুষ্টিগুণ সম্পন্ন চাল বিতরণ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫

সালে WI&H প্রকল্পের অধীনে ১,৪৪৩ প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৩,৬৬৭ মেট্রিক টন (MT) খাদ্য শস্য মঞ্জুর করা হয়েছে।

তীব্র অপুষ্টিজনিত (SAM) শিশুদের প্রতিমাসে বিনামূল্যে ৫ কেজি বেশি পুষ্টিগুণ সম্পন্ন চাল, ২.৫ কেজি গম, ১ কেজি ছোলা এবং ১ কেজি মসুর ডাল দেওয়া হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৫,৬৭৫ জন SAM শিশুকে খাদ্যশস্য প্রদান করা হয়েছে।

বছরে দু-বার উৎসব প্যাকেজের অধীনে উৎসব ঋতুতে (যেমন - ঈদ/রমজান, দুর্গোৎসব, কালীপূজা, দিওয়ালি এবং ছট পূজা) ৭৮.৬৯ লক্ষ AAY এবং SPHH পরিবারকে চিনি, আটা ও ছোলা প্রদান করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ সালে খরিফ মার্কেটিং সিজন (KMS)-এ ১৩ লক্ষ কৃষকদের থেকে ৫১.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়, যারা সর্বনিম্ন সহায়কমূল্যের সুবিধাপ্রাপ্ত।

২০২৪-২৫-এ এই KMS-এ সর্বনিম্ন সহায়কমূল্যে (MSP) ধানের ক্ষেত্রে প্রতি কুইন্টালে ২,১৮৩ টাকা থেকে বেড়ে ২,৩০০ টাকা হয়েছে। সমস্ত সংগ্রহকরণ স্ক্যানার সংযুক্ত e-PoP মেশিন এবং ওজন মাপার যন্ত্রের মাধ্যমে করা হয়। বিগত বছরগুলির মতোই CPC এবং মোবাইল CPC-এর মাধ্যমে ধান বিক্রির ক্ষেত্রে কৃষকদের কুইন্টাল প্রতি ২০ টাকা উৎসাহমূলক অর্থ দেওয়া হয়।

ধান ক্রয়ের কার্যকলাপের কাজ আরও স্বচ্ছ, সুবিধাজনক এবং কৃষক-বান্ধব করতে তথ্যপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। যাতে কৃষকরা Paddy, Procurement Portal (https://epaddy.wb.gov.in) মাধ্যমে আবেদন, নতুন নিবন্ধীকরণ বা নিবন্ধীকরণের অবস্থা, MSP-এর পেমেন্ট,পছন্দ মতো ধান বিক্রয়ের সুযোগ সুবিধা দেখতে পারে, অথবা বিক্রয়কেন্দ্র, বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (BSK) ফুড ইনসপেক্টরস অফিস, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটবোট (৯৯০৩০৫৫৫০৫), খাদ্যসাথী অন্নদাত্রী মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সুবিধা পেতে পারে। খরিফ মার্কেটিং সিজন (KMS) ২০২৪-২৫ সালে কৃষকরা সর্বাধিক ৯০ কুইন্টাল ধান বিক্রি করতে পারে একবারে বা বহুবারে, এটি নির্ভর করে জমির পরিমাণের উপর।

বর্তমানে ৮.৬২ কোটি (৯৮.৪০%) রেশন কার্ড (মোট রেশন কার্ড ৮.৭৬ কোটি) আধার নম্বরের সাথে যুক্ত করা হয়েছে যা দেশে অন্যতম সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে আছে। কিছুক্ষেত্রে যাদের আধার পাওয়ার প্রতিবন্ধকতা আছে, তারা ছাড়া সকলকে e-PoS-এর মাধ্যমে

ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যান বা IRIS স্ক্যান অথবা আধারযুক্ত OTP-র সাহায্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। আরও স্বচ্ছতার জন্য e-PoS যুক্ত ওজন মাপার যন্ত্রের সাহায্যে বিতরণ করা হয়, যাতে সুবিধাপ্রাপকরা তাদের প্রাপ্য পরিমাণ খাদ্যশস্য নিয়মিতভাবে পেতে পারে।

উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে পরিষেবা আরও সহজ করার জন্য 'রেশন কার্ড সম্পর্কিত নিজের সুবিধা উপলব্ধি' ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সুবিধাপ্রাপকরা রেশনকার্ডে আধার সংযোগ, নাম, ঠিকানা, বয়স, অভিভাবকের নাম পরিবর্তন, ন্যায্যমূল্যের দোকান, রেশন কার্ড সমর্পণ, e-Ration card ডাউনলোড, মোবাইল নম্বর লিংক অথবা ডি-লিংক ইত্যাদি করার সুবিধা পাওয়া যাবে।

খাদ্যশস্যের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত সংরক্ষণের জন্য প্রায় সমস্ত জেলায় গুদামঘর স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১১.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন (LMT) যা ২০১১, মে মাসে ছিল মাত্র ৬৩,০০০ মেট্রিক টন। ২০২৪-২৫ সালে হুগলি (গোঘাট), পুরুলিয়া (বেঙ্গুরা), পূর্ব বর্ধমান (মেমারি-I, মেমারি-II এবং জামালপুর) এবং পশ্চিম মেদিনীপুর (কেশপুর) ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বেড়েছে ১৯,০০০ মেট্রিক টন (MT)।

৩.৪ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগ ফসল তোলার পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কমানো এবং কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য সংযোজনের জন্য কাজ করে চলেছে। শাকসবজি, ফল, মশলা এবং ফুলের প্রধান উৎপাদক হিসাবে এই বিভাগ কৃষি-বাণিজ্য ক্ষেত্রে আর্থিক বৃদ্ধির স্বার্থে কাজ করে চলেছে।

এই রাজ্য গত ৫ বছরের বেশি সময় ধরে বেগুন, বাধাকপি, ফুলকপি, ঝিঙে, গাজর, ওল কচু, ক্যাপসিকাম এবং শশা উৎপাদনে সারা দেশের মধ্যে অগ্রগণ্য। গত ৫ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ আনারসের সর্ববৃহৎ এবং লিচু উৎপাদনে দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ রাজ্য। গত ৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গ 'কাট ফ্লাওয়ারের' উৎপাদনেও সর্ববৃহৎ রাজ্য। এই দপ্তর চাষিদের আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে এবং কৃষি খামারের বর্জ্য হ্রাস করার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

২০২৩-২৪ শস্যবর্ষে চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী, উদ্যানপালন ক্ষেত্রে ফল, ফুল, সবজি, মশলা এবং বাগিচা-ফসলের আওতায় চাষের জমির পরিমাণ হয়েছে ১৫,৯১,৬০৫ হেক্টর এবং উৎপাদন ২,০৭,০৭,৩৯৬ মেট্রিক টন।

প্রধান এবং গৌণ ফলের চাষের অঞ্চল বৃদ্ধির জন্য ৯৫.২৪ লাখ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন চারা চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। বিশেষত খরিফ এবং খরিফ মরশুমের শেষ দিকে অসময়ে পেঁয়াজ চাষের জন্য একই শস্য বর্ষে ২২.২৬ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে। একই সময়ে পেঁয়াজ চাষিদের ৪২৫ মেট্রিক টন পেঁয়াজ গুদামজাত করার সহায়তা করা হচ্ছে এবং পেঁয়াজ রাখার গুদামঘর নির্মাণের জন্য অর্থ সহায়তা করা হচ্ছে। অসময়ে পেঁয়াজ চাষের অঞ্চল বৃদ্ধির জন্য ২২.৫৮ কুইন্টাল Agri-found Dark Red প্রজাতির পেঁয়াজ চারা চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

চলতি শস্যবর্ষে এখন পর্যন্ত ২,৩২,৪১৮ বর্গমিটার জমিতে দামি ফুল, সবজি চাষ করার জন্য সুরক্ষিত পরিকাঠামো গঠন করা হয়েছে, যাতে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে সুরক্ষিত চাষ করা যায়। কাঠামোর মধ্যে জারবেরা, অর্কিড, গোলাপ এবং উচ্চমানের সবজির সংরক্ষিত চাষের জন্য চাষিদের যথাক্রমে ১৫.১২ লাখ এবং ১০.০১ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। চুঁচুড়ায় অবস্থিত 'Centre of Excellence for vegetables' বর্তমানে উৎপাদন ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে এবং একই সাথে সংরক্ষিত চাষ পদ্ধতির সাহায্যে ভালো মানের কৃষিদ্রব্য এবং সবজি চারা সরবরাহের উৎস হিসেবেও কাজ করছে।

এই বিভাগ উদ্যানপালন অধিদপ্তরের মাধ্যমে এলাকাবৃদ্ধি প্রকল্পের অধীনে WBSFP & HDCL-এর আওতায় উন্নতমানের চারা সরবরাহ নিশ্চিত করে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে WBSFP & HDCL -এর লক্ষ্য সারা পশ্চিমবঙ্গে ৯৫.০৩ লাখ চারা বিতরণ করা যার মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৭১.৩৯ লাখ চারা বিতরণ করা হয়েছে। এই বৎসরে কর্পোরেশনের ফার্মে সরবরাহ করা চারার ৯১% উৎপাদন করা হয়েছে।

সিঙ্কোনা এবং অন্যান্য ঔষধি গাছের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঔষধি বৃক্ষ যেমন — সিঙ্কোনা, ইপেক্যাক, ট্যাক্সাসবাকাটা, চিরতা, ডায়স্কোরিয়া চাষ করার এলাকা বৃদ্ধি এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। সুগন্ধিবৃক্ষ; যেমন — লেমন ঘাস ৪৫ একর, সিট্রোনেলা — ৯ একর এলাকার বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। ২১০ লিটার লেমন ঘাস তেল, ৯০ লিটার সিট্রোনেলা তেল উৎপাদন করা হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিতরণের জন্য মাশরুম স্পন চাষ করা হচ্ছে। ৬,৫২৬ একর সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশন, ৩০৬ একর রাবার প্ল্যান্টেশন, ১৯৪ একর কফি প্ল্যান্টেশন, ২৬৮ একর মান্দারিন অরেঞ্জ, ৭৬.৯৩ একর কিউই, ৯৭ একর এলাচ, ৩৭ একর চিরতা এবং ৫৭ একর ইপেক্যাক ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে।

মংপুতে মেডিসিনাল প্ল্যান্ট গার্ডেন (রডোডেনড্রন পার্ক) নির্মাণ করা হয়েছে। রংপো ডিভিশনের ডিরেক্টরেট অফ সিঙ্কোনা এবং অন্যান্য মেডিসিনাল প্ল্যান্টসের অধীনে রোগমুক্ত বৃহৎ এলাচ এবং আদা উৎপাদনের জন্য হাইটেক নার্সারি বানানো হচ্ছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ফুড প্রসেসিং ইনসেন্টিভ স্কিমের অধীনে ১৮টি ফুড প্রসেসিং প্রোজেক্টকে ১.৪৫ কোটি টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে ১১.৭৪ কোটি টাকা বিনিয়োগসহ ৯৬৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

Under Centrally Sponsored Scheme for ফর্মালাইজেশন অফ মাইক্রো ফুড প্রসেসিং এন্টারপ্রাইসেস (PMFME) প্রকল্পের অধীনে ৪.২৬ কোটি টাকা ভর্তুকিসহ ৬৮টি ফুড প্রসেসিং প্রোজেক্ট অনুমোদন লাভ করেছে এবং PMFME সিড ক্যাপিটাল পরিকল্পনায় ৫৬২ জন সুবিধাপ্রাপককে ২.১২ কোটি টাকার মূলধন প্রদানের অনুমোদন করা হয়েছে। রাজ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নতি এবং সম্ভাবনার ওপর উত্তরবঙ্গের সব জেলাকে নিয়ে ১৫টি জেলাস্তরের সচেতনতা ক্যাম্প এবং একটি ফুড প্রসেসিং কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে।

৩.৫ প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন

পশুপালকদের সুস্থায়ী জীবনযাপনের মান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ দুধ, মাংস, ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে দায়বদ্ধ। প্রজাতি উন্নয়ন, উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা, দুগ্ধ সমবায়গুলির বিকাশের মাধ্যমে এই বিভাগ জীবিকা অর্জনের সুযোগ এবং গ্রামীণ আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধির স্বার্থে কাজ করে চলেছে।

প্রাথমিক পশুপালন পরিসংখ্যান ২০২৪ অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গে ২০২৩-২৪ সালে ১২.৯৪ লক্ষ টন মাংস উৎপাদিত হয়েছে যা জাতীয় স্তরের নিরিখে উৎপাদনের ১২.৬২%, যার ফলে এই রাজ্য দেশের সর্বোচ্চ মাংস উৎপাদনকারী রাজ্য-এর স্বীকৃতি লাভ করেছে।

পোলট্রিক্ষেত্রে ২০২৩-২৪ সালে ১৬.২৩ বিলিয়ন ডিম উৎপাদন করে পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম উৎপাদনকারী হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এই রাজ্যে বর্তমানে জাতীয় স্তরে উৎপাদিত হওয়া মোট ডিমের ১১.৩৭% উৎপাদন করা হয়। ২০২৩-২৪ সালে ডিম উৎপাদনে রাজ্যের বার্ষিক বৃদ্ধি ১৮.০৭% যেখানে জাতীয় গড় বৃদ্ধি ৩.১৮%।

দুগ্ধ উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২০২৩-২৪ সালের নিরিখে ৯.৭৬% যেখানে জাতীয় গড় উৎপাদন ৩.৭৮% এবং এটিই দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এই রাজ্যে ৭৬.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন দুধ উৎপাদন হয়েছে।

প্রাঙ্গণ পোল্ট্রি ক্ষেত্রে যেখানে বিশেষত মহিলা ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হয়ে থাকে সেখানে জানুয়ারি ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ১.৯৪ কোটি হাঁস ও মুরগির ছানা বিতরণ করা হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনসেনটিভ স্কিম-২০১৭-এর আওতায় ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ১৫৮টি প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১৪টি ইউনিট ইতিমধ্যে উৎপাদন শুরু করে বার্ষিক ১৭৯ কোটি ডিম উৎপাদন করেছে। বেসরকারি পোল্ট্রিগুলিকে প্রায় ২৩.৪০ কোটি টাকা অনুদান ও উৎসাহ ভাতা প্রদান করা হয়েছে। আরও প্রায় ৯.৫৪ কোটি টাকা অনুদান প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে।

মাংস উৎপাদনের জন্য ব্রয়লার মুরগি প্রতিপালনে উৎসাহ প্রদান এবং গ্রামীণ স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে, ব্রয়লার পালন খামার-এর জন্য রাজ্য সরকার ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনসেনটিভ স্কিম ২০২৩ ঘোষণা করেছে।

ব্রয়লার ইন্টিগ্রেশন প্রোগ্রাম রাজ্যের ১৬টি জেলায় বিস্তৃত করা হয়েছে যা কিনা স্বনিযুক্তিতে এখন প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এই উদ্ভাবনী পদক্ষেপের মাধ্যমে একজন চাষি বাজারের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে বার্ষিক আনুমানিক ১.২২ লক্ষ টাকা অবধি উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড রাজ্যের ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে, মালদার ইংলিশবাজার এবং নদীয়ার হরিণঘাটায় ৩ লক্ষ লেয়ার বার্ডপালনের ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি নতুন পোলট্রি লেয়ার খামার প্রতিষ্ঠা করেছে। দুটি খামারে প্রতিদিন প্রায় ১,৬০,০০০ টি ডিম উৎপাদন করা হয়।

দুয়ারে পশু চিকিৎসার অধীনে, চাষিদের ঘরের কাছে প্রাণীপালন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে একজন প্রাণীচিকিৎসক, একজন পার্শ্ব প্রাণীচিকিৎসা কর্মী এবং একজন ড্রাইভার কাম অ্যাসিস্ট্যান্টসহ ভ্রাম্যমাণ প্রাণীপালন কেন্দ্র (MVU) এবং ভ্রাম্যমাণ প্রাণী চিকিৎসাকেন্দ্র (MVC) রাজ্যের ৩৪৪টি ব্লকে কাজ করছে। MVU/MVC-এর মাধ্যমে ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ১ লক্ষের বেশি

পশু চিকিৎসা ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে এবং প্রায় ২.৭৬ কোটি প্রাণীকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে ২০২৪ সালে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রায় ৪৬,৬৭০টি ছাগল বিতরণ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে জীবিকা অর্জনের পাথেয় হিসাবে যে ৩৪,৪০০টি ছাগল বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল তা ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে।

রাজ্যের ১৫টি জেলার ১১৬টি ব্লকে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে ১,১৬০টি ভেড়া বিতরণের জন্য একটি পাইলট প্রোজেক্ট চালু করা হয়েছে।

ব্যাবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা এবং ছাগল পালনের জন্য যথাযথ সাহায্য করার লক্ষ্যে গত তিন বছরে ২০টি ফার্মার প্রডিউসার কোম্পানি (FPC) এবং ৪০০টি গোটারি ক্লাস্টার স্থাপন করা হয়েছে, যাতে ২৬,০০০ প্রান্তিক গ্রামীণ পরিবার সরাসরি উপকৃত হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় পদ্ধতির এই পরিবর্তন ছাগ মাংস উৎপাদনবৃদ্ধির পাশাপাশি ঐসব এলাকায় স্বনিযুক্তির সুযোগ তৈরি করেছে।

তপশিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারগুলিকে, যাদের কাছে শূকর প্রতিপালন অর্থনৈতিকভাবে জীবিকা নির্বাহের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, তাদের মধ্যে ক্লাস্টারভিত্তিক শূকর প্রতিপালনের জন্য শূকরছানা, বিমা ও ওষুধ এবং প্রাথমিক পশুখাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মিনিকিট পশুখাদ্য বিতরণ এবং পশুখাদ্য প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে গবাদিপশুর মালিকগণ, মিল্ক ইউনিয়নগুলির সদস্যবৃন্দ, গোটারি এফ পি ও (FPO)/এফ পি সি (FPCs), গোট ক্লাস্টার এবং মাটির সৃষ্টি সাইটগুলিতে সবুজ পশুখাদ্য বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় ৩৮,৩১০ জন উপভোক্তা এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।

রাজ্যব্যাপী ছড়িয়ে থাকা 'প্রাণীসেবী' ও 'প্রাণীমিত্র'-এর স্বনিযুক্ত কৃত্রিম প্রজনন সহায়ক কর্মীবৃন্দ গবাদি পশু চাষিদের ঘরের কাছে কৃত্রিম প্রজনন ও টিকাকরণের সুবিধা প্রদান করছে। তাদের কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিমাসে ৫,০০০ টাকা করে অনুদান এই বিভাগ থেকে তাদের

প্রদান করা হয়, সূচনাকাল থেকে প্রায় ৩২৪.৭৯ কোটি টাকা DBT-এর মাধ্যমে তাদের প্রদান করা হয়েছে।

২০২১-২২ থেকে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে রাজ্যের পশুপালন কৃষকদের জন্য ৭৪,৪০৩টি কিষান ক্রেডিট কার্ড পশুপালন (KCC-AH) প্রদান করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কার্যকরী মূলধন হিসাবে ৬৭৮.১০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পশুপালন কৃষকদের জন্য অনুমোদিত হয়েছে।

রাজ্যের ১১টি জেলায় দ্রুত দুগ্ধ প্রদানকারী গবাদি পশুর জিনগত উন্নয়নের জন্য একটি পাইলট প্রোজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে যেখানে সেক্সসর্টেড সিমেন ব্যবহার করে প্রায় ৯০ শতাংশ সুনিশ্চিতভাবে স্ত্রী বাছুর প্রজনন করা হচ্ছে। গবাদি পশুদের জিনগত উন্নয়নের জন্য হরিণঘাটা খামারে ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন এবং এমব্রায়ো ট্রান্সফার-এর জন্য একটি আধুনিক পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের জন্য ২০১০-১১ সাল থেকে ৫.৭৬ কোটি বোভাইন কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ১.৮৮ কোটি বাছুরের জন্মদান সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রাণীদের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য ৭.৬১ কোটি টিকার ডোজ প্রদান করা হয়েছে যা ২.২৯ কোটি উপভোক্তাকারীকে উপকৃত করেছে।

২০২৪-২৫ সালের মধ্যে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ৫,১৫৪টি দুগ্ধ প্রদানকারী বক্না বাছুর ডেয়ারি কো-অপারেটিভ সোসাইটি/মিল্ক ইউনিয়নগুলির সদস্যদের প্রদান করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

১৮ই অক্টোবর, ২০২৪ ফ্রান্সের প্যারিস শহরে অনুষ্ঠিত হওয়া IDF ওয়ার্ল্ড সমিটে সারা বিশ্ব থেকে ১৫৩টি এন্ট্রির মধ্যে NDDB-এর সাথে যৌথভাবে পরিচালিত ভারতের প্রথম মহিলা পরিচালিত অর্গানিক কো-অপারেটিভ, সুন্দরবন কো-অপারেটিভ দুগ্ধ এবং পশুসম্পদ উৎপাদক ইউনিয়ন লিমিটেড (সুন্দরীনি) কে ইন্টারন্যাশানাল ডেয়ারি ফেডারেশন (IDF) 'ইনোভেশন ইন সাসটেইনেবল ফার্মিং প্রাক্টিসেস-সোশিও- ইকোনমিক অ্যাওয়ার্ড,' ২০২৪ দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে ৯৭টি নতুন ডেয়ারি কো-অপারেটিভ সোসাইটি রেজিস্টার করেছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ওয়েস্ট

বেঙ্গল কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসারস ফেডারেশন লিমিটেড কর্তৃক প্রতিমাসে গড়ে ২২৪.১০ TKgPD দুগ্ধ ক্রয় করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার দুগ্ধ উৎপাদনকে গ্রামীণ এলাকার একটি নির্ভরযোগ্য জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে নেওয়ায় উৎসাহী করতে 'বাংলার ডেয়ারি' স্থাপন করেছে। এই সরকারি মালিকাধীন কোম্পানি দুগ্ধ ইউনিয়নের মাধ্যমে নির্ধারিত মানের কাঁচা দুধে প্রায় ১১.৫০ টাকা প্রতি কেজি হারে অর্থনৈতিক অনুদান (ভর্তুকি) সরাসরি প্রাথমিক ডেয়ারি চাষিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রদান করছে। বাংলার ডেয়ারি ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালে ৩,৪৯,১৯,১৪০ কেজি কাঁচা দুধ ক্রয় করে DBT-এর মাধ্যমে দুগ্ধ চাষিদের ১৩২.৭১ কোটি টাকা প্রদান করেছে। বাংলার ডেয়ারি তার ৫৮১টি বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধ এবং বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্যগুলি বিক্রয় করে চলেছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল পশুসম্পদ উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড (WBLDCL) ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ৮৭,৩৭৪.৭৮ মেট্রিক টন (MT) পশুখাদ্য উৎপাদন করেছে। ২০২৪ সালে বাঁকুড়ার সালতোরায় প্রথম একটি পোলট্রি লেয়ার ব্রিডিং ফার্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ৩৬.৭৭ লক্ষ ব্রয়লার মুরগির ছানা এবং ৬.৯০ লক্ষ পোলট্রি লেয়ার মুরগি ছানা এবং ১৭,৯৪,৫৮,৫৯৭টি ডিম উৎপাদন করা হয়েছে। যার মধ্যে ১,০৬,৭৪,৭২০টি ডিম 'মা কিচেন'-এ পাঠানো হয়েছে। এই সংস্থা ২০২৪ সালে বাহরিনে ছাগমাংস রপ্তানি করেছে। কল্যাণী লেয়ার ফার্ম-I, কল্যাণী, নদীয়ার বায়ো মিথেনেশন প্ল্যান্ট বর্তমানে ১২ মেট্রিক টন (MT) জৈবসার প্রতিদিন উৎপাদন করছে। WBLDCL অধীনস্থ হরিণঘাটা খুচরো মাংস বিক্রয়কেন্দ্র এবং এপিক ফিড ডিলারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৭৪৭টি এবং ২৯৭টি হয়েছে।

ছাত্র-শিক্ষক বিনিময় এবং গবেষণা সংক্রান্ত কাজ সম্পাদনের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যানিম্যাল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্স এবং জার্মানির লিপজিগ ইউনিভার্সিটি-এর মধ্যে একটি মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৩.৬ মৎস্য

পশ্চিমবঙ্গে মাছের চারা উৎপাদন ২০২৩-২৪-এর ১৭.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫-এ ২৬.০২ বিলিয়ন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে বৃহত্তম মাছের চারা উৎপাদককারী রাজ্য এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম মাছ উৎপাদনকারী রাজ্য হিসাবে স্থান লাভ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে নোনা জলের মৎস্য প্রজাতির রপ্তানি হয় মোট রপ্তানির ৭০%-এর বেশি। এই ক্ষেত্রে উৎপাদনে জোর দিতে মাছ চাষি এবং FPG-র স্বার্থে ৩০১টি ভেড়িতে বাগদা চিংড়ির একক চাষে, ২০৫টি ভেড়িতে ভেনামি চিংড়ির একক চাষে এবং ৪৪২টি ভেড়িতে মুলেট ও চিংড়ির একত্র চাষে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

স্বাদু জলের মৎস্যচাষ বৃদ্ধিতে অধিক সংখ্যায় 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পে পুকুর খনন করা হয়েছে। সেই অনুসারে বিজ্ঞানসম্মত মৎস্যচাষের জন্য ৪,৩৭৩ টি পুকুরকে (৫৮৩.০৭ হেক্টর)-এর আওতায় আনা হয়েছে। ৪০,৮১০টি (৫,৪৪১.৩৩ হেক্টর) ছোটো জলাশয়ে মৎস্য চাষের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। Air-breathing Fish Culture-এর অধীনে ৮১২টি পুকুরে স্বরূপ দেশি মাগুর/শিঙির পরিচর্যার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। আদিবাসী মৎস্যজীবীদের উন্নতির জন্য দেশি মাগুর/শিঙি কালচার এবং IMC কালচার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

মৎস্যচাষে নিযুক্ত বাংলার মৎস্যজীবীদের মান এবং বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য 'বঙ্গ মৎস্য যোজনা' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ৩২.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২,৬১১টি সুবিধাদায়ী প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে। এছাড়াও সুবিধাদায়ী নয় এমন কার্যকলাপের জন্য ৩০.৪৬ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

কংসাবতীর 'আবদ্ধ জলাধারে মৎস্যচাষ প্রকল্প' নামে একটি 'পাইলট প্রকল্প' রূপায়ণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ICAR-CIFRI-এর প্রযুক্তিগত সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হুগলি এই তিন জেলাতে 'সিইউএজ-ফেড ফিসারি' প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

৪৩৬টি জাল ও হাঁড়ি, ২৫৩টি হাঁড়ি এবং ৬৮টি 'বেহুন্দি' জাল প্রত্যেক মৎস্যচাষি আভ্যন্তরীণ মৎস্য সমবায় সমিতি ও সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

'মাটির সৃষ্টি' প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মৎস্যচাষ সংক্রান্ত পরিকল্পনা যেমন - বড়ো মাছ চাষ, দেশীয় মাগুর চাষ, ছোটো জলাশয়ে অন্তর্দেশীয় মাছ চাষ নেওয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের ২.০ লাখ টাকা পর্যন্ত (৫% সুদ ছাড়সহ) ক্ষুদ্র মেয়াদে ঋণের সুবিধা দিতে মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড MJCC দেওয়া হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত MJCC-এর আওতায় ২২,০৭৮ জন অনুমোদন পেয়েছেন।

৩.৭ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিশালীকরণ এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পগুলির সফল রূপায়ণ করছে। তৃণমূলস্তরের উদ্যোগ এবং নীতিগত বাজেট সংক্রান্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে এই বিভাগ সার্বিক বৃদ্ধি এবং সম্প্রদায়গুলির ক্ষমতায়ণের জন্য সচেষ্ট।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অর্থবর্ষে ১২ লাখ সুবিধাপ্রাপক পরিবারের জন্য পাকাবাড়ি নির্মাণের উদ্দেশ্যে ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ 'বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ)' প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার সুবিধাপ্রাপকদের প্রথম পর্যায়ে ৭,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ও প্রদান করেছে। এটি স্থির করা হয়েছে যে পরবর্তী অর্থবর্ষে আরও ১৬ লাখ পরিবার এই সুবিধা পাবে।

'চা সুন্দরী' সহায়তা প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার চা বাগানের শ্রমিকদের ২১,৩৩৮টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণের জন্য ২১৫.৫৩ কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে।

২০২৪-২৫-এ ভারত সরকার লেবার বাজেট অনুমোদন বকেয়া রাখার জন্য মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিমে (MGNREGS) মাইনে ও অন্যান্য খরচ বাবদ রাজ্য সরকার নিজস্ব রাজস্ব থেকে ১৪৪.৮০ কোটি টাকা প্রদান করেছে।

'পথশ্রী' I, II এবং III -এর আওতায় ৩৮,৬৪৪ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে ৫ কোটির বেশি শ্রম দিবস তৈরি করা হয়েছে।

২০২৪-২৫-এ MGNREGS কর্মপ্রার্থীদের দুর্দশা দূর করার জন্য দপ্তরের কাজের মাধ্যমে ৫০ দিনের রোজভিত্তিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে 'কর্মশ্রী প্রকল্প' চালু করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ থেকে এখন পর্যন্ত প্রত্যেক বাড়িতে ৫৫ দিনের গড় জীবিকা সাপেক্ষে ২৭.১২ কোটি শ্রম-দিবস তৈরি করা হয়েছে এবং মজুরি হিসাবে ৫,০৯৯.২০ কোটি টাকা

বরাদ্দ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই কর্মসূচীর আওতায় ৬১ কোটি ব্যক্তি দিন তৈরি করা হয়েছে এবং মজুরি হিসাবে ১২,৩৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

ন্যাশনাল সোশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (NSAP) সেলের 'জয় বাংলা' প্রকল্পের অধীনে ২০.১১ লাখ সুবিধা প্রাপকের জন্য মাসে ১,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

IGNOAPS প্রকল্পের আওতায় ৬০ বৎসর এবং তার অধিক বয়সী ১২.৩১ লাখ সুবিধাপ্রাপককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

IGNWPS প্রকল্পের আওতায় ৪০-৭৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত ৭.২৬ লাখ বিধবাকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

IGNDPS প্রকল্পের অধীনে ১৮-৭৯ বছর বয়সী ৫৪,৬১০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

NFBS-এর অধীনে পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্যের আকস্মিক মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ ৮,০২৬টি পরিবারকে ৪০,০০০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে। আরও ২,৭৭৭টি পরিবারকে সাহায্যের আওতায় আনা হচ্ছে।

স্বনিযুক্তি গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে, দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে গ্রামীণ পরিবারগুলি বিশেষত মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল লাইভলিহুড মিশন বা 'আনন্দধারা' চালু করা হয়েছে। ২০২৪-২৫-এ ১.২২ কোটি মহিলাকে যুক্ত করে পশ্চিমবঙ্গ ১২ লাখ স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে অন্য রাজ্যকে ছাপিয়ে গেছে। এছাড়াও ৪২,৭০৩টি উপসংঘ, ৩,৩৩৯টি সংঘ এবং ৩২৫টি ব্লক স্তরে মহাসংঘ তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে মাল্টি পারপাস প্রাইমারি কো-অপারেটিভ সোসাইটি হিসাবে নিবন্ধিত প্রত্যেকটি সংঘ স্বাধীনভাবে নিজস্ব ব্যাবসায়িক কাজকর্ম পরিচালনা করছে।

এই অন্তর্ভুক্তি প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রান্তিক গোষ্ঠী যেমন- তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক মহিলা এবং পাচার চক্রের শিকার ব্যক্তিদের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। ১,৫০০টি বয়স্কদের গোষ্ঠী তৈরির প্রচেষ্টা নেওয়ার এবং ১৭,০০০ পরিবার যেখানে প্রতিবন্ধী সদস্য আছে তাদের নিয়ে স্বনিযুক্তি গোষ্ঠী স্থাপনের উপরে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ৩,৩৩৯টি সংঘের প্রত্যেকটিকে দুর্বল সদস্যদের সহায়তা প্রদান করার জন্য ১ লাখ টাকার ভালনারেবিলিটি রিডাকশন ফান্ড (VRF) প্রদান করা হচ্ছে।

শুরু থেকে ৮.৫৫ লাখ স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ১,২৮৯.৫৯ কোটি টাকার রিভলভিং ফান্ড প্রদান করা হচ্ছে। ৫.৬৭ লাখ স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ৩,৮০১.৩৭ কোটি টাকার কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ থেকে রিভলভিং ফান্ডের পরিমাণ বেড়ে ৩০ হাজার টাকা হয়েছে। স্বনিযুক্তি গোষ্ঠীগুলি ব্যাঙ্ক ঋণ হিসাবে ২৫,০৮৬ কোটি টাকা পাচ্ছে। ৯৬% স্বনিযুক্তি গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই ঋণ পাচ্ছে এবং মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১.১৭ লাখ কোটি টাকা। আশা করা হচ্ছে, ২০২৫ সালের মধ্যে সবাইকে ঋণের সুবিধার আওতায় আনা যাবে।

সমন্বয়কারী কার্যকলাপের অংশ হিসাবে স্বনিযুক্তি গোষ্ঠীগুলি ১.১২ কোটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য স্কুল ইউনিফর্ম দিচ্ছে এবং ৩১২টি ICDS প্রকল্পে খাদ্য সরবরাহ করছে। এছাড়াও স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীচালিত ক্যান্টিন ও ১৯টি উৎপাদন ইউনিটের সাহায্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন উৎপাদন চালু হয়েছে। বিভিন্ন মেলা যেমন - কলকাতা SARAS-মেলার ব্যাবসায়িক সুযোগ তৈরির মাধ্যমে গত বছর ২৩ কোটি টাকার ব্যাবসা হয়েছে। ১৮টি 'সৃষ্টিশ্রী' আউটলেট তৈরি করা হয়েছে। স্টার্টআপ ভিলেজ এনট্রেপ্রেনিওরশিপ প্রোগ্রাম (SVEP) এবং ওয়ান স্টপ ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার (OSF) প্রকল্পের অধীনে ২৫,৪০৮টি উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ), প্রকল্পের অধীনে ২০১৩-তে শুরু হওয়া নির্মল বাংলা পশ্চিমবাংলার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে 'উন্মুক্ত শৌচমুক্ত' লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১ কোটি গৃহ-শৌচালয় নির্মিত হয়েছে। সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত 'উন্মুক্ত শৌচমুক্ত' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ৯,১৭৮টি জনসাধারণের শৌচালয় এবং ২,২৪৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ চালু হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে (ডিসেম্বর পর্যন্ত), ১.২৪ লাখ গৃহ-শৌচালয় এবং ১,১৪৫টি কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে। এই সাফাই সংক্রান্ত উদ্যোগ গ্রামাঞ্চলে পরিচ্ছন্নতা বাড়িয়ে তুলেছে এবং জলবাহিত রোগের হার কমিয়েছে।

২০০০-০১ থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা (PMGSY)-র অধীনে অল ওয়েদার রোড দ্বারা গ্রামীণ এলাকাগুলোকে সংযুক্ত করা হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে ২৬,৪০৫ কিলোমিটার সড়ক এবং ৫৪টি ব্রিজ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

২০২৪-২৫-এ এখনও পর্যন্ত নির্মাণের জন্য ১৩৯.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০৫ কিলোমিটার নতুন সড়ক করা হয়েছে। PMGSY-III প্রকল্পের আওতায় ৬১৯ কিলোমিটার সড়ক তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও ৩,৩৮০ কিলোমিটার নতুন সড়ক এবং ৬টি ব্রিজ নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

পুনর্গঠিত রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান (RGSA)-এর অধীনে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কার্যকর্তাদের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ২,৭৮,৫১৯ জন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে PRI-এর ১,৯৩,০৩৪ জন নির্বাচিত প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এই বাবদ ব্যয় হয়েছে ৩৮.৯৩ কোটি টাকা।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে একটি অর্থনৈতিক উন্নতি এবং আয়বৃদ্ধি (ED&IE) প্রকল্প, ৯টি পঞ্চায়েত শিক্ষণ কেন্দ্র (PLC) এবং ১১২টিগ্রাম পঞ্চায়েত ভবন নির্মাণ এবং ১১২টি কম্পিউটার চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৩.৮ সেচ ও জলপথ পরিবহণ

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ক্যানাল সিস্টেমের সংস্কারসাধনের মাধ্যমে বড়ো, মাঝারি ও ছোটো সেচ প্রকল্পের দ্বারা অতিরিক্ত ৬০,৯০৮ একর চাষযোগ্য জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে। এর মধ্যে কংসাবতী রিজার্ভার প্রোজেক্ট, ময়ূরাক্ষী রিজার্ভার প্রোজেক্ট, তিস্তা ব্যারাজ প্রোজেক্ট এবং DVC ক্যানাল সিস্টেম এই চারটি বড়ো সেচ প্রকল্পের সংস্কারের কাজ আংশিক সম্পন্ন হয়েছে। দীর্ঘদিন চলতে থাকা জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করে জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ৯,৭৯৫ একর জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সেচের আওতায় আনা জমির মোট পরিমাপ ৩,১৬,২৯৫ একর। ডিভিসি ক্যানাল প্রকল্পের সংস্কারের মাধ্যমে বিশেষ করে পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান এবং বাঁকুড়া জেলার প্রান্তিক অঞ্চলে সেচের আওতায় অতিরিক্ত ৩৮,৭৪৭ একর জমি আনা হয়েছে। এর ফলে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মোট ৮,৩৯,৮০০ একর এলাকা সেচের আওতায় এসেছে।

প্রধান সেচ প্রকল্পগুলিতে কার্যকরী জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ২১.২০ লাখ একর চাষযোগ্য জমিতে অতিরিক্ত খারিফ সেচের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। উপরন্তু দামোদর ভ্যালি

কর্পোরেশন ও সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন (CWC)-এর সহযোগিতায় রবি-বোরো মরশুমের জন্য ৫.৭৪ লাখ একর জমির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালের তুলনায় সেচযোগ্য এলাকার পরিমাণ ২২% বৃদ্ধি হয়েছে।

রাজ্য সরকার রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বিপর্যয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সুন্দরবন অঞ্চলের আকস্মিক জোয়ারের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করতে সমর্থ হয়েছে। মে, ২০২৪-এ সাইক্লোন 'রেমাল'-এর সময় এবং সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর, ২০২৪-এ বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা ক্যাচমেন্ট এলাকায় ভারী বর্ষণের ফলে হওয়া ক্ষয়ক্ষতি রোধ জরুরি ভিত্তিতে মেরামত এবং ফাটল পূরণের মাধ্যমে করা সম্ভবপর হয়েছে।

২০২৪-২৫ বর্ষে বন্যা ও নদীপাড় ক্ষয়রোধ করার জন্য ১২১ কিমি দীর্ঘ বাঁধ সংস্কার করা হয়েছে এবং মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীর সংস্কারসহ ১৪৯ কিমি নদীখাল খনন করা হয়েছে। বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি এবং ২০২৪-এর বর্ষায় ৬৪৩ কিমি দীর্ঘ নদীখালের সংস্কারের এককালীন ছাড়পত্রের মাধ্যমে ১,১৬৭ কিমি দীর্ঘ নদীখালের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে। এর ফলে এই অঞ্চলে মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ ও ধুলিয়ান এলাকায় গঙ্গা-পদ্মা নদীর ৫.৭৩ কিমি দীর্ঘ নদীপাড়ের ভাঙন রোধ সহ ডেঙ্গুর প্রকোপ কমানোর জন্য উন্নত নিকাশি ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ডেঙ্গু প্রতিরোধে শহরাঞ্চলের নিকাশি নালার পরিষ্কারের কাজ ঘনঘন করা হচ্ছে, যাতে ডেঙ্গু না ছড়াতে পারে।

কাকদ্বীপ ও সাগরদ্বীপের মধ্যবর্তী মুড়িগঙ্গা নদীতে বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ড্রেজিং-এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, যার ফলে গঙ্গাসাগর মেলার (২০২৫) সময় প্রায় ২৪ ঘণ্টাই বাধাহীনভাবে লঞ্চ চলাচল সম্ভব হয়েছে।

বিশ্বব্যাঙ্কের সহযোগিতায় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মেজর ইরিগেশন অ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট'-এর আওতায় নীচু এলাকায় জল সরবরাহ ব্যবস্থাদির উন্নতির দ্বারা ১৭৪টি হাইড্রলিক কাঠামো, ৩৬৬টি সেচখাল নিয়ন্ত্রক গেট নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে বিগত ১৫ বছরের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও উন্নত বন্যারোধকারী পরিকাঠামোর মাধ্যমে বন্যার ব্যাপকতা কমানো গেছে, যা ২০১৭-এর তুলনায় ১০% কম ছিল। ২০২৪ এর বন্যায় ১৪% প্লাবনের ব্যাপকতা কমানো গেছে। এছাড়াও ফাটল কম জায়গায় দেখা গেছে এবং বন্যা জল দ্রুত বার করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

কার্যকরী দক্ষতা, স্বচ্ছতা, দায়িত্ববোধ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার প্রচুর সংস্কারমূলক প্রকল্প যেমন—'প্রকল্প তদারকি ব্যবস্থা' এবং ডিপিআর-তৈরির সংশোধিত নির্দেশিকা, পাড় সংরক্ষণের পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। বিশেষ উদ্যোগসমূহ যেমন আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে তোর্সা নদীর জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা সংক্রান্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে নিকাশি নালা ও সেচখালের উপর ৪৬টি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৩৭টি কাঠের সেতু সংস্কার করা হয়েছে।

৩.৯ জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন

জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ ক্ষুদ্র, ছোট সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ছোট এবং প্রান্তিক কৃষকদের সেচ সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান করছে। কৃষি সংক্রান্ত চাহিদাগুলি পূরণের উদ্দেশ্যে এটি ভূগর্ভস্থ জল সম্পদের মূল্যায়ন এবং কার্যকরী পরিচালনার জন্য এই বিভাগ কাজ করে চলেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তর সেচের অধিকতর সম্ভাবনা সৃষ্টি এবং তৎপরবর্তী কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত মোট ২,৩২০টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে, যার মাধ্যমে ৪৩,৭৩০ হেক্টর জমি সেচসেবিত হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে 'জল ধরো-জল ভরো' প্রকল্পের অধীনে ৪,৭৪২টি জলাশয় এবং জলধারণ ব্যবস্থা সৃষ্টি অথবা সংস্কার-এর কাজ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪,৭৩২টি সমতুল্য মানের জলাশয় জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ দ্বারা এবং ১০টি জলাশয় সৃষ্টি বা সংস্কারের কাজ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সমন্বয়ে করা হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত ৪,১০,৫৬৯টি জলাশয় ও জলধারণ কাঠামো তৈরি অথবা সংস্কার করা হয়েছে। যার মধ্যে ১,২৭,১৫৫টি সমমানের জলাশয় WRI&D বিভাগ দ্বারা এবং ২,৮৩,৪১৪টি জলাশয় তৈরি বা সংস্কার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

২০২০-তে ৬টি পশ্চিমাঞ্চলের জেলা এবং অব্যবহৃত জমি, পতিত/এক ফসলি জমিতে বহু ফসল চাষ করার উদ্দেশ্যে এবং জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'মাটির সৃষ্টি' চালু করা হয়েছে। শুরু থেকে এই প্রকল্পের আওতায়

৪২,০০০ একর এলাকাসহ ৫,৪৫৫ নং টি সাইটে এই প্রকল্পটি লাগু হয়েছে। ২০২২ থেকে রায়তি জমির ৬৫৫টি সাইটের ২৩,০০০ একর এই প্রকল্পের আওতাধীন। এই উদ্যোগে ৪৯,০০০-এরও বেশি কৃষক যুক্ত আছে।

এই প্রকল্পের আওতায় ৬৮৯টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে চালু হয়েছে এবং 'মাটির সৃষ্টি' এলাকাতে ২৫৬টি স্প্রিঙ্কলার সেট এবং ২৫টি ড্রিপ স্থাপন করা হয়েছে। সেচের উৎস সৃষ্টির মাধ্যমে এর ফলে শাক-সবজি সহ কৃষিজাত দ্রব্যের ফলন ২২,০০০ একর বহুফসলি এলাকায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। ১২,০০০ একর এলাকায় মূলত ফল বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। ফসল উৎপাদনের মাত্রা পূর্বের এই উদ্যোগ চালুর আগে যা ছিল ১০০-র ও কম তা থেকে ১৮০-র ও বেশি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে।

এই প্রকল্পের আওতায় ২২৪টি সাইটে প্রাণীসম্পদ দপ্তর এবং বিভিন্ন মৎস্য চাষ সংক্রান্ত কর্মসূচীর দ্বারা ১,৫৯,০৮২টি ছোটো রোমন্থনকারী প্রাণী এবং পাখি বিতরণ করা হয়েছে।

বর্তমানে 'মাটির সৃষ্টি' এলাকায় ১৪৯টি CBO এবং ৭৯টি FPO কার্যকরী আছে।

'জলতীর্থ' প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমাঞ্চলের সাতটি খরাপ্রবণ জেলায়, উত্তর এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার লবণাক্ত নদী অববাহিকায় এবং দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে ২২টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে যাতে ৩৭৩ হেক্টর জমিকে সেচযোগ্য করে তোলা হয়েছে।

সূচনাকাল থেকে ৩১.১২.২৪ পর্যন্ত সময়কালে ভূগর্ভস্থ জলের ২,২৬২টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প তৈরি হয়েছে, যাতে ৭০,৯৪৮ হেক্টর জমি সেচসেবিত করা হয়েছে। গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (RIDF)-এর অধীনে ৪০৯টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কাজ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪-এর মধ্যে শেষ হয়েছে। এর ফলে ১৫,১৫২ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

'ওয়েস্টবেঙ্গল অ্যাক্সিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট অফ মাইনর ইরিগেশন প্রোজেক্ট' (WBADMIP)-র অধীনে ২০২৪-এর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ১,১৫০টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। এর ফলে অতিরিক্ত ৭,১৮৬ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের উন্নত ব্যবস্থাপনা, ক্রিয়াকলাপ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১,৬০০টি সুবিধাপ্রাপক পরিবার নিয়ে ৮৭টি জল ব্যবহারকারী সমিতি (WUAs) গঠন করা হয়েছে।

২,০৮৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে ২৭,৭৫৩ জন কৃষককে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে, এছাড়াও ৭৯১টি ব্যাবহারিক প্রদর্শনের মাধ্যমে ৭,৮৭১ পরিবারকে বিশেষত কৃষি, উদ্যানপালন এবং মৎস্যচাষে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদনশীলতা উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষক পরিবারগুলির আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

সূচনাকাল থেকে প্রায় ৮৫,৯৩৯ হেক্টর সেচসেবিত জমিতে ৭,৯৩১টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প তৈরি হয়েছে এবং ৩,০৮৫টি ওয়াটার ইউজার অ্যাসোসিয়েশন (WUAs) গঠিত হয়েছে। পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎসের ক্ষেত্রে সৌরশক্তিচালিত ১,২০০টি ক্ষুদ্রসেচের কাজ শেষ হয়েছে, যেখানে ১৩,৯১৮ হেক্টর জমি সেচসেবিত হয়েছে। ক্ষুদ্র সেচের ক্ষেত্রে জলের সুচারুভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫-এর ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত এই দপ্তর ৭৯টি স্প্রিঙ্কলার ও ২৬টি ড্রিপ ইরিগেশন পরিকল্পনা সমাপ্ত করেছে। এর ফলে যথাক্রমে ৪৯০ হেক্টর এবং ১৫৫ হেক্টর জমিকে সেচসেবিত করা হয়েছে।

ভূ-পৃষ্ঠের মিষ্টি জলের সংরক্ষণের জন্য WBADMIP, জলতীর্থ এবং অন্য পরিকল্পনার অধীনে লবণাক্ত নদী অববাহিকায় পুরনো পলিযুক্ত খাঁড়িগুলিকে পুনর্খনন করা হয়েছে। এর ফলে শীতকালীন ফসল ও মাছ চাষের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে উপভোক্তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১,৩৫০ হেক্টর সেচ সম্ভাবনাযুক্ত প্রায় মোট ৫৪.৬৯ কিমি দৈর্ঘ্যের পুরোনো পলিযুক্ত খাঁড়িগুলিকে পুনরায় খনন করা হয়েছে। এই অভিনব উদ্যোগ সমাজের পক্ষে বিভিন্নভাবে পরিবেশ সহায়ক হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরণের কাজ শুরু হয়েছে। লবণাক্ত জলের প্রবেশ কম করানো গেছে। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে নদীধারের ক্ষয়রোধ সম্ভব হয়েছে এবং নদীর জলস্ফীতির ফলে বন্যার সম্ভাবনাও রোধ করা গেছে।

ভূগর্ভস্থ জলের সঠিক ব্যবহারের জন্য দপ্তর প্রতিনিয়ত গুরুত্ব আরোপ করছে। ভূপৃষ্ঠের জলের ব্যবহার আরও বাড়ানো হচ্ছে এবং ক্ষুদ্র চাষেরক্ষেত্রে জমিতে ভূতলের জল এবং ভূগর্ভস্থ জলের সুচারু সমন্বয়সাধন করা হচ্ছে। এর ফলে, ডায়নামিক গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্সেস অ্যাসেসমেন্ট ২০১৭ অনুযায়ী জল উত্তোলন/নিষ্কাশনের পর্যায় (Stage of Development/Extraction, SoD) ৫০.২৯%, থেকে কমে২০২৩-এ ৪৪.৮১%-তে দাঁড়িয়েছে।

৩.১০ সমবায়

রাজ্যব্যাপী সমবায় সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করে এই বিভাগ সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিস্তৃত সমবায় পরিকাঠামোর মাধ্যমে এই বিভাগ সম আয় বণ্টন, মহিলা সশক্তিকরণ এবং গ্রামীণ ও ব্যাঙ্কবিহীন এলাকাতে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনে ৩০,০০০-এর বেশি সমিতিতে ৮৯ লক্ষের বেশি সদস্য আছে। কৃষি, বিপণন, উপভোক্তা বিষয়ক, আবাসন এবং সেবা-উপভোগক্ষেত্রে সমবায় সংস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে যা উৎপাদক এবং উপভোক্তার চাহিদা মেটায়।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি যেমন স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড, ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড, কৃষকবন্ধু বেনিফিট স্কিম ইত্যাদি এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সমবায় দপ্তর বিভিন্ন কাজকর্মে অগ্রাধিকার দিচ্ছে যেমন— সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন, ব্যাঙ্কবিহীন এলাকাগুলোতে আর্থিক সাহায্যের প্রসার, কর্মসম্ভাবনা বৃদ্ধি এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি।

২০২৪-২৫-এর নভেম্বর মাস পর্যন্ত ১০.১৫ লাখ কৃষককে শস্যঋণ বাবদ ৩,২৪৯.২৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। একই সময়সীমায় কিষান ক্রেডিট স্কিমের অধীনে ছাগল চাষ, শূকর পালন, দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং মুরগি পালনের জন্য ১,৫২২ জন সদস্যকে ১০.২২ কোটি টাকা পশুপালন ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে। 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পের অধীনে ১.০৭৬ কোটি কৃষককে ২,৯০৭.৪০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

KMS-এর ২০২৩-২৪-এ সময়ে রাজ্যের ১,০৬৫ টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে ৩.০১ লাখ কৃষকের থেকে ৯.৩১ লাখ মেট্রিকটন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে বেনফেড (BENFED)-এর অধীনে ৫৩৯টি সমবায় সমিতি থেকে ১.৫১ লাখ কৃষকের থেকে ৪.৫৪ লাখ মেট্রিক টন ধান এবং কনফেড (CONFED)-এর অধীনে ৩৯টি সমবায় থেকে ১৫,৩৫১ জন কৃষকের থেকে ৪৭,২৩৪.৭০ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই অর্থবর্ষে ৩,২৯৫টি নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে, যার সামগ্রিক সংখ্যা এই মুহূর্তে ২,১১,৫৯০টি। ৯২,৬৭৫ জন সদস্য ক্রেডিট লিঙ্কড হয়েছে এবং নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য ১,৫৪০.৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

২০২৪-২৫-এ 'মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ডের' মাধ্যমে ১,২৬১ জন মৎস্যজীবীকে ১১.৬৭ কোটি টাকা, ১,২৭৬টি ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডের অধীনে ২৪.৭৫ কোটি টাকা এবং স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের অধীনে ১২,৩১০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক NPCI-এর সাথে গ্রাহকদের ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস (UPI) পরিষেবা দিচ্ছে। তাছাড়া CBS-এর উন্নতিকল্পে স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা নিচ্ছে। অনেক প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি (PACS)-তে ক্রপ লোন মাইক্রো এটিএম-এর মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে।

২০২৪-২৫-এ RKVY-এর আওতায় ২৯টি গ্রামীণ শস্যাগার তৈরি করা হয়েছে যার মোট ধারণক্ষমতা ২,৯০০ মেট্রিক টন এবং ৯টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর Workshed-cum-sales counter তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া ৩৫টি গ্রামীণ শস্যাগার যার ধারণক্ষমতা প্রতিটি ১০০ মেট্রিক টন, ২টি বীজ উৎপাদন কেন্দ্র এবং ১৪টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর workshed-cum-sales counter-এর কাজ চলছে এবং আশা করা যাচ্ছে খুব শীঘ্র তা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। ২০২৪-২৫-এ ১৩,০২০ মেট্রিক টন ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি হিমঘর বানানো হয়েছে।

৩.১১ বন

অরণ্য বৃদ্ধি এবং গাছ রোপণ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং অরণ্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বনদপ্তর বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে কাজ করে চলেছে। রাজ্যের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই দপ্তর সচেষ্ট।

স্টেট ডেভেলপমেন্ট স্কিম-এর অধীনে রাজ্যের ৩,৫৮৪.৪০ হেক্টর জমিতে বনসৃজন করা হয়েছে। ১১৩.৩৪ লক্ষ চারাগাছ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

'সবুজশ্রী'-র অধীনে সূচনাকাল থেকে নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সদ্যজাতদের মায়েদেরকে মোট ৬৪ লাখ চারাগাছ প্রদান করা হয়েছে।

প্যান্থেরা টাইগ্রিস (Panthera tigris)-এর জন্য সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ বাসস্থান। ২০১৮ তে All India Tiger Estimation সুন্দরবন অঞ্চলে ৮৮টি বাঘের উপস্থিতির কথা লিপিবদ্ধ করে।

জলদাপাড়ায় বাড়তে থাকা গণ্ডারের সংখ্যা ও সেখানকার সীমিত বাসস্থানের কথা মাথায় রেখে কিছু সংখ্যক গণ্ডারকে বাসস্থানের চাপ কমাতে Buxa Tiger Reserve-এর Nimati এবং Patlakawa-এর নতুন বাসস্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা ভাবা হচ্ছে।

ঘড়িয়াল কনজারভেশন প্রোগ্রাম সূচনার মাধ্যমে নতুন ৩৭টি ঘড়িয়ালের সফল বন্দি প্রজনন সম্ভব হয়েছে, যাদের কোচবিহারের রসিকবিল মিনি জু থেকে এনে মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বনদপ্তর, ২০০৬ সাল থেকে Vulture Conservation Breeding প্রকল্পের মাধ্যমে বিপন্ন তালিকাভুক্ত ৩টি জিপস্ প্রজাতির শকুনের সফলভাবে প্রজনন করতে সফল হয়েছে। এর আগে, বন্দি প্রজননের মাধ্যমে ৫৭টি জিপস্ প্রজাতির শকুনদের, Buxa Vulture Conservation Breeding Centre এবং Aviary, Rajabhatkhawa থেকে মুক্ত করা হয়েছে।

Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling-এর Red Panda Conservation Breeding and Augmentation প্রোগ্রাম-এর অধীনে ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বন্দি প্রজননের মাধ্যমে সৃষ্ট ৯টি রেড পান্ডা (৭টি স্ত্রী ও ২টি পুরুষ) পশ্চিমবঙ্গের Singalila National Park (SNP)-এ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

'বনছায়া' নামক এক নতুন গ্রামে ভুটিয়া বস্তি এবং গাঙ্গুটিয়া ফরেস্ট ভিলেজের জনসাধারণকে ইতিমধ্যে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বাঘ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের নিরবচ্ছিন্ন বন্য জীবনযাপনে সহায়তা প্রদান করার জন্য Buxa Tiger Reserve থেকে জয়ন্তী ভিলেজটি স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়াটি বর্তমানে চলছে।

সিলভিকালচার দক্ষিণ অঞ্চলের অধীন আমলাচটি এক্স সিটু সংরক্ষণ অঞ্চলটির পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কমপেনসেটারি অ্যাফরেস্টেশন-এর মাধ্যমে ১৩১.৪৮ হেক্টর জমিতে নতুন বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। রাস্তার দুপাশে দুই বছর আগে যে সমস্ত চারাগাছগুলি রোপিত হয়েছে তাদের যথোপযুক্ত যত্ন নেওয়া হচ্ছে।

JICA-র আর্থিক সহায়তায় 'প্রোজেক্ট ফর ফরেস্ট অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ রেসপনস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে ৩৭টি কেন্দ্রীয় নার্সারিতে ১৭.৪১ লাখ লম্বা চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে। বেথুয়াডহরি, বল্লভপুর, চিন্তামণি কর এবং বিভূতিভূষণ ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ডলফিন কনজারভেশন সংক্রান্ত ট্রেনিং প্রোগ্রাম, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে হাতির আক্রমণের কারণগুলি দূরীকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

West Bengal Forest Development Corporation Limited-এর পোর্টালের মাধ্যমে আয়োজিত ই-নিলাম-এর মাধ্যমে জ্বালানিকাঠ, কাঠের গুড়ি ও খুঁটির মতো বনজ দ্রব্যগুলি বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৩০শে নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত ১,১৪৯টি ই-নিলাম আয়োজনের মাধ্যমে ২১০ কোটি টাকার বনজ দ্রব্য বিক্রয় করা হয়েছে।

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল জু অথরিটি (WBZA) পেভার ব্লক ব্যবহারের মাধ্যমে দর্শনার্থীদের পথের সংস্কার, নতুন প্রাণী এনক্লোজার নির্মাণ এবং রেপটাইল হাউজের সংস্কারের কাজ হাতে নিয়েছে।

সামাজিক পরিকাঠামো

৩.১২ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ সমস্ত নাগরিকের জন্য সহজলভ্য, সুলভ এবং উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করেছে। উন্নত পরিকাঠামো এবং প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনীর মাধ্যমে এই বিভাগ স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা এবং জনস্বাস্থ্যের গুণমান বৃদ্ধিতে সদা তৎপর।

গ্রামীণ ও শহর এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা বিশেষত ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন ও অন্যান্য অ-সংক্রামক রোগ এবং চোখ, ENT পরিষেবা, ওরাল হেলথকেয়ার, বয়স্ক ও মানসিক রোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র (হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার)

স্থাপন করা হয়েছে। ৪,৪৬১টি অনুমোদিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র (সাব সেন্টার)-এর মধ্যে ২,৫২৫টি ইতিমধ্যেই চালু আছে। এই পরিষেবা ব্যবস্থার অধিকতর উন্নতিসাধনের জন্য মোট ১৩,৩৯৩টি সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র বর্তমানে কার্যকরী আছে। এছাড়াও ২০২৪-২৫-এর বর্ষশেষের পূর্বে ১৩৭টি ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিটস (BPHUs) কার্যকরী করা হবে। কার্যকরী হবার পর থেকে এই কেন্দ্রগুলি থেকে ১৯.১৬ কোটি লোক পরিষেবা পেয়েছে এবং ১৫.৯৪ কোটি রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, হোস্টেল ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পেশায় যুক্ত বিশেষ করে মহিলাদের যারা রাতে কাজ করছেন তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য 'রাত্তিরের সাথী হেল্পারস অব দি নাইট' চালু করেছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে রেস্ট রুম, ওয়াশরুম, সিসিটিভি স্থাপন, পানীয়জল সরবরাহ, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিকাঠামোর উন্নতি অপরিহার্য করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই কর্মোদ্যোগের জন্য ১৫৭.৩৪ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অগ্রণী স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ২.৪৫কোটি পরিবারের ৮.৫১ কোটি লোক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২,৮৭৯টি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শুরুর সময় থেকে এই প্রকল্পের অধীনে মোট ৮৫ লাখ উপভোক্তা পরিষেবা গ্রহণ করেছে, যার আর্থিকমূল্য ১১,০৯৮.৪৬ কোটি টাকারও বেশি। শুধুমাত্র ২০২৩-২৪ সালে, এই প্রকল্পে প্রতিদিন ৬,০০০-এর মত রোগী পরিষেবা পেয়েছে, যাতে ২,০৯১ কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে 'চোখের আলো' উদ্যোগের মাধ্যমে সকলের জন্য চোখের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শুরু থেকে ১.৩৫ কোটি মানুষ চক্ষু পরীক্ষার সুযোগ পেয়েছেন, ১২.৪৫ লক্ষ ছানি অপারেশন হয়েছে এবং ১৪.৪৮ লক্ষ বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও গ্রামীণ হাসপাতালগুলিসহ মহকুমা ও জেলা হাসপাতালগুলিতে ২১টি স্যাটেলাইট চক্ষু শল্যচিকিৎসা কেন্দ্র ও ২টি চক্ষু শল্যচিকিৎসা সুবিধাসহ বিশেষ চক্ষু চিকিৎসা বিভাগ গড়ে তোলা হয়েছে। বিশেষভাবে উদ্যোগ নেওয়ার ফলে ১০টি জেলা ক্যাটারাক্ট ব্লাইন্ডনেস ব্যাকলগ ফ্রি (CBBF) মর্যাদা পেয়েছে। এই প্রকল্পটি ফিকি (FICCI) দ্বারা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উৎকর্ষতা পুরস্কার এবং সরকারি হাসপাতালে পরিষেবা ক্ষেত্রে উৎকর্ষের জন্য স্বর্ণপদক পেয়েছে।

রাজ্যে শিশুদের জন্যে বিনামূল্যে সুপার স্পেশালিটি টার্শিয়ারি স্তরে চিকিৎসা ব্যবস্থায় 'শিশু সাথী' প্রকল্প শুরুর সময় থেকে ৩২,০০০ জন্মগত হার্টের রোগ নিরাময় এবং ১০,০০০ ক্লেফ্ট লিপ/প্যালেট এবং ক্লাবফুট রোগের চিকিৎসা সম্ভব হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব হার ২০১১-এর ৬৮.১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫-এ ৯৯ শতাংশেরও বেশি হয়েছে। মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার ২০১১ সালের প্রতি লক্ষ শিশুর জন্মের মধ্যে ১১৩ থেকে নেমে ১০৩-এ এসেছে। নবজাতক মৃত্যুহারও ২০১১-র প্রতি হাজারে ৩৪ থেকে নেমে ১৯ হয়েছে। ২০১১-র তুলনায় ২০২৩-এ শিশু প্রতিষেধক টিকা প্রদান ৬৫ শতাংশ থেকে বেড়ে প্রায় ১০০ শতাংশ হয়েছে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ১৩টি প্রসবকালীন প্রতীক্ষালয় এখন কার্যকরী আছে। উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে ১৪টি MCH (মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব) এখন কার্যকরী এবং আরও ২টি MCH হাব খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করবে।

অভিনব টেলিমেডিসিন সেবা, 'স্বাস্থ্য ইঙ্গিত' এখন ৮,৯২৬টি সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৭৮০টি PHC এবং ৪৬৫টি UPHC-তে এখন কার্যকরী এবং মোট ৪.৭৩ কোটি অনলাইন পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ৭০,০০০ জন মানুষ এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন।

২০২৪-২৫ সালে রাজ্যের বিভিন্ন ধরনের গভর্নমেন্ট হেলথকেয়ার ইনস্টিটিউশনের পরিকাঠামোগত উন্নীতকরণের জন্য ৫৮০টির বেশি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত সুবিধার জন্য পরিকাঠামো তৈরি, পুরনোটির সংস্কার, PHCs থেকে শুরু করে উন্নতমানের টার্শিয়ারি কেয়ার হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান (FPMS) ২০১২ সালের ডিসেম্বর থেকে PPP মোডে শুরু করা হয়েছে। এখন ১১৭টি FPMS কার্যকরী আছে। ওষুধের ধার্য্যমূল্যের উপর ৪৮-৮০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে। প্রকল্পের সূচনা থেকে ৯.৬০ কোটি প্রেসক্রিপশনের অধীনে প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকারও বেশি সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

মেডিকেল কলেজ থেকে সেকেন্ডারি স্তরের হসপিটাল অবধি ন্যায্যমূল্যের পরীক্ষাকেন্দ্র (FPDC) এবং ডায়ালিসিস কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। রাজ্যে ১৭০টি কেন্দ্র চালু আছে যার মধ্যে ২০টি MRI, ৪৮টি CT স্ক্যান, ৩৩টি ডিজিটাল এক্সরে, ১৩টি অডিও ভেস্টিবিউলার কেন্দ্র ও ১টি PET স্ক্যান এবং ৫৫টি ডায়ালিসিস কেন্দ্র কার্যকরী আছে। শুরুর সময় থেকে প্রায় ১,৭৮৫.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২.৬৮ কোটি রোগী পরিষেবা পেয়েছেন।

সুলভ, সহজলভ্য এবং গুণমানসম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য 'স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে' বর্তমানে ১৮,৭৭১ জন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞসহ), ৬৬,৯৮৩ জন নার্স [দ্বিতীয় সহায়ক নার্স ও ধাত্রী (ANM)সহ], ৮,৩০৩ জন প্যারামেডিকেল স্টাফ এবং ৬২,৪৭২ জন ২০২৩-এ স্বীকৃত সামাজিক স্বাস্থ্য কর্মী (ASHAs) নিযুক্ত আছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবায় রাজ্য সরকারের আয়ুষ চিকিৎসা (আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, ইউনানি এবং যোগা) ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আয়ুষ চিকিৎসায় বিভিন্ন বিভাগদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে হাওড়া জেলার বেলুড়ে 'যোগাশ্রী-তে (যোগা এবং ন্যাচেরোপ্যাথি মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল) পঠনপাঠন ও OPD পরিষেবা প্রকল্প শুরু হয়েছে। আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালগুলিতে OPD এবং IPD তৎসহ আয়ুষ হসপিটাল পরিষেবা চালু করা হয়েছে। মেদিনীপুরে ইন্টিগ্রেটেড আয়ুষ চিকিৎসা পরিষেবা চালু করা হয়েছে। আয়ুষ OPD-র দ্বারা এই বছরে এক কোটিরও বেশি রোগী উপকৃত হয়েছেন।

রাজ্য সরকার ৯৭৭টি অপরিহার্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং চিকিৎসা সামগ্রী বিনামূল্যে সমস্ত সরকারি পরিষেবায় পাওয়ায় নিশ্চিত করেছে। বিভিন্নস্তরে ধারাবাহিক চিকিৎসা সামগ্রী হাই-এন্ড মেশিনের নিয়মিত জোগাড় স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নত করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে সাধারণ ওষুধ, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও চিকিৎসা সামগ্রীর জন্য খরচের মাত্রা ১,১৮৪.৮০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

২০১১ সালের ৫৮টির তুলনায় ২০২৪-২৫ বর্ষে ব্লাড ব্যাঙ্ক কেন্দ্র বেড়ে ৮৯টি হয়েছে। রাজ্যে আরও ৪০টি ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট (BCSU) দিবা-রাত্র সচল আছে। আরও তিনটি চালু হতে চলেছে। ২০১১ সালে এর সংখ্যা ছিল মাত্র ৯টি। এছাড়াও ৬৯টি ব্লাড স্টোরেজ ইউনিট (BSUs) নিকটবর্তী ব্লাড ব্যাঙ্কগুলির সাথে সংযুক্ত করা গেছে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে রাজ্য সরকার বিবিধ অগ্রণী পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। ফলে ২০২৪-২৫ এ ২৬৭টি ডেঙ্গু পরীক্ষা কেন্দ্র বেড়েছে।

মা থেকে সন্তানে হেপাটাইটিস বি. এইচ.আই.ভি এবং সিফিলিস সংক্রমণ নির্মূলকরণে পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। রাজ্যে বর্তমানে ৩৬টি ভাইরাল হেপাটাইটিস চিকিৎসা কেন্দ্র চালু আছে।

টেলি মেন্টাল কনসালটেশন পদ্ধতিতে ২৪ × ৭ হিসেবে মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা পরিষেবা কার্যকরী আছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৮৩,৬৫৯ জন রোগী এবং তাদের আত্মীয় পরিজন পরিষেবা পেয়েছেন। রাজ্যে ৫টি মানসিক চিকিৎসা হসপিটাল, জেলা এবং সাব-ডিভিশন হসপিটাল এবং DMHP ক্যাম্প থেকে প্রায় ৫ লাখ রোগী পরিষেবা পেয়েছেন।

সাগরদত্ত মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল এবং মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হসপিটালে ৩টি টার্শিয়ারি (Tertiary) ক্যানসার চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার টাটা মেমোরিয়াল হসপিটাল, মুম্বই-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে IPGMER কলকাতায় এবং শিলিগুড়িতে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ ও হসপিটালে ২টি আধুনিকতম ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

NUHM-এর অধীনে শহর এলাকায় ক্যানসার সচেতনতা ও প্রতিরোধ, ডায়াবেটিস, কার্ডিও ভাসকুলার ডিজিজ এবং স্ট্রোক (NPCDCS & NPC)-র সচেতনতা ও প্রতিরোধ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে জনভিত্তিক ও বাছাইকরণের মাধ্যমে NCD's ডায়াবেটিস, হাইপার টেনশন, কার্ডিও ভাসকুলার ডিজিজ এবং তিনটি সাধারণ ক্যানসার (মুখ, স্তন এবং জরায়ুমুখ) রোগ নির্ণয় সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সু-স্বাস্থ্য থেকে জেলা হসপিটাল অবধি করা হচ্ছে।

৩.১৩ বিদ্যালয় শিক্ষা

পূর্ণাঙ্গ বিকাশ এবং মিড-ডে-মিল কর্মসূচীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর রাজ্যের শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং পরিকাঠামো নির্মাণের স্বার্থে কাজ করে চলেছে। ২৪টি বিশেষীকৃত উদ্যোগের মাধ্যমে এটি রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষাসংক্রান্ত চাহিদা পূরণের দ্বারা সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে দায়বদ্ধ।

২০১১ সাল থেকে এ রাজ্যে বিদ্যালয় শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে উন্নতমানের শিক্ষাদান ও ছাত্রদের বিদ্যালয়মুখী করে তোলার ও বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। ৮২৩টি জুনিয়র হাইস্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছে এবং ২,১৯৫টি হাইস্কুলকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। উত্তরোত্তর ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে

৭,২৫৯টি নতুন স্কুল ও ২.২২ লাখ অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৯,৩১০টি স্কুলকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

এছাড়াও স্কুলগুলিতে ৪৪,৭৩৯টি ছাত্রী শৌচাগার, ২৬,৬৭৫টি ছাত্র শৌচাগার এবং ১০,২২৭টি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু (CWSN)-দের শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ১৩.১২ কোটিরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ইউনিফর্ম দেওয়া ও প্রাক্-প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ৪১,০০০টির ও বেশি ব্রেইল বুকস (Braile Book) (দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের জন্য) এবং বড়ো হরফে ছাপা পুস্তক (ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি শিক্ষার্থীদের) জন্য বিতরণ করা হবে।

রাজ্য সরকার 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পের অধীনে সরকারি, সরকার পোষিত, ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের এবং মাদ্রাসার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের e-learning-এর সুবিধার্থে Tab/Smart Phone কেনার জন্য এককালীন ১০,০০০ টাকা করে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছে। এখনও পর্যন্ত এই স্কিমে ৫৩ লক্ষেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী এই বিশেষ সুবিধালাভ করেছে, এর মধ্যে ২০২৪-২৫ সালে প্রায় ১৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী এই সুবিধা পেয়েছে। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের অধীনে এখন পর্যন্ত ৭৯,৫২০ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২,৮১৯.৬৭ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে।

২০১২ ও ২০২৩-এর মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের মার্কশিট ও সার্টিফিকেটগুলি ডিজিলকার (Digilocker Platform)-এর মাধ্যমে আপলোড করে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে, এর ফলে ছাত্র-ছাত্রী/সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে তা সহজে পৌঁছে দেবার সুযোগ তৈরি হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ১.৩৭ কোটি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১.২৩ কোটি ছাত্র-ছাত্রী (৯০%) 'বাংলার শিক্ষা পোর্টালে' তাদের Aadhaar No. সংযুক্ত করেছে। এর পাশাপাশি বিগত বছর থেকে বেসরকারি স্কুলের NOC-এর জন্য একটি অনলাইন পোর্টাল চালু হয়েছে CBSE ও CISCE বোর্ডের অনুমোদন পাওয়ার জন্য, যাতে ইতিমধ্যে ১৩৭টি স্কুল সুবিধা পেয়েছে।

রাজ্য সরকার, মিড-ডে-মিল কর্মসূচির অধীনে এ রাজ্যে ১০০ শতাংশ সরকারি, সরকার পোষিত এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের প্রায় ১.১৩ কোটি ছাত্র-ছাত্রীকে রান্না করা খাবার

দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মিড-ডে-মিল রান্না করার সুবিধার্থে রাজ্যের ১০০ শতাংশ স্কুলে LPG গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

পারফরমেন্স গ্রেডিং ইনডেক্স (PGI) অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ Grade-VI থেকে Grade-I-এ উন্নীত হয়েছে। ভারত সরকার দ্বারা প্রকাশিত Foundational Literacy and Numeracy Index, ২০২২ অনুযায়ী এই রাজ্য বৃহৎ রাজ্যগুলির মধ্যে জাতীয় স্তরে এক নম্বর স্থান দখল করেছে।

৩.১৪ উচ্চশিক্ষা

উচ্চশিক্ষা বিভাগ প্রসার, সমতা, গুণমান এবং রোজগারের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রকে রূপান্তরিত করেছে। বর্ধিত আর্থিক সহায়তা, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির মাধ্যমে এই বিভাগ শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার প্রসারে কাজ করে চলেছে।

রাজ্য সরকার বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় উচ্চশিক্ষার উন্নতির জন্য ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত তেরো বছরে রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪২টিতে দাঁড়িয়েছে, যার মধ্যে ৩১টি হল রাজ্যপোষিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১১টি হল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। অন্যদিকে সরকারি এবং সরকারপোষিত মিলিয়ে বর্তমানে ৫১৮টি কলেজ কার্যরত, যার মধ্যে ৫২টি নতুন সরকারি স্নাতকস্তরের কলেজ বিগত তেরো বছরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলস্বরূপ ছাত্র ভর্তির সংখ্যাও উচ্চশিক্ষায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-২০১১ সালে যেখানে উচ্চশিক্ষায় ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩.২৪ লক্ষ সেই জায়গায় ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৭.২২ লক্ষ।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে 'স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস্ স্কলারশিপ' প্রকল্পে প্রায় ৬,৫৩,৭৭১ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রায় ১,২২৩ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির এবং UG ও PG ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এবং রিসার্চ স্কলারদের জন্য 'স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস্ স্কলারশিপ' মেধা বৃত্তি আবেদনের জন্য অনলাইন পোর্টাল চালু আছে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ৩১.১২.২০২৪ পর্যন্ত এই প্রকল্পের অধীনে ৩.০৫ লক্ষেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে।

রাজ্য সরকার ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষার সুবিধার্থে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত স্নাতকোত্তরস্তরে পাঠরতা ছাত্রীদের জন্য কন্যাশ্রী-৩ প্রকল্প চালু করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৪০,৯২০ জন ছাত্রী কন্যাশ্রী-৩ প্রকল্পের সুবিধা লাভ করেছে যার জন্য ১০২.৩৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ১৭,০০০ জন ছাত্রী এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বা বিদেশে স্বীকৃত কোনো ইউনিভার্সিটিতে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য West Bengal Student Credit Card Scheme-এ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছেলেদের জন্য বার্ষিক ৪ শতাংশ সরল সুদে এবং মেয়েদের জন্য বার্ষিক ৩.৫ শতাংশ সরল সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত ৮০,০০০ জনেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে, যার সামগ্রিক পরিমাণ প্রায় ২,৮০০ কোটি টাকা।

৩.১৫ কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন

কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর (TET&SD) গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের বিদ্যালয়ে, ব্লক স্তরের ITI-এ এবং মহকুমা স্তরের পলিটেকনিকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-সহ দক্ষতার প্রসারে একটি ৩-টায়ার মডেল গ্রহণ করেছে। এই দপ্তর সারা রাজ্যে দপ্তরের ৩টি ডাইরেক্টরেট ও ২টি কাউন্সিলের মাধ্যমে ৩১১টি ITI, ৩৫৭টি পলিটেকনিক এবং ৪,১৪৭টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তদারকি চালাচ্ছে।

'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্প রাজ্যের ২৩টি জেলার সবকটিতেই ১,৭০০-এরও বেশি প্রশিক্ষণদাতা, ২৯৭টি কর্ম-ভূমিকা-তে স্বল্প মেয়াদি/অ-প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে।

প্লেসমেন্ট দেওয়ার জন্য শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে সহযোগিতায় রোজগার সেবা পোর্টাল সৃষ্টি করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ (TET&SD) দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের এই দপ্তরের অধীনস্থ কোর্স ও প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য একটি সাধারণ অ্যাডমিশন পোর্টালও শুরু করেছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ১,৪৩,০০০ ছাত্র-ছাত্রী এই পোর্টালের মাধ্যমে ভর্তির জন্য আবেদন করেছে। এই পোর্টালটিকে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড (BCC) পোর্টালের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ করা হয়েছে। উদ্যোক্তা উন্নয়ন

কর্মসূচি, BCC এবং অন্যান্য ক্রেডিট স্কিমকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য ছয়টি মডিউলার কোর্সেরও সৃষ্টি করা হয়েছে।

২০২৪ সালে সেন্টার অব্ এক্সেলেন্সের একটি নীতি সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। সেন্টারস্ অব্ এক্সেলেন্স, যেগুলি ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করার কাজ চলছে, সেগুলি হল — আয়ারল্যান্ডের ADOBE ক্রিয়েটিভ ক্লাউড টেকনোলজির সহযোগিতায় সেন্টার অব্ এক্সেলেন্স অন ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি; কমনওয়েলথ হেরিটেজ ফোরাম এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল হেরিটেজ কমিশন-এর সহযোগিতায় সেন্টার অব্ এক্সেলেন্স অন হেরিটেজ রিজার্ভেশন; কলকাতার ইন্ডাস্ট্রি পার্টনারস, আই.আই.টি. বোম্বে এবং IIEST-র সহযোগিতায় সেন্টার অব্ এক্সেলেন্স অন রিনিউঅ্যাবল এনার্জি; ইউনাইটেড কিংডমের সরকারের সহযোগিতায় সেন্টার অব্ এক্সেলেন্স অন ই-ভেহিকল।

এই দপ্তর PBSSD (পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট)-এর মাধ্যমে স্বনিযুক্ত কর্ম সৃষ্টির জন্য পর্যটন বিভাগ, WBSRLM (ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল লাইভলিহুড মিশন) ও অন্যান্য বিভাগের সহযোগিতায় হোম-স্টে এবং হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট-এর উপর একটি প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচিও পরিচালনা করেছে।

২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সাইকোমেট্রিভিত্তিক জীবিকার পরামর্শদানের জন্য মোটামুটি ৩.২৮ লক্ষ প্রার্থীকে 'আমার কর্মদিশা অ্যাপ'-এর মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে নথিভুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে ৬০%-এর বেশি মহিলা প্রার্থী ছিল।

২০২৪-২৫ বর্ষে ২০২৪-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত PBSSD এবং VTC শিক্ষানবিশদের জন্য ২১টি জেলা মিলিয়ে ২২টি কর্মমেলা করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের ৫০%-এর অধিক প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছে।

সমস্ত সরকারি/বেসরকারি ITI, PTP নিয়ন্ত্রিত সরকারি ITI-সমূহ এবং পলিটেকনিকগুলিকে (সরকারপোষিত পলিটেকনিক-সহ) PBSSD-এর অধীনে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও PBSSD-এর অধীনে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য সারা রাজ্যে বর্তমানে ১৪টি পার্কে ৩৪টি ক্লাস্টার তৈরির কাজ চলছে।

জীবিকা অভিমুখী 'উৎকর্ষ বাংলা শর্ট টার্ম ট্রেনিং' সাফল্যের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে ৫০ শতাংশেরও বেশি শংসাপত্র প্রাপক প্রশিক্ষিত যুবক-যুবতী কর্মে নিযুক্ত হয়েছে। জীবিকা অভিমুখী করার মাধ্যমে আরও অনেক সহায়ক সুবিধা লক্ষিত হচ্ছে যেমন- প্রশিক্ষিতদের মধ্যে উৎসাহ, প্রশিক্ষণ চলাকালীন উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ, দক্ষতার আত্তীকরণ এবং গুণমান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষিতদের আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণের ফলে প্রশিক্ষকরাও নিজেদের মানোন্নয়ন ঘটাতে সচেষ্ট হচ্ছে এবং বিভাগ দ্বারা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন।

বিভিন্ন জেলায় আর্থিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সন্তুষ্ট প্রশিক্ষকরা নিয়মিতভাবে বেতন পারছেন এবং এর মাধ্যমে তারা প্রশিক্ষিত প্রার্থীকে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হতে সহায়তা করতে পাচ্ছেন। এই ঘটনাক্রম নজরদারি ব্যবস্থা মাধ্যমে পরিলক্ষিত হচ্ছে। PBSSD-এর আধিকারিকরা সমস্তস্তরে, এবং জেলা প্রশাসনের দ্বারা বিভাগের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে নিয়মিতভাবে তদারকিতে যাচ্ছেন, যাতে এই কাজের সুফল লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

উদীয়মান প্রযুক্তি এলাকায় মেকাট্রনিক্স, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, সাইবার ফরেন্সিক, তথ্য নিরাপত্তা এবং ইনটেরিওর ডেকরেশন ইত্যাদির বিভিন্ন কোর্সের সূচনা করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানগুলির দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদি প্রয়োজনের জন্য ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ডেডিকেটেড ওয়েবসাইট এবং ইন্টিগ্রেটেড ই-গভর্নেন্স পোর্টাল চালু হয়েছে। নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকে জোরদার করতে সমস্ত সরকারি পলিটেকনিককে CCTV-এর আওতায় আনা হয়েছে। ২৯,০৫১ জন বৃত্তিমূলক ছাত্র-ছাত্রীকে 'তরুণের স্বপ্ন'-র আওতায় ট্যাব/স্মার্টফোন কেনার জন্য ২০২৩-২৪ রাজ্য বাজেট থেকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৭০,০০০ জনের বেশি ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হবে। বৃত্তিমুখী বিদ্যালয় শিক্ষার প্রকল্পে (CSS-VSE) ১,৪৮৩টি বিদ্যালয়কে আনা হয়েছে, যেখানে ২,৫২২টি বিদ্যালয়ে রাজ্য তহবিলের সাহায্যে VTCS চলছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভলপমেন্ট ৬০টি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে, যারা ১৫টি বিভিন্ন পাঠক্রমে ১,৯৫০ জনকে ভর্তি করার অনুমোদন পেয়েছে। এই কোর্সগুলিতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ভর্তি হওয়া ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ৫১২ জন।

৩.১৬ যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া

রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের প্রধান উদ্দেশ্য হল ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নতিসাধন। এই উদ্দেশ্যে তিরন্দাজি, ফুটবল, টেনিস, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, সাঁতার এবং রাইফেল শুটিং ইত্যাদির অ্যাকাডেমি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, মাল্টিজিম, মিনি ইনডোর গেমস্/রিক্রিয়েশন কমপ্লেক্স, প্লেগ্রাউন্ড ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। ব্যক্তিগত ও সংগঠনমূলক খেলাধুলার উন্নতির জন্য বিভিন্ন অনুদান দেওয়া হয়েছে।

বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে একটি আন্তর্জাতিক মানের হকি স্টেডিয়ামের কাজ শেষের মুখে, যা পশ্চিমবঙ্গের গৌরবের মুকুটে আরেকটি পালক যোগ করবে।

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সংযুক্তভাবে ডুরান্ড কাপ, ২০২৪ আয়োজন সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে। ১১তম আই.এস.এল. (11th ISL) বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন এবং কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১,৫৫৫ জন অবসরপ্রাপ্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের জন্য মাসিক সাম্মানিক (জনপ্রতি ১,০০০ টাকা)-প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

'National Khelo India U-19 Football Tournament' ২০২৪-এ বাংলা দল-এ Bengali Football Academy-র সাতজন খেলোয়াড় প্রতিনিধিত্ব করেছেন। AIFF পরিচালিত স্বামী বিবেকানন্দ U-20 ফুটবল টুর্নামেন্ট, ২০২৪-এর বাংলা দলে, ৩ জন প্রশিক্ষার্থী সুযোগ পেয়েছেন। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান ক্লাবকে পরাজিত করে এই অ্যাকাডেমি ইয়ুথ-I-লিগ (U-15) -এ জোনাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে সাতজন প্রশিক্ষার্থী বাংলা দলে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং এই দল 'U-17 বি.সি. রায় ট্রফি' জয় করেন।

ন্যাশনাল স্কুল গেমস ২০২৪-২৫-এর বেঙ্গল স্কুল টিম-এর জন্য ৯জন প্রশিক্ষার্থীকে নির্বাচন করা হয়। সন্তোষ ট্রফি বেঙ্গল টিমে ২জন (U-19) নির্বাচিত হয়েছেন।

বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমি, ঝাড়গ্রামের ২৩ জন শিক্ষার্থী ন্যাশনাল স্কুল গেমস-এ রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং এদের মধ্যে একজন তিরন্দাজ (archer) সোনা জয় করেন। অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থী জুয়েল সরকার, এশিয়ান ইয়ুথ আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ টিম-এ নির্বাচিত

হয়েছেন। এছাড়াও, স্টেট আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ-এ ১১ টি সোনা, ১১ টি রুপো ও ১১ টি ব্রোঞ্জ পদক জয়লাভ করেছেন।

২০২৪ সালে 'যুব কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (YCTC)' ৮৮৩টি সেন্টারের প্রায় ১,৭১,১৩২ জন শিক্ষার্থীকে সফলভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

২০২৪ সালে রাখিবন্ধন উৎসব, বিবেক চেতনা উৎসব, 'খেলা হবে' দিবস, ঐতিহ্যবাহী ফুটবলার গোষ্ঠপালের জন্মদিবস পালন, স্টুডেন্ট ইয়ুথ সায়েন্স ফেয়ার এবং পর্বতারোহণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়েছে।

৩.১৭ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক

বার্ষিক দুর্গাপূজা কার্নিভালে (১৫ই অক্টোবর, ২০২৪) রেড রোডে ৯০টি বিভিন্ন পূজা কমিটির প্রতিমার গৌরবময় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুর্গাপূজা 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটি' হিসাবে 'ইউনেস্কোর' স্বীকৃতি লাভ করেছে। ৯,০০০-এর বেশি শিল্পী রেড রোডে হাজার হাজার দর্শক ও বিদেশি অতিথিদের সামনে সরাসরি তাদের শিল্পের প্রদর্শন করেছেন।

'লোক প্রসার প্রকল্পের অধীনে' ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত ১.৪ লাখ লোকশিল্পীদের ১,০০০ টাকা 'রিটেনার ফি' হিসেবে দেওয়া হচ্ছে, এছাড়াও ৩৫,৭৭২জন বয়োজ্যেষ্ঠ (ষাটোর্ধ্ব) লোকশিল্পীদের মাসিক ১,০০০ টাকা করে পেনশন দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও নথিভুক্ত লোকশিল্পীদের অনুষ্ঠান প্রদর্শনের জন্য ১,০০০ টাকা করে পারফরম্যান্স ফি দেওয়া হয়। ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে লোকশিল্পীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি রিটেনার ফি, পারফরম্যান্স ফি এবং পেনশন পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এই বিভাগের পরিচালনায় সাহিত্য উৎসব, 'লিটল ম্যাগাজিন মেলা', বিশ্ববাংলা লোক সংস্কৃতি উৎসব, যাত্রা উৎসব, উদয়শঙ্কর নৃত্য উৎসব, শিশু-কিশোর বই মেলা, শিশু সাহিত্য উৎসব, শাস্ত্রীয় সংগীত সম্মেলন, পৌষ উৎসব, 'বাংলা মোদের গর্ব', সাংস্কৃতিক উৎসবগুলি জেলা এবং কলকাতাতে সাফল্যের সাথে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এছাড়া প্রান্তিক ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষা এবং সাহিত্য নিয়ে বিভিন্ন অ্যাকাডেমিগুলি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

২০২৪ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ১১ই ডিসেম্বর ধনধান্য স্টেডিয়ামে '৩০তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব' (KIFF) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট তারকারা উপস্থিত ছিলেন। ফেস্টিভাল চলাকালীন তপন সিনহার স্মৃতিতে প্রদর্শনী এবং অরুন্ধতী দেবী, হরিসাধন দাশগুপ্ত, মারলন ব্র্যান্ডো, মার্শেলো মাস্ত্রোয়ানির শতবার্ষিকীতে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি যথেষ্ট জাঁকজমক ও ধুমধামের সাথে সফলভাবে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ১৯টি প্রেক্ষাগৃহে ২২টি দেশের ১৭৫টি সিনেমা প্রদর্শিত হয় এবং ৭টি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

২০২৪ সালের ২৪শে জুলাই 'মহানায়ক উত্তমকুমার সম্মান' অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করা হয়। অভিনেতা ও ফিল্মের সাথে যুক্ত কলাকুশলীদের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এই বিভাগ মহান ব্যক্তিদের যথা— কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গান্ধিজী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, কাজী নজরুল ইসলাম ইত্যাদির জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়েছে।

পুরোহিতদের সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে আর্থিকভাবে দুর্বল পুরোহিত ও পুজারিদের আর্থিক সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার মাসে ১,৫০০ টাকা অনুদান দিয়ে চলেছে যা সরাসরি সুবিধাপ্রাপকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হচ্ছে। ২৯,২৪৭জন পুরোহিত এই সুবিধা পাচ্ছেন।

'ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম'-এর তত্ত্বাবধানে মালদার পাঠান প্যালেস (হামাম) এবং মালদার জগজীবনপুরের বৌদ্ধমঠের পাশে মিউজিয়াম এবং প্রশাসনিক ভবনের সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামের মডেলিং বিভাগ প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রীগুলির ফাইবার গ্লাসের প্রতিকৃতি বানিয়েছে।

যাত্রাশিল্পী এবং থিয়েটার গ্রুপগুলির আর্থিক উন্নয়নমূলক খাতে দরিদ্র এবং বয়স্ক যাত্রাশিল্পী এবং থিয়েটার গ্রুপগুলিকে এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। বয়স্ক এবং আর্থিকভাবে দুর্বল শিল্পীদের 'লিটারেরি অ্যান্ড কালচারাল পেনশন স্কিমের' অধীনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার সাংবাদিকদের জন্য 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পেনশন স্কিম ফর দ্য জার্নালিস্ট, ২০১৮'–এর মাধ্যমে ১৬১জন অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক মাসে ২,৫০০ টাকা করে পেনশন দেওয়া হচ্ছে, যা 'সরাসরি সুবিধা প্রদান' পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হচ্ছে।

এখনো অব্দি, ১৪০টি ফিল্মকে ডিজিটাইজেশন এবং সংরক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে এখনো পর্যন্ত ৮৫টি ফিল্মকে ডিজিটাইজড করা গেছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের সিনেমা সেন্টেনারি বিল্ডিং-এর 'স্টেট ফিল্ম আর্কাইভে' সরকারি ব্যয়ে নির্মিত সিনেমাগুলির ডিজিটাইজেশন ও সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নিয়েছে।

সিনেমা ও টেলিভিশনের শিল্পী, কলাকুশলী ও কর্মীদের জন্য 'গ্রুপ হেল্‌থ ইনস্যুরেন্স ও পার্সোনাল অ্যাক্সিডেন্ট ইনস্যুরেন্স স্কিম'-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত ৪,৮০০ জন প্রাথমিক সদস্য ও প্রত্যেক সদস্যের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সর্বাধিক ৫জন সদস্যকে এই বিমার আওতায় আনা হয়েছে।

৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ KMDA বারুইপুরের 'ওয়েস্ট বেঙ্গল টেলি অ্যাকাডেমির' দায়িত্ব হস্তান্তর হয়েছে এবং এর চারটি তলাতেই শুটিং চলছে এবং ভাড়া বাবদ ৩৮ লাখ টাকা আয় হয়ে গেছে।

৩.১৮ জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা

'সহানুভূতি প্রকল্প'-এর অধীনে বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যার্থে ২০২৩ সালে বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ৪০% নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়া নবম ও তদূর্ধ্ব শ্রেণির ৪,১৪০ জন শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে প্রায় ৬.৭০ কোটিরও বেশি টাকা খরচ হয়েছে।

সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশেষ স্কুলের ১১০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও 'এডুকেশন ওয়েলফেয়ার' হোম-এর ৩২১ জন ছাত্র-ছাত্রী ২০২৪ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশেষ স্কুলের ৫৩ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং ৬৩ জন শিক্ষা সহায়ক আবাসের ছাত্র-ছাত্রীও ২০২৪ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত বিশেষভাবে সক্ষম ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পঠন-পাঠনের উন্নতির জন্য ট্যাবলেট কম্পিউটার বা স্মার্টফোন কেনার জন্য এককালীন ১০,০০০ টাকা করে অর্থ সাহায্য করা হয়েছে।

সরকারি ও সরকারপোষিত বিভিন্ন পাবলিক লাইব্রেরিগুলির নির্মাণ, মেরামতি এবং নবরূপদানের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলিতে ৭৩৮টি লাইব্রেরিয়ান পদের মধ্যে ৬৮৬টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ৩১.১২.২০২৪ পর্যন্ত ৩৮০জন তাদের নতুন পদে গ্রামীণ লাইব্রেরিয়ান হিসাবে যোগদান করেছেন।

এই বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত জেলা বইমেলা ২০২৪, ১টি SMPA এলাকা এবং ১৩টি জেলায় সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য জেলাগুলিতে জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৩ ও ২৪ তারিখ কালিম্পং-এর শিক্ষা সহায়ক আবাসের আবাসিকদের জন্য নবম রাজ্যস্তরীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এই বিভাগের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বস্তুগত পরিকাঠামো

৩.১৯ জনস্বাস্থ্য কারিগরি

কেন্দ্র ও রাজ্যের ৫০:৫০ আনুপাতিক অর্থানুকূল্যে গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের 'জলজীবন মিশন' (JJM) প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি ঘরে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করা। জীবনযাপনের স্থায়ী মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঘরে ঘরে জলের কল সংযোগস্থাপন করে (FHTCs) সকলকে এই মিশনের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আশা করা যায় ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত 'জলজীবন মিশন'-এর অধীনে ৯,০০০টিরও বেশি প্রকল্পের আওতায় ১.৭৫ কোটিরও বেশি জলের সংযোগ দেওয়ার মাধ্যমে জল সরবরাহের কাজ শুরু করা যাবে। যার জন্য প্রায় ৫৭,০০০ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে।

২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে প্রায় ১৩ লাখ গ্রাম্য পরিবারে নলবাহিত জলের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের প্রায় ৯৫ লাখ গ্রাম্য পরিবার নলবাহিত সংযোগের মাধ্যমে পানীয় জলের সুবিধা লাভ করছে। এছাড়াও এই বছর ১,২০০ গ্রামকে নলবাহিত পানীয় সংযোগের আওতায় এনে ৮,২২৪টি গ্রামকে 'সজল গ্রাম'-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে।

পলি অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলের দূষণ এবং শুষ্ক অঞ্চলে জল সংকটের সমাধানের জন্য ১৪,৪১০ কোটি টাকা ব্যয়ে আনুমানিক ৩.৬৪ কোটি গ্রামীণ সুবিধাপ্রাপকের জন্য ভূপৃষ্ঠীয় জলভিত্তিক নলবাহিত জল পরিষেবা প্রদানের প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। পুরুলিয়া জেলায় 'জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির-(JICA)'-র আর্থিক সহায়তায় ১,২৯৬ কোটি টাকার প্রকল্পে পানীয় জল সরবরাহের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পে ৮.১৭ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। এছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় 'এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের (ADB)' আর্থিক সহায়তায় প্রায় ৩,৮৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ভূপৃষ্ঠীয় জলভিত্তিক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এর কাজ সমাপ্ত হলে ২৪.১১ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে।

'জলজীবন মিশন' প্রকল্পের অধীনে সাফল্যের সঙ্গে ৫৫,০০০টি বিদ্যালয় এবং ৪১,০০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। একইসাথে ৮,৩৩৯টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ২,৯১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন, ১,৯০০টি আশ্রমশালা, ৩,৭৩৯টি কমিউনিটি সেন্টার, ১৩৩টি কমিউনিটি শৌচালয় এবং ৩৭২টি অন্যান্য সরকারি কার্যালয়ে নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

পানীয় জলের গুণমান রক্ষা ও সরবরাহ সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে ২১৭টি জল পরীক্ষা ল্যাবরেটরি কাজ করছে, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। বর্তমান অর্থবর্ষে ৪.৭৩ লক্ষ পানীয় জলের নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে গুণমান পরীক্ষা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রত্যন্ত অঞ্চলে জলের গুণমান পরীক্ষা করার জন্য ৭টি মোবাইল ল্যাবরেটরি ভ্যান (MLVs) নিযুক্ত করা হয়েছে।

২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে ৪২,৮৭৬ জন যুব-কে 'উৎকর্ষ বাংলার' অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্লাম্বার, ফিটার, পাম্প/ভাল্ব অপারেটরস, ইলেকট্রিশিয়ানস এবং মেকানিকস্-এর প্রশিক্ষণ দিয়ে জলজীবন মিশন-এর প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং চালনা ও সৃষ্ট সম্পদগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই আর্থিক বছরে ৮,৯২৩ জন আশাকর্মীকে 'ফিল্ড টেস্ট কিটস্' (FTK) প্রদান করে পানীয় জল পরীক্ষার কাজে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এর ফলে প্রশিক্ষিত আশাকর্মীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৬,৮১২ জন। এই বছরে আশাকর্মীরা FHTC, বিভিন্ন গৃহস্থ পরিবার, স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ২.৬০ লাখ জলের নমুনা পরীক্ষা করেছেন।

২০২৪-২৫-এ JJM প্রকল্পের অধীনে 'কর্মশ্রী' উদ্যোগের আওতায় ৮,৮১,৭০২ জন জবকার্ড প্রাপকের জন্য ১,৫৯৭.১৩ কোটি টাকা মজুরি ব্যয়ে ৫.৫৫ কোটি শ্রম দিবস সৃষ্টি করা হয়েছে।

এই দপ্তর বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কাছে ত্রাণ এবং পানীয় জল পৌঁছে দিতে সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট থাকে। ২০২৪-২৫-এ রাজ্যব্যাপী মেলা, উৎসব, সরকারি অনুষ্ঠান কর্মসূচি ছাড়াও খরা, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো পরিস্থিতিতে পানীয় জলের সমস্যা মোকাবিলা করতে ৩৩.১০ লক্ষ জলের বোতল, ৩.০৩ কোটি জলের প্যাকেট এবং ৪.৪৩ কোটি লিটার পানীয় জলবাহী ট্যাঙ্কার দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে জল সরবরাহ করা হয়েছে।

২০২৪-এর গঙ্গাসাগর মেলাপ্রাঙ্গণে আগত তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন পরিকাঠামো যেমন — অস্থায়ী আবাস, সুরক্ষিত পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচ ও নিকাশি ব্যবস্থায় জল সরবরাহ, তরল ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন, অগ্নিনির্বাপণ ও সুরক্ষা ইত্যাদির বন্দোবস্ত সফলভাবে করা হয়েছে।

৩.২০ পরিবহণ

২০২৪-২৫ (ডিসেম্বর পর্যন্ত) অর্থবর্ষে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৩,১৩৮.৫২ কোটি টাকা (সুবিধা পোর্টালসহ)।

Command and Control সহ 'ভেহিকল লোকেশন ট্র্যাকিং সিস্টেম' চালু করা হয়েছে, যা বিপদের সময় ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং, জিও ফেন্সিং, সেফটি ফিচার্স এবং অন্যান্য জরুরিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিশেষকরে মহিলা ও শিশু ঝুঁকি সতর্কীকরণে ব্যবহৃত হতে পারবে।

উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল, দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি ও কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা এবং জলপাইগুড়ি জেলার ফুলবাড়ির আন্তর্জাতিক বর্ডারগুলিতে একটি সুসংহত চেকপোস্টসহ ট্রাক পার্কিং ব্যবস্থা ও টার্মিনাল চালু হয়েছে। পণ্যবাহী যানবাহনের নির্বিঘ্নে যাতায়াতের জন্য মোটর ভেহিকেল ইন্সপেক্টর মোতায়েন করা হয়েছে। ICP/LCS-গুলিতে পণ্যবাহী যানবাহনের অপেক্ষার সময় কমানোর লক্ষ্যে Subidha এবং Uttar Subidha পোর্টাল কার্যকর আছে।

সুবিধা পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিঘ্নহীন যাতায়াত ও ছাড়পত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নিশ্চিত করা হবে। এর ফলে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত সুবিধা পোর্টালে ৬৪৭.৩৭ কোটি টাকা এবং 'উত্তর-সুবিধা'-এর মাধ্যমে ২.৭৬ কোটি টাকা রাজস্ব আয় সম্ভব হয়েছে।

দূষণমুক্ত গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন গণপরিবহণের মাধ্যমে দূষণমাত্রা কমানোর জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে।

'রেজিস্টার্ড ভেহিক্যাল স্ক্র্যাপিং কর্মসূচি (RVSP)' নীতির উদ্দেশ্য বায়ুদূষণের হার কমানো এবং পথ নিরাপত্তার স্বার্থে পুরোনো যানবাহন কমিয়ে আনা ও দূষণমুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার। এই নীতির লক্ষ্য ভারতীয় অটোমোটিভ ক্ষেত্রকে বিশ্বের স্থায়ী উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সংযুক্ত করা, বিকল যানবাহন বাতিল, যানবাহনের দ্বারা বায়ুদূষণের হার কমিয়ে এনে জ্বালানি কার্যকারিতা বাড়ানো ও যানবাহন বিক্রয়কে উৎসাহিত করা। ক্ষতিকারক সামগ্রীগুলিকে এই নীতির মাধ্যমে যথাযথ পদ্ধতিতে বিনষ্ট করা হচ্ছে অথবা রিসাইক্লিং করা হচ্ছে এবং অবশিষ্ট যানবাহনকে ধ্বংস করা হচ্ছে।

ব্যাটারিচালিত যানবাহনসহ ৩,৪১১টি CNG যানবাহন ১,২৫,৫৩১টি ইলেকট্রিক ভেহিকল ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে কলকাতার বিভিন্ন WBTC ডিপো থেকে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের' আওতায় ১২০টি ইলেক্ট্রিক বাস চলাচল করছে।

৮৪টি ইলেকট্রিক ভেহিকল চার্জারস বিভিন্ন STU ডিপোতে লাগানো হয়েছে।

বিভিন্ন স্টেট ট্রান্সপোর্ট আন্ডারটেকিং-এ ১৩১টি CNG বাস কেনা হয়েছে চালু করার জন্য।

রাজ্যের EV সেক্টরে উৎসাহ প্রদানের জন্য পরিবহণ দপ্তর করের হার হ্রাস করেছে।

শহরের বিভিন্ন স্থানে চলাচলরত যানবাহনের দ্বারা দূষণের মাত্রা মাপার জন্য 'রিমোট সেন্সিং ডিভাইসেস (RSD)' লাগানো হয়েছে।

সড়ক পরিবহণের পরিকাঠামোর উন্নতির স্বার্থে, পরিবহণ দপ্তর রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন স্থানে যেমন — মুর্শিদাবাদের ওমরপুর, বাঁকুড়ার রানীবাঁধ, বীরভূমের তারাপীঠ, পূর্ব মেদিনীপুরের

নন্দীগ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড় এবং চন্দ্রকোণাতে বাস টার্মিনাস নির্মাণ/আধুনিকীকরণ করেছে। বালুরঘাট ডিপোর পার্কিং ইয়ার্ড এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ, শিলিগুড়ির NBSTC-এর মাল্লাগুড়ি ডিপোতে বাউন্ডারি দেওয়াল এবং রিজিড পেভমেন্ট-এর কাজও সমাপ্ত হয়ে গেছে।

'গতিশক্তি' প্রকল্পের অধীনে ১৩টি গ্যাংওয়ে-কাম-পন্টুন জেটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। ৪টি রো-রো জেটি, ৮টি কংক্রিট জেটি, বিভিন্ন STU-এর জন্য ৮৩টি ডিজেল বাস এবং পথ নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ১০টি ইন্টারসেপ্টর যানবাহন অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

রাজ্য 'ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের' সহায়তাপ্রাপ্ত ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট প্রকল্পের মাধ্যমে জলপথ পরিবহণের ওপরেও গুরুত্ব আরোপ করছে। প্রকল্পের প্রথম দফায় ২৮টি জেটি সম্পূর্ণ হয়েছে। ২০টি ক্রস ফেরি এবং ২টি লঙ্গিচ্যুডিনাল রুট ভেসেল নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। ৪৪টি স্থানে স্মার্ট গেট লাগানো হয়েছে।

সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সহায়তাপ্রাপ্ত 'ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট' প্রকল্পের দ্বিতীয় দফা শুরু হয়েছে। ১৬টি জেটি নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ১৩টি ইলেকট্রিক ভেসেল নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও ৩৮টি জায়গায় স্মার্ট গেট এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প শুরু হয়েছে।

পরিবহণ দপ্তর, পুলিশ কর্তৃপক্ষ, পূর্ত দপ্তর, UD&MA, P&RD, H&FW, বিদ্যালয় শিক্ষার সহযোগিতা ও যৌথ কার্য সম্পাদনের এবং Safe drive save life campaign-র মাধ্যমে পথ দুর্ঘটনার হার ২০১৬-১৭তে ১৭,৬৮৪ থেকে কমে ২০২৩-এ ১৩,৭৯৫টি হয়েছে এবং মৃত্যুর সংখ্যা ২০১৬তে ৬,৯৫১টি থেকে কমে ২০২৩-এ ৬,০২৭টি হয়েছে।

'মোটর ভেহিক্যাল অ্যাক্ট'-এ পরিবহণ দপ্তর, রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশের দায়ের করা মামলাগুলির জরিমানা আদায়ে, SANJOG পোর্টাল চালু করা হয়েছে। একজন গাড়ির মালিক তাঁর বকেয়া-র মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে এবং সুবিধাজনকভাবে প্রদান করতে পারেন।

পরিবহণ বিভাগ দ্বারা ১৪১টির মধ্যে ৭৮টি যানবাহন সংক্রান্ত পরিষেবা যেমন—যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ট্যাক্স পেমেন্ট, বাণিজ্যিক যানবাহনের পারমিট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণ BSK পোর্টালের মাধ্যমেও এই ধরনের কিছু সুবিধা পেতে পারে। প্রত্যেকটি STUতে অনলাইন টিকেটিং সিস্টেমসহ 'ITMS' আংশিকভাবে চালু করা হয়েছে।

বাইক ট্যাক্সি পারমিট ফি কমিয়ে এবং বিশেষ ক্যাম্পের মাধ্যমে তাদের নথিভুক্তিকরণ নন-ট্রান্সপোর্ট থেকে ট্রান্সপোর্ট ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে তাদের আইনি কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত ৫৯৯টি বাইক ট্যাক্সির নথিভুক্তিকরণ হয়েছে।

রাজ্য সরকারের অনুমোদিত অ্যাপ-ক্যাব ব্যবস্থা 'যাত্রী সাথী' চালু করার ফলে বর্তমানে প্রচলিত ODTTA ব্যবস্থার তুলনায় বাইক আরোহী এবং ড্রাইভার উভয়ই আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। ৩১.১২.২০২৪ পর্যন্ত 'যাত্রী সাথী'-র আওতায় ৬,০০৭টি গাড়ি চলাচল করেছে এবং ৬৮.৪৬ লাখ যাত্রীর কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

৩.২১ পূর্ত

পূর্ত বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মূল স্তম্ভ। এটি রাজ্যের মূল্যবান সম্পদের যেমন— রাস্তা, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ঐতিহ্যশালী কাঠামোগুলির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে রাজ্যের সামাজিক ও আর্থিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

রাজ্য সরকার অর্থনীতির জীবনরেখা হিসাবে সড়ক যোগাযোগের উন্নতি ও বৃদ্ধিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। বর্তমান ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এখন পর্যন্ত ২,৩৬৪.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এই বিভাগ ২,০৫৯ কিমি রাস্তা জুড়ে ২১৯টি সড়ক প্রকল্প এবং ১১টি সেতু এবং ২টি রেলওয়ে ওভারব্রিজ (ROB)-এর কাজ সম্পূর্ণ করেছে। এছাড়াও ১২.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২টি পুরোনো জীর্ণ সেতু-এর পুনর্নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়েছে।

প্রধান প্রধান সম্পূর্ণ হওয়া প্রকল্পগুলির মধ্যে এই দপ্তর ১০৫.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে হুগলি জেলার জি.টি. রোড সংলগ্ন আদিসপ্তগ্রামের কাছে খেজুরিয়ায় একটি ROB নির্মাণ করেছে। বর্তমান অর্থবর্ষে ৮৫.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ক্ষীরপাই রামজীবনপুর সড়কের (SH-7) ০.০০ কিমি থেকে ১৮.০০ কিমি পর্যন্ত এবং রামজীবনপুর বাইপাস-এর (SH-7) ০.০০ কিমি থেকে ২.৬০ কিমি পর্যন্ত দুই লেন-এর রাস্তা চওড়া ও মজবুত করার কাজ শেষ করেছে।

৬৭.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার রামজীবনপুর-পালিতা-পালিতপুর-নতুনহাট রাস্তার ১০০.০০ কিমি থেকে ১২৫.০৭ কিমি পর্যন্ত দুই লেন-এর রাস্তা চওড়া ও মজবুত করার কাজ সম্পূর্ণ করেছে। এছাড়াও এই বিভাগ ৬৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে হুগলি জেলার তারকেশ্বর-চকদিঘি ০.০০ কিমি থেকে ১৩ কিমি রাস্তা চওড়া ও মজবুত করার কাজ শেষ করেছে।

৬২.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে পুরুলিয়া জেলার মানবাজার বন্দওয়ান-কুইলাপল রাস্তার ০.০০ কিমি থেকে ২২ কিমি পর্যন্ত চওড়া ও মজবুত করার দুই লেনের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। ৪৯.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা-পাঁচমুড়া-চৌবেতা ১০ কিমি থেকে ৩৩.৯০ কিমি রাস্তা চওড়া ও পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এছাড়াও ৪৮.৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁকুড়া জেলার পাঁচবাগায় বাঁকুড়া-ছাতনা রাস্তায় ROB-এর কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দুটি প্রধান প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এগুলি হল ৪০.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে হিঙ্গলগঞ্জ-দুলদুলি-হেমনগর রাস্তার ১২.৬০ কিমি থেকে ৩৩.৪০ কিমি এবং ৩৩.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বসিরহাট-হাসনাবাদ রাস্তার ০ কিমি থেকে ১৫ কিমি রাস্তা মজবুতকরণ।

৩.২২ ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত ৬১,৩২,২১১টি মিউটেশনের কাজ এবং ১,৬৪,০১২টি জমির নাম পরিবর্তনের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের চা বাগানের সঙ্গে যুক্ত বহু শ্রমিক জমির উপর তাদের কোনো অধিকার ছাড়াই সেই জমিতে বসবাস করছে। চা শ্রমিকদের দীর্ঘদিন ব্যাপী চালু থাকা সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার অব্যবহৃত/উদ্বৃত্ত জমি অধিগ্রহণের পর বাসস্থানের পাট্টা প্রদান করছে।

পশ্চিমবঙ্গ ভূস্বত্ব অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩-এর অধীনে দমদম ক্যান্টনমেন্টে যে ৯৯৮.৩৭ একর জমি রাজ্যের খাসজমিতে পরিণত করা হয়েছিল, সেই জমির পরচা নিয়মিতকরণের জন্য একটি নতুন নীতি গৃহীত হয়েছে।

সরকার ইজারাদার-এর মাধ্যমে ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে চার্জ/মর্টগেজ সংক্রান্ত জমির লিজহোল্ড ইন্টারেস্ট-এর অনুমতি প্রদানের জন্য নতুন প্রসেসিং ফি চালু করেছে।

এছাড়াও ইজারাদার কর্তৃক আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে লিজহোল্ড অধিকার হস্তান্তর/অর্পণের জন্য প্রসেসিং ফি চালু করা হয়েছে। এর ফলে নাগরিকদের ও ব্যবসার সুবিধা হবে এবং সরকারের রাজস্বও বৃদ্ধি পাবে।

জনসাধারণের সুবিধার্থে জল সরবরাহ প্রকল্প, বৈদ্যুতিকীকরণ, গ্যাস পাইপলাইন, আউটপোস্ট, এয়ারপোর্ট নির্মাণের জন্য চা বাগানের কর্তৃপক্ষকে জমিগুলি অধিগ্রহণের স্বার্থে চা গাছ এবং শেড ট্রি-র জন্য যথোপযুক্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে।

২০২২ থেকে চালু হওয়া ই-খাজনা পদ্ধতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বাড়ি থেকে অনলাইনে জমির খাজনা প্রদান করতে পারে। নাগরিককেন্দ্রিক পরিষেবা অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছে। ৩৬,৫৪,২৬১-এরও বেশি জন অকৃষিজমির রায়ত অনলাইন পরিষেবা ব্যবহার করছেন এবং কোনো অফিসে যাওয়া ছাড়াই ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ১৫৯.৬৪ কোটি টাকা জমা দিয়েছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে দ্রুত নগরায়ণ এবং সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নতি সারা রাজ্যব্যাপী জমির দামে ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এর ফলে সে জমিগুলি দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে (৩০ অথবা ৯৯ বছর) লিজ দেওয়া হয়েছে বর্তমান বাজারদর হিসেব করে তার রিনিউয়াল ফিও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে, ইজারাদাররা সময়মতো ইজারার পুনর্নবীকরণে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ায় ইজারাদারদের স্বার্থ এবং রাজ্যের রাজস্বের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই বিষয়টি সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার দীর্ঘমেয়াদি লিজের জন্য পুনর্নবীকরণ পদ্ধতি উন্নত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য সময়োচিত পুনর্নবীকরণ রাজ্যের রাজস্ব যথাযথভাবে আদায় এবং ইজারাদারদের উপর আর্থিক বোঝা কমানো।

ভেস্টেড জমির LTS -এর পুনর্নবীকরণের জন্য বার্ষিক খাজনার হার নির্দিষ্ট করার স্বার্থে WBLR, ১৯৯১ ম্যানুয়ালের নিম্নলিখিত সংশোধন করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার বন্ধ চা বাগান খোলার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং শর্ট টার্ম সেটেলমেন্টের অনুদানের মাধ্যমে পরিত্যক্ত/বন্ধ চা বাগানগুলির জন্য SOP নীতি অনুসরণ করছে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য চা শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং চা শ্রমিক সম্প্রদায়গুলিকে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করা। SOP-এর মাধ্যমে কর্মচারীদের নিয়মিত মাইনে এবং বকেয়া প্রদান করা হয়। এটি চা বাগানের উন্নতির উপরও গুরুত্ব আরোপ করে।

শ্রম দপ্তর, চা বাগানের মালিক/কোম্পানি অথবা ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের অধীনে STS অথবা LTS-এর মাধ্যমে লিজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ হিসেবে কাজ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চা শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য, চা শ্রমিকদের কল্যাণ এবং ওই অঞ্চলের আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টা এই SOP -এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ১৮,০১৩ কৃষি পাট্টা, ২৩,৫৮৬ টি চা বাগানের পাট্টা এবং ২৬৩টি FHTD রিফিউজি কলোনির জন্য বিলি করা হয়েছে।

বর্তমান অর্থবর্ষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত ২,৩৯১.২৮ কোটি টাকার রাজস্ব আয় হয়েছে।

৩.২৩ বিদ্যুৎ

চলতি অর্থবর্ষে ২০২৪-২৫-এ রাজ্যে ৭,৯৩,৮৮৫ নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। বারোটি ৩৩/১১ কিলোভোল্ট সাব স্টেশন তৈরি করা হয়েছে যার ক্ষমতা ১৯১.৫ MVA। এছাড়া অতিরিক্ত বিদ্যুৎ চাহিদাপূরণে ২৮৩.৬ MVA ক্ষমতাসম্পন্ন ৬৬টি ৩৩/১১ কিলোভোল্ট সাব-স্টেশন তৈরি করা হয়েছে।

গ্রিড আধুনিকীকরণ এবং সরবরাহ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে WBSEDCL (WBEDGMP), 'এক্সটারনাল এইডেড প্রোজেক্ট (EAP)' হিসাবে ২,৮০০.৫৪ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয় ধরে ২০২১-২২ অর্থবর্ষ থেকে কাজ শুরু করেছে। বিশ্বব্যাঙ্ক (IBRD) ও 'এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক (AIIB)' থেকে পাওয়া আংশিক ঋণ এবং রাজ্যের ৩০ শতাংশ অংশীদারিত্বে এই প্রকল্পের কাজ চলছে। এখনও পর্যন্ত ১,৬০০.০০ কোটি টাকা এই প্রকল্পে খরচ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর বিবিধ উন্নতির প্রয়োজনে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ প্রকল্প 'রিভ্যাম্পড্ ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম (RDSS)' গঠন করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ধাপে ধাপে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১,৩৯৪.৪৬ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ ধরা আছে। ঘাটতি কমানোর জন্য WBSEDCL (প্রায়) ৭,০০০ কোটি টাকার টেন্ডার মূল্য চূড়ান্ত করেছে। RDSS -এর স্টেট শেয়ার-এর অধীনে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ১৯৪.০০ কোটি টাকা দিয়েছে।

সরকার উপভোক্তাদের ভর্তুকি প্রদানের অঙ্গ হিসাবে ৩১.১২.২০১৮ অবধি সময়কালের বকেয়া বিলের ৫২৬.০০ কোটি টাকা ভর্তুকি অনুমোদন দিয়েছে এবং ২ লক্ষ গ্রাহকের কাছ থেকে পুরাতন বকেয়া ৯৬.৭৭ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।

বিদ্যুৎ বিল তৈরির দক্ষতাবৃদ্ধি এবং ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে ৪৪.৩৭ লক্ষ স্মার্ট মিটার (RDSS কর্মসূচির অধীনে ও বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় গ্রিড আধুনীকিকরণের অধীনে) সরকারি অফিসসহ বিভিন্ন গ্রাহকের প্রিমিসেস-এ বিভিন্ন পর্যায়ে বসানোর কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান অর্থবর্ষে এখন পর্যন্ত বাণিজ্য, শিল্প ও সরকারি গ্রাহকদের জন্য ১,২০,০০০টি স্মার্ট মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন সাব-স্টেশনের ফাঁকা জমিতে বেসরকারি উদ্যোগের সাথে যৌথ সহায়তায় আয় বণ্টনের ভিত্তিতে e-ভেহিকেল চার্জিং পরিকাঠামো উন্নয়ন করে e-ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ১৮৮টি e-ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে ১১২.৫ MW ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রাউন্ড মাউন্টেড সোলার পাওয়ার প্রোজেক্ট-এর ইনস্টলেশনের কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পটি নিকটবর্তী সাব স্টেশনে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করেছে। ৭৬.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পুরুলিয়ার PPSP আপার ড্যামে ১০ MW সৌর বিদ্যুৎ প্রজেক্টের আরও একটি কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

শুল্কে মূল্যবৃদ্ধি প্রশমিত করতে কৃষি সংক্রান্ত গ্রাহকসহ ১.৭৪ কোটি গৃহস্থ গ্রাহককে অগ্রিম ভর্তুকির সুবিধা দিতে রাজ্য সরকার চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত ১,৪১৪.১১ কোটি টাকা দিয়েছে। এর সঙ্গে প্রায় ৩৪ লক্ষ গ্রাহককে 'হাসির আলোর' আওতায় বিনামূল্যে বিদ্যুৎ-এর সুবিধা দিতে WBSEDCL-কে মোট ৯১.৭৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু রাজ্য সরকার ১.৫০ লক্ষ গ্রাহককে প্রতি মাসে হাসির-আলোর আওতায় বিনামূল্যে বিদ্যুৎ-এর সুবিধা দিতে CESC-কে চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত ৬.৪৭ কোটি টাকা দিয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষে ১.১০ কোটি টাকা বরাদ্দে CSR স্কিমে পুরুলিয়া জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় ৩ কিমি রাস্তা তৈরির কাজ এবং CSR স্কিমে দার্জিলিং জেলায় ৩.৫ কিমি রাস্তা তৈরির অপর একটি প্রকল্প ১.৫৪ কোটি টাকা (প্রায়) বরাদ্দে এই অর্থবর্ষে নেওয়া হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষে, উঃ২৪ পরগনার গাইঘাটায় ১৩২/৩৩ কিলোভোল্ট (১০০ MVA ট্রান্সফরমেশন ক্ষমতাসহ) ও নীলগঞ্জে ১৩২/৩৩ কিলোভোল্ট (১০০ MVA ট্রান্সফরমেশন ক্ষমতাসহ) WBSEDCL ইতিমধ্যে সংঘটিত করেছে। ফুড পার্কের মানোন্নয়নের কাজে হাওড়ায় ১৩২/৩৩ কিলোভোল্ট থেকে ২২০/১৩২/৩৩ কিলোভোল্ট GI সাবস্টেশন (৩২০ MVA ট্রান্সফরমেশন ক্ষমতাসম্পন্ন), নদীয়া জেলায় চাপরায় ১৩২/৩৩ কিলোভোল্ট GIS (১০০ MVA ট্রান্সফরমেশন ক্ষমতাসম্পন্ন), পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড়ে ১৩২/৩৩ কিলোভোল্ট AIS (১৫০ MVA ট্রান্সফরমেশন ক্ষমতাসম্পন্ন), মালদা জেলার মানিকচকে ১৩২/৩৩ কিলোভোল্ট GIS (১০০ MVA ট্রান্সফরমেশন ক্ষমতাসম্পন্ন) এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর AB জোনে ১৩২/৩৩ কিলোভোল্ট সাবস্টেশন থেকে ২২০/১৩২/৩৩ কিলোভোল্ট GI সাবস্টেশন (৩২০ MVA ট্রান্সফরমেশন ক্ষমতাসম্পন্ন) তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

WBSETCL তার ট্রান্সমিশন সিস্টেমের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা ৯৯.৯৪% বজায় রেখেছে এবং ট্রান্সমিশন সিস্টেমের ক্ষতি গত বছরের ২.১৮%-এর তুলনায় কমে ২.১৫% হয়েছে যা দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা।

চলতি অর্থবর্ষে (২০২৪-২৫), WBPDCL ২২,২৮৬ MU (ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত)-এর রেকর্ড ব্রেকিং গ্রস উৎপাদনশীলতা অর্জন করেছে যা এই সময়ের সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের লোড ফ্যাক্টরের উপর ভিত্তি করে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মানের বিচারে সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি (CEA)-র অনুসারে প্রথম স্থান অধিকার করেছে সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সাগরদিঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং দেশে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত WBPDCL একটি সংস্থা হিসাবে সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছে।

চলতি অর্থবর্ষে (২০২৪-২৫) WBPDCL-এর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহকৃত সব কয়লার উৎস হল এর Captive Mines যা কোল ইন্ডিয়া সাবসিডিয়ারিস্-এর থেকে কয়লা উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তাকে হ্রাস করেছে।

চলতি অর্থবর্ষে WBPDCL রাজ্য সরকারকে ডিভিডেন্ড হিসেবে ১০৪ কোটি টাকা দিয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষে ৪০.৯৬ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে WBPDCL সাগরদিঘি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পতে অশোধিত জলের ৪নং পুকুরে ৫ MW-এর ভাসমান সৌর ফটোভোল্টাইক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

মিনিস্ট্রি অব কোল (MoC), GoI -এর থেকে দেওচা-পাচামি-দেওয়ানগঞ্জ-হরিণসিং কোল ব্লক পাওয়ার WBPDCL ব্লক উন্নয়নের জন্য ড্রোন ও DGPS সার্ভে, ভূমি সার্ভে, জমি-জরিপ মানচিত্রের প্রস্তুতি, অনুমতিভিত্তিক R & R প্যাকেজের কাজ এবং ব্যাপক এবং ক্রমাগত সম্প্রদায়ের সংহত এবং স্টেক হোল্ডারদের পরামর্শদানের ফলে ৯০% জমি মালিকদের লিখিত অনুমতি গ্রহণের কাজ করা হয়েছে।

এখনো পর্যন্ত মোট ১,৩৯৫টি কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং ৩৭০.৭২ একর জমি অধিগৃহীত হয়েছে।

ডিসেম্বর ২০২৪-এ দেওচা-পাচামি-দেওয়ানগঞ্জ-হরিণসিং কোল ব্লকের মাইন ডেভলপার অপারেটরের (MDO) নির্বাচনের জন্য গ্লোবাল এক্সপ্রেশন অব্ ইন্টারেস্ট (EoI) ক্লাস হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষে (৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত) দ্য দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিমিটেড (DPL) সাফল্যের সঙ্গে ট্রান্স দামোদর কোল মাইন থেকে ২৬,২২৬ MT কয়লা উত্তোলন করেছে। ট্রান্স দামোদর কোল মাইন থেকে আরো বেশি কয়লা উত্তোলনে সুবিধা প্রদান করতে রাজ্য মন্ত্রিসভা (প্রায়) ৩০.০০ কোটি টাকায় ৩৩৪ একর জমি সহ রাজ্য সরকারের ৩০% ইকুইটি অংশগ্রহণের অনুমোদন করেছে।

৩.২৪ নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক

গুরুত্বপূর্ণ পৌর পরিষেবা প্রদান এবং জীবিকার সুযোগের মাধ্যমে পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগ নগরায়ণের সমস্যাগুলি মোকাবিলার জন্যে সচেষ্ট। এটি প্রযুক্তিগত উদ্যোগের মাধ্যমে উন্নতমানের জীবনযাত্রা ও বিকাশশীল নগর উন্নতিতে সচেষ্ট।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ডেভেলপমেন্ট অফ মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া (DMA)-এর অধীনে রাস্তাঘাটের সংস্কার এবং নির্মাণের জন্য ২৯০.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৬৪.৪১ কোটি ব্যয়ে বেসিক মিনিমাম সার্ভিসেস (BMS) বিশেষত নিকাশি ব্যবস্থা শেষ হওয়ার বিভিন্ন স্তরে আছে। এই বিভাগ Scavenger দের মর্যাদা রক্ষার জন্য ড্রেনগুলিকে যান্ত্রিক মাধ্যমে পরিষ্কার করার উদ্যোগ নিচ্ছে।

গ্রিন সিটি মিশন পরিকল্পনার আওতায় ২০২৪-২৫-অর্থবর্ষে ৫৪.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে শক্তি সাশ্রয়ী এল.ই.ডি স্ট্রিট লাইট লাগানোর ৭৩টি পরিকল্পনা চালু করা হয়েছে। কার্বন ফুট প্রিন্ট কমানোর জন্য বিভিন্ন পৌরসভায় রুফটপ এবং গ্রাউন্ড মাউন্টেড সোলার টিভি পাওয়ার প্ল্যান্ট লাগানো হয়েছে।

কলকাতা পৌরসভার-এর উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলি হল ধাপায় ১৮.২৫ লাখ মেট্রিক টন বর্জ্যের সঠিক ব্যবহার, পরীক্ষামূলকভাবে ওয়েস্ট প্লাস্টিকের সাথে ২টি হট বিটুমিনাস অ্যাসফল্ট রোড নির্মাণ, জয়শ্রী পার্ক, সুভাষপল্লী এবং সারদাপল্লীতে ক্যাপসুল বুস্টার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ,পাথরঘাটাতে C & D প্রসেসিং প্ল্যান্ট নির্মাণ, কালীঘাটে স্কাইওয়াক এবং কর্পোরেশন স্কুলে ই-লার্নিং উদ্যোগ।

৭৫ হাজার নির্মল-বন্ধু (কনজারভেন্সি ওয়ার্কার্স) বাড়ি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে পরিচ্ছন্নতা সুনিশ্চিত করছে। ১৭টি ULB বি-তে ফ্রেশ ওয়েস্ট প্রসেসিং ফ্যাসিলিটিস চালু আছে এবং আশা করা হচ্ছে ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে আরও ৫০টি চালু করা যাবে। ৭৬.৫৫ লাখ মেট্রিক টন লিগ্যাসি ওয়েস্টকে বায়ো-মাইন ও বায়ো-রেমিডিয়েটেড করা হয়েছে।

AMRUT পরিকল্পনার মাধ্যমে ৩,১৫৪.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭টি জল সরবরাহ কেন্দ্র, ৬টি স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ স্কিম, দুটি সিউয়ারেজ এবং সেপ্টেজ স্কিম, দুটি নন মোটোরাইজড আরবান ট্রান্সপোর্ট স্কিম, ৪০৯টি গ্রিন স্পেস ডেভেলপমেন্ট স্কিম এবং একটি ওয়াটারবডি রিজুভিনেশান স্কিম সম্পূর্ণ হয়েছে। ৫,৩১৬.৩৬ কোটি টাকার ৫২টি জল সরবরাহকারী পরিকল্পনা রাজ্যের আর্থিক সহায়তায় চালু করা হয়েছে।

শহরাঞ্চলে দারিদ্রতা হ্রাসের লক্ষ্যে ‘স্বয়ংসিদ্ধা’ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে শহরাঞ্চলের ১০.৯৩ লাখ দরিদ্র পরিবারের জন্য ৯১,৭২৪টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী কাজ করছে।

২,২৬৮টি নিরাশ্রয় দুর্বল মানুষকে ‘রাত্রিকালীন সার্ভের’ মাধ্যমে উদ্ধার করা গেছে এবং তাদের ৭২টি কার্যকর ‘Shelters for Urban Homeless (SUH)’-এ আশ্রয়-এর ব্যবস্থা করা গেছে। ২,১২,৬২০ জন শহরাঞ্চলের স্ট্রিট ভেন্ডরকে ১০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মাইক্রোফিন্যান্স প্রদান করা হয়েছে। ৩৩০টি ‘মা’ ক্যান্টিনের মাধ্যমে শহরাঞ্চলের ৬.৯৭ কোটি দরিদ্র উপভোক্তাকে খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

‘জয় বাংলা’ প্রকল্পের ২,৭৯,৫১১ জন ব্যক্তিকে বার্ধক্যভাতা, ২,০৮,৯০৮ জন ব্যক্তিকে বিধবাভাতা, ১৩,৮২৩ জন ব্যক্তিকে ১,০০০ টাকা করে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫-এ ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিমের অধীনে পরিবারের প্রধান আয় উপার্জনকারী ব্যক্তির মৃত্যুতে ২,০০৬ টি দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকার পরিবারকে ৪০,০০০ টাকা প্রদান করা হচ্ছে। সমব্যথী স্কিমের অধীনে ৪,৪৭,২১৩ জন দরিদ্র সুবিধাপ্রাপককে শবদাহ/মৃত পরিবারের সদস্যকে দাহ করা/কবর দেওয়ার জন্য ২,০০০ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে।

৬.৯১ লাখ বাসস্থান নির্মাণ করে শহরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের প্রদান করা হয়েছে। ২.১৭ লাখ বাসস্থান নির্মাণের বিভিন্ন স্তরে আছে। অনুমোদিত ৭৬২টি U-H&WC-এর মধ্যে ৪৮২টি সমাপ্ত হয়ে গেছে।

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (KMDA) শহরাঞ্চলের পরিবহণ পরিকাঠামো, জল সরবরাহ এবং তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সামনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হল মেট্রোপলিটন থেকে নিউটাউন পর্যন্ত উঁচু করিডর নির্মাণ। ২০২৪-২৫-এ KMDA ১৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে সিউয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণসহ ২,০৪৬.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ের ৮১টি প্রকল্প নির্মাণ শুরু করেছে।

নিউটাউন কলকাতা ডেভলপমেন্ট অথরিটি (NKDA) ই-গভর্নেন্স পরিষেবা প্রদান যেমন সম্পত্তিকর সংগ্রহ, মিউটেশন, ট্রেড-লাইসেন্সের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। নিউটাউন কলকাতা হল ভারতবর্ষের ১০০টি স্মার্ট সিটির মধ্যে অন্যতম।

নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ অথরিটি (NDITA) পরিকাঠামোগত মানোন্নয়ন, সৌন্দর্যায়ন, উন্নত মানের ট্রাফিক ব্যবস্থা এবং শহরাঞ্চলে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছে।

নগরোন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক দপ্তর বিভিন্ন পরিকাঠামোগুলির মধ্যে সংযোগ নির্মাণের ক্ষেত্রে এবং আধা শহরাঞ্চলের উন্নতিকরণের লক্ষ্যে ৪১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৩.২৫ আবাসন

সহজলভ্য বাসস্থান প্রদানের জন্য বিভিন্ন সামাজিক বাসস্থান সংক্রান্ত প্রকল্পের মাধ্যমে এবং রিয়েল এস্টেট-এর নীতি নির্ধারণের দ্বারা আবাসন বিভাগ কাজ করে চলেছে। হাউজিং ডিরেক্টরেট এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউজিং বোর্ডের মতো ডিরেক্টরেটগুলির মাধ্যমে এই বিভাগ পরিকাঠামোমূলক উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে।

'চা সুন্দরী আবাসন প্রকল্পের' অধীনে, চা-বাগান কর্মীদের আবাসনের জন্য আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির ৭টি চা বাগান-এর জন্য, ১৭টি স্থানে ৪,০২২টি একতলা বাড়ি অনুমোদিত হয়েছে। ২০২৩ সালের প্রথম দিকে ১,১৭১টি বাড়ি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। এছাড়া এই জেলাগুলির ১১টি স্থানে ২,৮৫১টি বাড়ি নির্মাণের কাজ বর্তমানে চলছে।

৩রা জানুয়ারি, ২০২৪-এ চালু হওয়া 'চা সুন্দরী এক্সটেনশন প্রকল্প' আরও প্রসারিত করা সম্ভব হয়েছে। ন্যূনতম ২৫ স্কোয়ার মিটার এলাকায় পাকা বাড়ি নির্মাণের জন্য বাড়ি পিছু ১.২০ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে। আবাসন দপ্তরের আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এই প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করছে। জানুয়ারি ২০২৪-এ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর এই তিনটি জেলায় ২৪,৫০০ জন গ্রহীতাকে প্রথম কিস্তি বাবদ ৬০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১৭,৬৩৩ জন বৈধ প্রাপককে দ্বিতীয় কিস্তি বাবদ ৪০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

'নিজশ্রী' প্রকল্পে নিম্নবিত্ত (LIG) ও মধ্যবিত্ত (MIG) পরিবারগুলির জন্য বাসস্থান প্রদানের উদ্দেশ্যে দুর্গাপুর-ফুলজোর, কল্যাণী-নদীয়া, কোচবিহার শহরে, বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া এবং ইংলিশবাজার-মালদা— এই পাঁচটি স্থানে নির্মাণ কাজ চলছে।

২০২৪ সালে রোগীর বাড়ির লোকেদের জন্য রাত্রিকালীন আবাসের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে তমলুক জেলা হাসপাতালে ১০০ বেডের, সাগর দত্ত হাসপাতালে ৫০ বেডের, কান্দি সাব-ডিভিশনাল হাসপাতালে ৬০ সিটের এবং ৩০টি বেডের ডরমিটরির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কৃষ্ণনগর জেলা সদর হাসপাতাল এবং মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যথাক্রমে ১২০টি সিট এবং ১০০টি বেড নির্মাণের কাজ চলছে।

'কর্মাঞ্জলী প্রকল্পের' অধীনে কর্মরতা মহিলাদের জন্য হলদিয়াতে ৪৮টি একক বাসযোগ্য বাসস্থানযুক্ত চারতলা হস্টেলের নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে ৭০টি (ফেজ-১) একক বাসযোগ্য বাসস্থান নির্মাণের কাজ চলছে।

২০২৪-এ নিমতৌড়ি এবং কোচবিহারের তুফানগঞ্জে 'রেন্টাল হাউজিং'-এর আওতায় দুটি সাইটে ৪০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। নিমতৌড়ি, কন্টাই, আরামবাগ, আলিপুরদুয়ার শহর, কালিম্পং-এই ৫টি অতিরিক্ত স্থানে RHE প্রকল্পের কাজ চলছে।

'ওয়েস্ট বেঙ্গল রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি (WBRERA) এবং রিয়েল এস্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল' তাদের সমস্ত কার্যকলাপ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করছে। এখনও পর্যন্ত রিয়েল এস্টেট প্রজেক্ট নথিভুক্তিকরণের ২,৭১৫টি নতুন আবেদন, জমা পড়েছে যার মধ্যে ২,২৪৫টি অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া ৬৫৯টি এজেন্ট নথিভুক্তিকরণের আবেদন জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৫৮৫টি অনুমোদিত হয়েছে। গৃহীত ১,০১৮টি অভিযোগের মধ্যে ৩৫১টির নিষ্পত্তি সম্ভব হয়েছে এবং ৬৬১টি মামলা শুনানির পর্যায়ে আছে।

৩.২৬ অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস

অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগ স্বচ্ছ এবং দীর্ঘস্থায়ীভাবে শক্তি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছে। সবুজ এবং অধিকতর শক্তি-সাশ্রয়ী ভবিষ্যৎ অর্জনের জন্য এই বিভাগ WBREDA এবং WBGEDCL সংস্থার মাধ্যমে পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎসের সর্বাধিক কার্যকরী ব্যবহার করে চলেছে।

২০২১ সালের মার্চ মাস থেকে ভজনঘাট ১০MW গ্রাউন্ড মাউন্টেড সোলার পি ভি পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু হয়েছে এবং এটি WBSEDCL গ্রিডের অন্যতম ফিডার (Feeder)। এখনও পর্যন্ত ৪৯.২৯MU (মিলিয়ন ইউনিট) সৌরশক্তি উৎপাদন করা হয়েছে ও WBSEDCL-কে সরবরাহ করা হয়েছে।

পশ্চিম বর্ধমানের জামুরিয়ায় ২MW গ্রিড কানেকটেড গ্রাউন্ড মাউন্টেড সোলার পি ভি পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু করা হয়েছে। অদ্যাবধি এখানে ১০.৫৬ MU শক্তি উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে শুধুমাত্র ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ০.১১ MU পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত হয়েছে।

২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪-এ ৯৯০টি সরকারি/সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত/সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় চালিত মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক স্কুল এবং মাদ্রাসাগুলিতে রুফটপ গ্রিড সংযোগের মাধ্যমে সোলার ফোটোভোলটেইক পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রকল্প চালু আছে।

পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলার জেলা শাসকদের অফিসের ছাদে ৫৭০kWp মোট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রিড সংযোগ-এর মাধ্যমে রুফটপ সোলার পি ভি সিস্টেম স্থাপনের কাজ চলছে।

ঝাড়গ্রামের PWD অফিস বিল্ডিং-এ GRTSPV স্থাপন, ঝাড়গ্রাম কালেক্টরেট ভবনে গ্রিড সংযোগের মাধ্যমে রুফটপ সোলার পি ভি পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন, কোচবিহার জেলার কালেক্টরেট ভবন এবং অন্যান্য সরকারি ভবনগুলিতে (সাগরদিঘি এবং বৈরাগীদিঘির আশেপাশে কোচবিহার-এর মূল ঐতিহ্যবাহী এলাকায়) গ্রিড সংযোগের মাধ্যমে রুফটপ সোলার পি ভি পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন এবং বিকল্প শক্তি ভবনে ৩০kWp বিল্ডিং ইন্টিগ্রেটেড ফোটোভোলটেইক (BIPV) স্থাপনের জন্য WBGEDCL-কে দায়িত্ব প্রদান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি এই বিভাগ রূপায়ণ করতে চলেছে।

জলপাইগুড়ি জেলার শিলিগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর বন এবং ভবনে গ্রিড সংযোগের মাধ্যমে ৩০kWp রুফটপ সোলার পি ভি স্থাপন সম্পূর্ণ হয়েছে।

শিলিগুড়ির সালুগাড়ার বেঙ্গল সাফারি-তে গ্রিড সংযোগের মাধ্যমে ১২০kWp সোলার গ্রাউন্ড মাউন্টেড পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানোর জন্য ৮৯.৪৬ লক্ষ টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন WBGEDCL-কে প্রদান করা হয়েছে। আমরা বন বিভাগ দ্বারা সাইট হস্তান্তরের জন্য অপেক্ষা করছি।

কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে সোলার পি ভি হাই মাস্ট নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। NRS মেডিক্যাল কলেজ ও হসপিটালে 'বর্জ্য থেকে শক্তি প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।'

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিত আদ্যাপীঠ আনন্দ পলিটেকনিক কলেজে 'বর্জ্য থেকে শক্তি'-এই প্রকল্প WBGEDCL-এর মাধ্যমে রূপায়ণের জন্য ২০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তর/সংগঠন থেকে প্রাপ্ত আর্থিক অনুদানের সাহায্যে WBGEDCL তাদের জমে থাকা প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের কাজ করে চলেছে।

NRES বিভাগ SHG, MSME, ফিশারি ভ্যালু চেন এবং কৃষিক্ষেত্রে জীবিকানির্বাহের জন্য পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির উৎস ব্যবহারের সম্ভাবনা অন্বেষণ করছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাইবাল ডেভলপমেন্ট কোঅপারেটিভ কর্পোরেশন লিমিটেড-এর মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা এবং পুরুলিয়া জেলার ৪৫টি উপজাতি স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG)-এর জন্য চাষের জমিতে সোলার পাম্প বসানোর উদ্দেশ্যে ১.০৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

সামাজিক ক্ষমতায়ন

৩.২৭ নারী ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প মহিলাদের মাসিক আয় প্রদানের একটি সৃজনশীল কর্মোদ্যোগ। এই প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপকের সংখ্যা ২০২৩-২৪-এ ১.৯৮ কোটি থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫-এ ২.২১ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। ২০২৪-২৫-অর্থবর্ষে এই সরকার ১৯,৩৮৫.৩৯ কোটি টাকা খরচ করেছে এবং SC ও ST-উপভোক্তাদের জন্য মাসিক আর্থিক সুবিধা ১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,২০০ টাকা, এবং অন্যান্য শ্রেণির উপভোক্তাদের জন্য আর্থিক সুবিধা মাসিক ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,০০০ টাকা করেছে।

'কন্যাশ্রী প্রকল্প' ১১ বছরে পদার্পণ করেছে। এখন পর্যন্ত এই সুরক্ষিত ছত্রছায়ায় প্রায় ১ কোটি প্রাপক সুবিধা পেয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে ১৫.৭৫ লক্ষ ছাত্রী এই প্রকল্পে ১,০০০ টাকার বার্ষিক বৃত্তির জন্য নথিভুক্ত হয়েছে এবং ২.০১ লক্ষ ছাত্রী এককালীন ২৫,০০০ টাকার সুবিধা গ্রহণ করেছে। এবছরে মোট ৫৯৩.৫১ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

২০২৪-২৫ সালে 'রূপশ্রী প্রকল্পে' ২.০৮ লক্ষ জন উপভোক্তাকে এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং এই খাতে মোট খরচের পরিমাণ ৫০৪.২৫ কোটি টাকা।

২০২৪-২৫ সালে ৩১.২৭ লক্ষ বয়স্ক নাগরিককে ২,৬২২.১৭ কোটি টাকা এবং ২০.৭২ লক্ষ বিধবা মহিলাকে ১,৭৯৫.৭৭ কোটি টাকা মাসিক ভাতা (Pension) প্রদান করা হয়েছে। ৪০ শতাংশ বা তার বেশি অক্ষমতাযুক্ত মানুষজনের সাহায্যার্থে মানবিক পেনশন স্কিমের আওতায় এখন অবধি ৭.৬৬ লক্ষ উপভোক্তাকে আনা হয়েছে। এর জন্য ৬৬৮.৪৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবার মাধ্যমে ৬ বছরের নীচে ৬৮.৫৮ লাখ শিশু এবং ১১.২৬ লাখ গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের জন্য প্রতি মাসে ২৫ দিন করে নিয়মিত গরম রান্না করা খাবার দেওয়া হয়েছে। ৫ বছরের নীচে মাত্র ৩.৩৪ শতাংশ শিশুর ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় কম। ৩ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত আনুমানিক ৩৬.৪৫ লাখ শিশুকে ১.১৯ লাখ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রাক্ বিদ্যালয় স্তরে পড়াশুনা করানো হয়েছে।

'মিশন বাৎসল্য'-র অধীনে সরকার এবং NGO পরিচালিত হোম, স্পেশালাইজড অ্যাডপশন এজেন্সি এবং ওপেন শেল্টারের মাধ্যমে ৬,২০০ জন শিশুকে হোম-এ রাখা হয়েছে। এছাড়া এই দপ্তর ১৮৯ জন শিশুকে দত্তক পরিবারে পুনর্বাসন, ১,৩৯১ জনকে আর্থিক অনুদান এবং ৯,৫৫৩ জন শিশুকে বাড়িতে ফেরত পাঠানো এবং নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

এই বিভাগ কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন মহিলাদের জন্য ৩৭টি শক্তি সদন শেল্টার হোম এবং হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের সাহায্যার্থে ২৩টি 'ওয়ান স্টপ সেন্টার' পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও ভবঘুরেদের জন্য ১০টি নির্দিষ্ট আবাস এবং কলকাতা, হাওড়া ও আসানসোল মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে ৩১টি গৃহহীন নগরবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট আবাস চালু আছে। উপরন্তু যারা সদ্য মানসিক অসুস্থতা কাটিয়ে উঠেছেন সেইসব আশ্রয়হীন ব্যক্তিদের জন্য রাজ্য সরকার যতদিন তারা স্বতন্ত্রভাবে জীবন চালাতে সক্ষম হচ্ছে ততদিন তাদের আশ্রয়ের জন্য 'প্রত্যয়' নামে ২টি হাফ-ওয়ে হোম চালু করেছে। এই বিভাগ সেই আশ্রয়ের বাসিন্দাদের তাদের পরিবারের সঙ্গে সংযুক্তির জন্য সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে।

৩.২৮ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সুস্থায়ী জীবনযাত্রা অর্জনের স্বার্থে এই বিভাগ বিভিন্ন উদ্যোগের সফল রূপায়ণের মাধ্যমে সার্বিক বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট। এটি ই-গভর্নেন্স-এর মাধ্যমে কার্যকরী এবং স্বচ্ছ পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

এই দপ্তর ২০১৯-২০ অর্থবর্ষ থেকে ঐক্যশ্রী মেধাবৃত্তি প্রকল্প চালু করেছে। ৪৫ লাখ আবেদন ২০২৪-২৫ সালে জমা পড়েছে। এই বছর ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ১৬ লাখ

মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এযাবৎ ৩৩ লাখ মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যারা পেশাদারি/কারিগরি/বৃত্তিমূলক পড়াশুনা ভারতে এবং ভারতের বাইরে করছেন তাদের জন্য ২১.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৯৮টি এডুকেশন লোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই বছরে স্ব-উদ্যোগে উৎসাহ বাড়ানোর জন্য ৯,২০১ জন সুবিধাপ্রাপককে এবং ৫২,৭০৭ স্বনিযুক্তি কর্মপ্রকল্পের মহিলাদের মোট ২৪৫.৩৪ কোটি টাকার মেয়াদি ঋণ এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১১ থেকে ১,২৯,৬৭৯ জন এবং ১৩,৫৭,৮৭৪ জন সুবিধাপ্রাপককে ১,১৩৩ কোটি টাকা এবং ২,২৬৪ কোটি টাকা যথাক্রমে মেয়াদি ঋণ এবং ক্ষুদ্র ঋণ বাবদ প্রদান করা হয়েছে।

এ বছর স্মার্ট ক্লাসরুম, ই-বুক এবং কম্পিউটার ল্যাবের পরিকাঠামো নির্মাণ এবং মানোন্নয়নের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই আর্থিক বর্ষে সমাপ্ত করার জন্য ৬০০টি স্মার্ট ক্লাসরুম, ১০০টি ডিজিটাল ল্যাবরেটরি এবং ৭৬টি মাদ্রাসায় সায়েন্স ল্যাবরেটরি মানোন্নয়নের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এই দপ্তর বিভিন্ন অনলাইন উদ্যোগ শুরু করেছে। যেমন- বোর্ড পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন, তথ্য মূল্যায়ন, পোস্ট পাবলিকেশন রিভিউ (PPR) এবং পোস্ট পাবলিকেশন স্ক্রুটিনি (PPS)। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ মাদ্রাসা এডুকেশন (WBCHSE) ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করে ফাজিল পরীক্ষার জন্য সেমিস্টার পদ্ধতি শুরু করেছে।

সরকার বিভিন্ন প্রকল্প যেমন- MsDP, IMDP এবং MDW-এর মাধ্যমে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই বছর MsDP-এর অধীনে ৯২.৪২ কোটি টাকা IMDP-এর অধীনে ৬৫.১২ কোটি টাকা এবং MDW-এর অধীনে ১২০.৩০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন জেলা উপকৃত হবে। ২০১১ থেকে ১০,৩৩৭ কোটি টাকার অধিক ব্যয়ে ৫.০৫ লাখেরও বেশি প্রকল্প এই পরিকল্পনাগুলির অধীনে সমাপ্ত হয়েছে।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত সম্প্রসারিত হয়ে ২৩টি বিভাগের অধীনে ৫০টি শিক্ষাক্রম পরিচালনা করে থাকে। এটি NAAC থেকে B+ Accreditation অর্জন করেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বিভিন্ন কার্যক্রমে ১০৯ জন PhD ছাত্র-ছাত্রীসহ ১,৯৩৯ জন নতুন ছাত্রছাত্রী নথিভুক্ত হয়েছে এবং ৩৫টি PhD ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। ইউনিভার্সিটির ট্রেনিং ও প্লেসমেন্ট সেল ক্যাম্পাস ড্রাইভের আয়োজন করেছে যার ফলে ১৭৭ জন গ্র্যাজুয়েট চাকরির সুবিধা লাভ করেছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার বাড়ানোর জন্য ৬০৫টি হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৪৬৩টি ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী রক্ষণাবেক্ষণ অনুদান হিসেবে বার্ষিক ১০,০০০ টাকা পান।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায়, শিল্পী, উৎপাদক এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবক যুবতী এবং স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সদস্যদের সহায়তার জন্য ৩০৫টি কর্মতীর্থ (মার্কেটিং হাব) নির্মাণ করা হচ্ছে। এই বছর চালু হওয়া ১৩টি কর্মতীর্থ ধরে মোট চালু কর্মতীর্থ ২৬৬টিতে পৌঁছেছে। এই অর্থবর্ষের শেষে আরও ২৩টি চালু করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং অবশিষ্ট ১৬টি চালু হওয়ার বিভিন্ন স্তরে আছে।

WBMDFC, WBSHC এবং উর্দু অ্যাকাডেমি সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য কোচিং-এর আয়োজন করেছে। IAS এবং অন্য UPSC পরীক্ষার জন্য ১০০জন চাকরিপ্রার্থীকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে যোগ্যশ্রী সিভিল সার্ভিসেস কোচিং ফর মাইনরিটিজ শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও WBMDFC কলকাতা পুলিশ এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের নিয়োগের জন্য ১,৮০০ প্রার্থীকে কোচিং দিয়ে থাকে।

এই দপ্তর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন-NIFT, MSME টুল রুমস এবং WEBEL-এর মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণ চালু করেছে। বর্তমানে ১৩৫ জন প্রার্থী NIFT কোর্সে এবং ১৪০ জন MSME টুল রুমসে নথিভুক্ত হয়েছে। ৩ দিনের প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়নের পরে রেকগনিশন অফ প্রায়র লার্নিং (RPL) কর্মসূচির মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ এবং মালদার ৪,০০০ রাজমিস্ত্রীকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলার ৯০০ জনের অধিক যুবক-যুবতীকে মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রচলিত শিল্প যেমন-জরি, রত্ন এবং অলঙ্কার এবং চর্ম শিল্পে RPL প্রশিক্ষণ বর্তমান আর্থিক বছরের মধ্যেই সমাপ্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

লোন সুবিধা প্রাপকদের ব্যাবসায়িক দক্ষতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে WBMDFC ২,৩০০ জন যুবক-যুবতীকে স্বল্প মেয়াদে স্বনিযুক্তি উন্নতি প্রশিক্ষণ (EDP) প্রদান করছে। এই দপ্তর সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন প্রকল্প যেমন আলিয়া ইউনিভার্সিটির নির্মাণ, কবরখানার সীমানা প্রাচীর তৈরি, গ্রাম্য পরিকাঠামো, ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। ২০১১ থেকে ৯,৩৭১টি সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য ১,২৭৮ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে এবং সহায়সম্বলহীন সংখ্যালঘু মহিলাদের জন্য ২,৪৫১ কোটি টাকার কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ২.৫ লক্ষ মহিলা উপকৃত হবেন।

৩.২৯ অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ

তপশিলি জাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সার্বিক বিকাশের জন্য এই বিভাগ দায়বদ্ধ। শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে এই বিভাগ রাজ্যব্যাপী প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

রাজ্যের প্রতিটি মহকুমা স্তরেই অনলাইনের মাধ্যমে জাতি শংসাপত্র প্রদানের কাজ চলছে। ২০২৪-২৫ সালে এখনও পর্যন্ত ২,৩৯,৭০২টি জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। মে ২০১১ থেকে এখনও পর্যন্ত ১,৬৪,৪২,০৪২টি জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্যের সামাজিক পেনশন প্রকল্প 'তপশিলি বন্ধু'-র মাধ্যমে তপশিলি জাতিভুক্ত বয়স্ক নাগরিকদের মাসিক ১,০০০ টাকা করে পেনশন দেওয়া হয়। ২০২৪-২৫ পর্যন্ত এই প্রকল্পে ১১,০৫,৩৩৩ জন পেনশন প্রাপকদের মাসিক পেনশন বাবদ ৭৮১.৪২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। শুরু থেকে উপরিউক্ত পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ৫,২২৫.৫৯ কোটি টাকা।

২০২৪-২৫ সালে এখনও পর্যন্ত ৮,৬৯,৫৫৭ জন তপশিলি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৬৯.৫৭ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। শিক্ষার্থী বৃত্তির জন্য ২০২৪-২৫ সালে তপশিলি জাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ ১,২২,৮৭৭ জন এবং পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ

১,৬১,৩৯০ জনের জন্য যথাক্রমে ৫৬.৩৮ কোটি টাকা এবং ২৮.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এইরকম OBCs, EBCs, DNTs-দের জন্য পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ ৪৫,৩৮২ জন ও প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ ৫২,৬৫৩ জনের জন্য যথাক্রমে ৩৫ কোটি টাকা এবং ৯.৪৬ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২৪-২৫-এ এখন পর্যন্ত পঞ্চম থেকে দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত তপশিলি জাতির ৪৭৮ ও ১৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ২০২৪-২৫ থেকে এখনও পর্যন্ত ৭,৩২৪ জন তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের 'হোস্টেল গ্রান্ট'-এর জন্য ৮.৩১ কোটি টাকা এবং ১,৬৮৫ জন তপশিলি আশ্রমবাসীদের 'মেইনটেনান্স গ্রান্ট'-এর ক্ষেত্রে ২.৬১ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

এখন পর্যন্ত ২০২৪-২৫-এ 'মেধাশ্রী' প্রকল্পে ২,৫৫,৯৪২ জন পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির OBC ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২০.৪৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

রাজ্যে তপশিলি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মোট ৪৬টি (মেয়েদের ৩৪, ছেলেদের ১২) টি কেন্দ্রীয় হোস্টেল, ৩৫ কেন্দ্রীয় হোস্টেল [এসসি ২৮ এবং কম্বাইন্ড (এসসি এবং এসটি):৭], OBC ছেলে ও মেয়েদের জন্য ১২টি কেন্দ্রীয় হোস্টেল এবং ৯৭টি আশ্রম হোস্টেল তপশিলিদের জন্য কার্যরত।

২০১৫-১৬ সাল থেকে নয়টি ধাপে 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১.২৬ কোটি শিক্ষার্থীদের জন্য সাইকেল প্রদান করা হয়েছে যাতে প্রায় ৪,৬০০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে, ৪৯২.০০ কোটি টাকা ব্যয় ধরে নবম শ্রেণির (শিক্ষাবর্ষ ২০২৪) প্রায় ১২ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের এই সুবিধার আওতায় আনা হচ্ছে।

২০১১ থেকে ২.৪৪ লক্ষেরও বেশি এস সি এবং ওবিসি (এসসি-২,২২,৩৩১ এবং ওবিসি-২১,৬৬৯) সুবিধাপ্রাপকদের স্বনিযুক্তি বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে প্রায় ১৫,০০০ এসসি ও ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৩০ কোটি টাকার ব্যয়ে এই সুবিধার আওতায় আনা হচ্ছে।

প্রায় ১,১৭,৫০০ জন তপশিলি যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন পেশার শর্ট টার্ম স্কিল ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৭১,০০০-এরও বেশি হয় স্বনিযুক্ত অথবা চাকুরিরত।

সরকার স্বীকৃত শিক্ষাকেন্দ্রে পূর্ণসময়ের প্রযুক্তিগত ও পেশাগত শিক্ষাগ্রহণের জন্য এসসি/ওবিসি/সাফাই কর্মচারী বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের এডুকেশন লোন সম্প্রসারিত করা হয়েছে। যাতে ঋণের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা (দেশে পাঠরত) থেকে ২০ লক্ষ টাকা (বিদেশে পাঠরত-দের) জন্য। ২০১১ সাল থেকে এই প্রকল্পে মোট ১,৭৩৯ এসসি ও ওবিসি (এসসি-১, ৩২০ জন, ওবিসি-৪১৯ জন) ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করেছে।

২০২২-২৩ সালে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই দপ্তর সমগ্র রাজ্যের ৩৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের JEE/NEET/WBJEE এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছে। ৮ জন ছাত্র IITs-এ ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। তাছাড়া ১৪ জন পেয়েছে NITs-এ, ৩৪ জন MBBS/BDS এবং প্রায় ১,৪০০ জন ইঞ্জিনিয়ারিং (B. Tech)-এ স্বনামধন্য শিক্ষাকেন্দ্রে সুযোগ পেয়েছে।

পুনর্গঠিত পরিকল্পনায় 'যোগ্যশ্রী' প্রকল্পে প্রত্যেক বছরে প্রায় ২,০০০ জন তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায় এই প্রকল্পের সুবিধা পাবে। এছাড়াও ৩,০০০ জন ওবিসি সংখ্যালঘু ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা 'যোগ্যশ্রী' প্রকল্পে যুক্ত করা হচ্ছে।

এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য ১৮টি ডেভেলপমেন্ট/কালচারাল/ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট/কালচারাল/ওয়েলফেয়ার বোর্ড-এর জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল মঞ্জুর করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় এই দপ্তর রাজ্যের কলা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য বিবিধ উদ্যোগ নিয়ে থাকে। ২০২৪-২৫ সালে 'ড. বি.আর. আম্বেদকর মেধা পুরস্কার, ২০২৪'-র জন্য ৪০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত হয়েছে, যেখানে ৭৫০ জন তপশিলি মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রত্যেককে ৫,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়।

'ঢাকি' (ড্রামারস অব বেঙ্গল) প্রকল্পে প্রধানত জনজাতিগোষ্ঠীরা ৪০০টি ব্লকের এবং পুরসভার অন্তর্গত গ্রামের হাট ও মেলাতে ঢাক বাজিয়ে এই বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম জনমানসে নিরন্তর প্রচার করে চলেছে। এর জন্য ২০২৪-২৫ সালে ঢাকিদের মজুরি বাবদ ১.৬২ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে।

এছাড়াও ২০২৪-২৫-এ দ্য প্রোটেকশন অফ সিভিল রাইটস অ্যাক্ট (পি সি আর অ্যাক্ট) ১৯৫৫' আইনের অধীনে ১,১৮৪টি দম্পতিকে অসবর্ণ বিবাহ উৎসাহ বাবদ এবং 'পি ও এ অ্যাক্ট ১৯৮৯'-এর অধীনে নৃশংসতার শিকার ১৭৫ জনকে মোট ৫.০৫ কোটি টাকা অর্থ সাহায্য করা হয়েছে।

RIDF-XXIX-এর অধীনে ৩৪টি মডেল কমিউনিটি সেন্টার, পশ্চিমবঙ্গের ২২টি SC অধ্যুষিত জেলায় ৬৩০টি স্মার্ট ক্লাস রুম তৈরির কাজ চলছে।

২০২৪-২৫-এ 'দুয়ারে সরকার' প্রচেষ্টার অধীনে, ৭০,৮১১ জনকে (এসসি: ৪৯,৫৬৭, এসটি: ১৫,৫৭৮ এবং ওবিসি: ৫,৬৬৬) জাতিগত শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। ৩৩৭ জন তপশিলি জাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের 'শিক্ষাশ্রী মেধাবৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে। ১৪৩ জন ওবিসিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের 'মেধাশ্রী বৃত্তি' এবং 'তপশিলি বন্ধু' পরিকল্পনার অধীনে ২,৫৭৭ জন তপশিলি ব্যক্তিকে এখনও পর্যন্ত বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

৩.৩০ উপজাতি উন্নয়ন

রাজ্যের উপজাতি সম্প্রদায়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের জন্য এই বিভাগ কাজ করে চলেছে। এই বিভাগ উপজাতি সম্প্রদায়ের সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে সচেষ্ট।

২০২৪-২৫-এ দপ্তর ১,৮৯,৭৬৫ জন তপশিলি জাতিভুক্ত শিক্ষার্থীকে ক্লাস V থেকে VIII পর্যন্ত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত/ পোষিত স্কুলগুলিতে পড়ার জন্য 'শিক্ষাশ্রী' মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এই বাবদ ১৫.১৮ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুরে কেশপুর ও ডেবরা এবং মালদার গাজল অঞ্চলে ৩টি সাঁওতালি মাধ্যম স্কুল, সিধু কানু মেমোরিয়াল (সাঁওতালি মিডিয়াম) আবাসিক স্কুল সাঁওতালি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রদান করার উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয়েছে। ২০২৪-এর শিক্ষাবর্ষ থেকে ডেবরাতে শিক্ষাপ্রদান শুরু হয়ে গেছে এবং ২০২৫-এর শিক্ষাবর্ষ থেকে কেশপুরেও শুরু হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। গাজলের উপরোক্ত স্কুলের জন্য জমি নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেছে। আশা করা হচ্ছে ২০২৫-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং ২০২৬ থেকে স্কুল শুরু হয়ে যাবে।

উপজাতি সম্প্রদায়ের ষাট ও ষাটোর্ধ্ব মানুষের জন্য 'জয় জোহার' সামাজিক সুরক্ষা স্কিমের অধীনে ২,৯৩,২৬৮ জন সুবিধাভোগীর জন্য মাসে ১,০০০ টাকা করে পেনশন প্রদান করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ২০২৪-২৫ সালে এই খাতে ২৮৬.০৪ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

'ওয়েস্ট বেঙ্গল কেন্দু লিভস্ কালেক্টরস সোশাল সিকিউরিটি স্কিম' (২০১৫) গঠন করে জঙ্গলমহলভুক্ত জেলার যেমন ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ইত্যাদির প্রায় ৩৫,৩৯৪ জন উপজাতি মানুষজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই নথিভুক্ত সম্প্রদায়ের সুবিধার্থে, ৬০ বছর অতিক্রান্তদের এককালীন অর্থসাহায্য থেকে শুরু করে দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু এবং আঘাতজনিত অর্থ সাহায্য, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, চিকিৎসা সহায়তা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। এখন পর্যন্ত ২০২৪-২৫ সালে ২০৭ জন সুবিধাপ্রাপককে ১.৫৩ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

২০২৪-২৫-এ ১০,০০০ LAMP-এর মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে জীবিকা অর্জনে সহায়তা করার জন্য ২৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি জীবিকা অর্জন এবং আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কারিগরি এবং হাতেকলমে শিক্ষালাভ করবে।

রাজ্যের পার্বত্য ও অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করার জন্য বিভিন্ন উপজাতি উন্নয়ন ও সংস্কৃতি পরিষদ গঠন করা হয়েছে। ২০২৪-২৫-এ বিভিন্ন প্রকল্পে যেমন- ভবন নির্মাণ, কমিউনিটি হল নির্মাণ, যুব আবাস তৈরি, পানীয় জলের ব্যবস্থাসহ সাংস্কৃতিক উৎসব পরিচালনার খাতে মোট ১৭.৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রত্যন্ত এলাকায় যোগাযোগ স্থাপন এবং উন্নয়নের জন্য পানীয় জল এবং শৌচাগার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে উপজাতি সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য রাস্তা, কালভার্ট ও ব্রিজ, সৌরশক্তিচালিত পাম্প, হ্যান্ড পাম্প, রিগবোর টিউবয়েল বসানো এবং ST সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট হোস্টেলের মেরামতি এবং সংস্কার, কমিউনিটি হল, AWC, জাহের থান, মাঝি থান নির্মাণ এবং সৌরশক্তিচালিত স্ট্রিট লাইট বসানোর জন্য জেলাগুলিকে এখনও পর্যন্ত ৬২.২৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

৩.৩১ শ্রম

সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কল্যাণ এবং সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিতকরণের জন্য শ্রম দপ্তর দায়বদ্ধ। বিনিয়োগ-বান্ধব সংস্কারের মাধ্যমে এই বিভাগ সুস্থ কাজের পরিবেশ, শিশুশ্রমের অবলুপ্তি এবং জীবিকার সম্ভাবনা বৃদ্ধির স্বার্থে কাজ করে চলেছে।

৬১টি অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সহায়তা প্রদানকারী 'বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা (BMSSY)'-এর মাধ্যমে নথিভুক্ত ১.৭৫ কোটি শ্রমিকদের মধ্যে ৩৪.৭৯ লাখ সুবিধাপ্রাপককে মোট ২,৫৬৯.৪১ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত ২১১ কোটি টাকা ৪৫,০০০ জন পেনশনারকে প্রদান করা হয়েছে।

'ফিনানসিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স টু দ্য ওয়ার্কার্স অফ লকড্ আউট ইন্ডাস্ট্রিজ (FAWLOI)' প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে ২০২৪-২৫-এ, ৬২তম স্ক্রিনিং কমিটির মিটিং-এ হুগলি, হাওড়া, দার্জিলিং, পশ্চিম বর্ধমান এবং কোচবিহারের ৫টি শিল্প সংস্থায় ৬৪১জন শ্রমিককে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। ২০২৪-২৫-এর তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত ১৫৪টি শিল্প সংস্থায় ২৭,৭৯৬ জন শ্রমিককে ৩৬.৪৩ কোটি টাকা অর্থ সাহায্য করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার 'যুবশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নথিভুক্ত ১.৯৫ লক্ষ কর্মপ্রার্থীকে মাসিক ১,৫০০ টাকা বেকারত্ব সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড' জুলাই ২০২৪-এ কেরালার ওয়েনাদ জেলায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ২৪২ জন পরিযায়ী শ্রমিককে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং মৃত ব্যক্তিদের ২০টি পরিবারকে তাদের পরিজনদের দেহ ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

'Minimum Wages'-এর আওতায় থাকা কর্ম তালিকার সংখ্যা ২০১১ সালের ৬১ থেকে ২০২৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩ হয়েছে। অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মাসিক মজুরি ২০১১-এ ২,৪৪৮ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে বর্তমানে ৮,৩১২ টাকা এবং দক্ষ শ্রমিকের জন্য তাহাই ৪,৭৫৩ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে বর্তমানে ১৩,২৫২ টাকা করা হয়েছে।

চা শিল্পে উত্তরবঙ্গের ২৮৫টি নথিভুক্ত বাগানে আনুমানিক ২.৭১ লাখ শ্রমিককে ১৬ শতাংশ হারে ২৩১.৮৬ কোটি টাকা বোনাস প্রদান করা হয়েছে। শ্রম দপ্তরের অধীনে টি-ডিরেক্টরেট আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় সদ্য স্থাপিত ২০টির মধ্যে ১৮টি ক্রেশ চালু করেছে। এর ফলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে প্রত্যেক ক্রেশে ১০ জন সদস্যের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

চটশিল্পে পশ্চিমবঙ্গে ১১৩টি মিলে ২.৫ লাখ কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে। জুলাই, ২০১৮ থেকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ৬,৬৯০জন কর্মপ্রার্থীর চটশিল্পে জীবিকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২৪-২৫-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত দপ্তর ৪১,৯০৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর কাছে পৌঁছাতে পেরেছে ৫৫৮টি 'কেরিয়ার টকস্'- আয়োজনের মাধ্যমে। এছাড়াও ২০২৩ থেকে শুরু করে ৪৭৫জন নিয়োগকর্তা এবং ১৯,১৬৭জন কর্মপ্রার্থীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ৪৯৫টি 'জবের উদ্যোগের মাধ্যমে ১,৫১২ জন কর্মপ্রার্থীর কর্মের সংস্থান করেছে।'

ফ্যাক্টরিস অ্যান্ড বয়লার্স ডিরেক্টরেট ২০২৪-এ ৩৮৫টি নতুন ফ্যাক্টরি নথিভুক্ত করেছে এবং নথিভুক্ত মোট সংখ্যা দাড়িয়েছে ২১,৬৬২টি। নিযুক্ত কর্মীসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬,৬৩৪ জন হয়েছে। লাইসেন্স ফি বাবদ আদায় করা হয়েছে ৯.১৪ কোটি টাকা। তাছাড়া এই অধিদপ্তরের মাধ্যমে সিলিকোসিস রিলিফ স্কিমের অধীনে ১৮ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যে নতুন রেজিস্ট্রিকৃত বয়লারের সংখ্যা এবছরে হয়েছে ৯৭টি। এছাড়া বিদ্যমান ১,৬২১টি বয়লারের রেজিস্ট্রেশন পুনর্নবীকৃত হয়েছে। এর ফলে ৩.২০ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি জেলায় ই.এস.আই. প্রকল্পের দ্বারা ১৩টি হাসপাতাল (৩,১৫৪টি বেড), ৮৬টি সার্ভিস ডিসপেনসারি এবং ১০৬টি স্পেশালিটি টাই-আপ হাসপাতালের মাধ্যমে ২৩ লাখ বিমাকৃত সুবিধাপ্রাপককে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সংযোজন হিসাবে শিলিগুড়ি এবং হলদিয়ায় ১০০ শয্যাসহ ২টি নতুন হাসপাতাল, আসানসোলে ৫০ শয্যার হাসপাতাল এবং এই রাজ্যের একাধিক ই.এস.আই. হাসপাতালে ICU এবং HDU ইউনিট চালু করা হয়েছে।

৩.৩২ স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি

পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার সহায়ক প্রকল্প (WBSSP)-এর অধীনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে প্রদত্ত ঋণের উপর দেয় সুদের ছাড় প্রদান করা হচ্ছে যার মুখ্য উদ্দেশ্য হল যাতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির উপরে সুদের বোঝা ক'মে মাত্র ২ শতাংশ হয়। উপরোক্ত প্রকল্পে ইতিমধ্যে ১,২৭,১২৮টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ৪৪.৮৫ কোটি টাকা সুদ বাবদ ছাড় দেওয়া হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে 'স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প (SVSKP)'-র অধীন প্রকল্প সহায়কদের উৎসাহদানে ১.১১ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১২ জন উদ্যোগপতির জন্য ৮,৬৯,১০০ টাকা সরকারি সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

স্ব-নিযুক্তি সুবিধা সৃষ্টি করতে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্বরোজগার কর্পোরেশন লিমিটেড বিভিন্ন বাণিজ্যক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি, দ্রব্যের গুণমানের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং SVSKP উদ্যোগপতিদের তৈরি দ্রব্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এই দপ্তর কলকাতায় 'রাজ্য সবলা মেলা' এবং রাজ্যের জেলাগুলিতে 'জেলা সবলা মেলা'-র আয়োজন করে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং উদ্যোগপতিদের বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য এই দপ্তর নতুন দিল্লীর ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার ২০২৪ এবং ম্যাঙ্গো মেলা ও প্রি-পূজা হ্যান্ডিক্রাফ্ট মেলায় অংশগ্রহণ করে। এই মেলায় ৩৭ জন দক্ষশিল্পী অংশগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রয়ে ৮২.৫৩ লক্ষ টাকার বিক্রয় হয়।

এই দপ্তর মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত সরকারি অফিসে ক্যান্টিন স্থাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা করে। বাসনপত্র ও গ্যাজেটের জন্যও অর্থ সহায়তা করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এখন পর্যন্ত ৩০টি ক্যান্টিন স্থাপন করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র প্রকল্পের অধীনে স্বনির্ভর (SHGs) গোষ্ঠীদের অন্যান্য দপ্তরের তহবিল থেকেও আর্থিক সহায়তা করা হয়। প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতায় চারটি প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যেমন মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী পরিচালিত ২০০টি ছাগল পালনকেন্দ্র এবং ১,৫০০টি

মুরগিছানা পালন কেন্দ্রের জন্য ১২.১১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যার মধ্যে ১.৫৮ কোটি টাকা হল ছাগল পালন ও ১০.৫৩ কোটি টাকা হল মুরগিছানা প্রতিপালনের জন্য।

৩.৩৩ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলায় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের প্রণয়ন ও রূপায়ণের দায়িত্ব সম্পন্ন করছে। দপ্তর সৃষ্টির পর থেকে উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলায় ৩,০২০টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

কোচবিহার জেলায় কিছু উল্লেখযোগ্য নির্মাণ প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হল উল্লারখাওয়া সেতু, খাগড়াবাড়ির ট্রাক টার্মিনাস, দিনহাটার ম্যারেজ হল বিল্ডিং, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা ইউনিভার্সিটিতে ২টি নতুন বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ, বিভিন্ন ব্লকের রাস্তায় সোলার স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থা, পঞ্চানন বর্মা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে টেকনোলজি ফ্যাকাল্টির জন্য অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং এবং ABN Seal কলেজে অডিটোরিয়াম ইত্যাদি। বিভিন্ন অঞ্চলে রুরাল হাট শেড, পেভার ব্লক রোড, প্যাভিলিয়ন বিল্ডিং এবং সেতু নির্মাণে জোর দেওয়া হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি হল কমিউনিটি হল, পেভার ব্লক রোড, বহু ব্লকে সোলার স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থা, বেশ কিছু রুরাল হাট শেড এবং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে Joist Bridge নির্মাণ ইত্যাদি।

দার্জিলিং জেলায় মুখ্য প্রকল্পগুলি হল বিভিন্ন ব্লকে রাস্তা তৈরি, সোলার এলইডি স্ট্রিট লাইট-এর ব্যবস্থা, জয়হিন্দ কমিউনিটি হল নির্মাণ, নকশালবাড়ি হাটে পুরোনো হাট শেড-এর উন্নতিকরণ, সেবক রোডে শিক্ষা ভবন নির্মাণ এবং শিলিগুড়িতে হাই ড্রেইন নির্মাণ ইত্যাদি।

জলপাইগুড়ি জেলায় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি হল বরাদিঘি হাইস্কুলে বয়েজ হোস্টেল ভবন নির্মাণ, জল্পেশ্বর শিব মন্দিরে টিকিট কাউন্টারের সংস্কার, পেভার ব্লক রোড, সোলার লাইটিং-এর ব্যবস্থা, হাট শেড নির্মাণ এবং জেলায় যোগাযোগের উন্নতির জন্য রাস্তা এবং Joist Bridge নির্মাণ।

কালিম্পং জেলায় এই দপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যেমন— কালিম্পং-I ব্লক-এর অধীনে মাল্টিপারপাস কমিউনিটি হল নির্মাণ এবং জয়হিন্দ কমিউনিটি হল নির্মাণ ইত্যাদি। উক্ত কাজগুলি জেলার পরিকাঠামো ও উন্নয়নে চালু প্রকল্পগুলির অন্যতম।

এই দপ্তর উত্তর দিনাজপুর জেলায় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের কাজ রূপায়ণ করেছে। যেমন— পিসিসি রোড, বক্স কালভার্ট, বক্স ব্রিজ, পেভার ব্লক রোড, ইন্টারলকিং কংক্রিট ব্লক পেভমেন্ট রোড, ড্রেন, ব্ল্যাক টপ রোড এবং SITC of High Mast System এবং বিভিন্ন ব্লকের রাস্তার সোলার এনার্জি লাইটের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

এই দপ্তর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বিভিন্ন প্রকল্প কার্যকরী করেছে। যেমন— সিমেন্ট কংক্রিট রোড নির্মাণ, কংক্রিট (পেভার) ব্লক রোড, বক্স ব্রিজ এবং বিভিন্ন ব্লকে সোলার হাই মাস্টস লাইট স্থাপন।

এই দপ্তর মালদা জেলায় পরিকাঠামো ও জনসাধারণের সুযোগসুবিধা উন্নতির জন্য বেশ কিছুপ্রকল্প হাতে নিয়েছে যেমন— কমিউনিটি হল নির্মাণ, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ,সৌন্দর্যায়ন এবং সংস্কারমূলক কাজ, সিসি রোড, ড্রেইন, সুরক্ষামূলক কাজ ও বক্স কালভার্ট, সোলার অল-ইন-ওয়ান লাইট সিস্টেম, আরসিসি বক্স কালভার্ট, আরএসজে ব্রিজ নির্মাণ এবং জনগণের সুবিধার্থে ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্লাসরুম নির্মাণ ইত্যাদি।

৩.৩৪ সুন্দরবন বিষয়ক

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, জীবনযাত্রার মান এবং পরিবেশগত সংরক্ষণের দিকে লক্ষ্য রেখে সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই বিভাগ প্রাকৃতিকভাবে সংবেদনশীল এলাকায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানোন্নয়ন সুনিশ্চিত করেছে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বেশ কয়েকটি R.C.C ব্রিজ ও R.C.C জেটি নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার নালগোরা গ্রাম পঞ্চায়েতে মোনি নদীর উপর জয়নগর-II এবং মথুরাপুর-II ব্লকের সংযোজক স্থাপন করে, নামখানা ব্লকের সুন্দরিকা-দ্বারিকা নদীর উপর

এবং ধোসাহাটে জয়নগর-I ও ক্যানিং-I ব্লকে যারা সংযোজক স্থাপনে পিয়ালী নদীর উপর সেতু নির্মাণ এবং পাথরপ্রতিমা থানা ও ব্লকের গোপালনগর গ্রামপঞ্চায়েতে গোবাদিয়া নদীর উপর বঙ্কিম মাইতি ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত, মোট ১১৮.২৪ কিমি রাস্তা নির্মিত হয়েছে। যার মধ্যে ২১.১৫ কিমি ইট-বাঁধাই রাস্তা, ৭৫.৩৭ কিমি কংক্রিট রাস্তা এবং ২১.৭২ কিমি বিটুমিনাস রাস্তা। আরও ৭টি ব্রিজের নির্মাণ কাজ চলছে।

সুন্দরবন অঞ্চলে ৮,৯০০ জন সুবিধাপ্রাপককে কৃষিকার্যের জন্য ব্যাটারিচালিত ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার বিতরণ করা হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলের ৩০,০০০ সুবিধাপ্রাপককে ভাসমান মৎস্যখাদ্য-সহ IMC চারাপোনা বিতরণ করা হয়েছে। এই অঞ্চলে ৫৯৫ হেক্টরেরও বেশি জমিতে ম্যানগ্রোভ ও ঝাউগাছ লাগানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সুন্দরবন অঞ্চলে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে ১৯টি ব্লকের সবকটিতেই ১১ই ডিসেম্বর, ২০২৪-এ সুন্দরবন দিবস পালন করা হয়েছে।

সুন্দরবন অঞ্চলের ছোটো ও প্রান্তিক কৃষকদের সুস্থায়ী জল-কৃষি, গবাদিপশুর পালন ও কৃষিকার্যের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপার্জন ও ক্ষমতা উন্নয়নে চলতি অর্থবর্ষ ২০২৪-২৫-এ একটি স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে যা রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ (RKMLSP)-এর মাধ্যমে করা হবে। ৫৫.৬৮ লক্ষ টাকা এই স্কিমের আনুমানিক খরচ।

আনুমানিক ২.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন এলাকার মহিলা কৃষক সমবায় (সুন্দরীনি) কে শক্তিশালী করতে দীর্ঘমেয়াদি দুগ্ধ উৎপাদনে গতি প্রদান, ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ আউটপুট ও জীবিকা সৃষ্টিতে জৈব শস্য-গবাদি চাষে একটি স্কিম নেওয়া হয়েছে।

৩.৩৫ পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন

এই বিভাগ রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে ৭টি জেলায় অনগ্রসর তপশিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সমস্ত ঘাটতি রয়েছে তা পূরণের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়ন, জীবন-জীবিকামূলক প্রকল্প রূপায়ণের উদ্যোগ নিয়েছে। এই বিভাগ ‘জঙ্গলমহল

উৎসব'-এর মতো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে যা আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে।

এই বিভাগ ২৩১টি প্রকল্প সম্পূর্ণ করেছে এবং রাজ্য পরিকল্পনা এবং ক্যাপিটাল প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে যেমন - গ্রামীণ সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, পুকুর এবং বাঁধের খনন এবং পুনঃখনন, বাজার নির্মাণ, সৌরশক্তিচালিত রিভার্স অসমোসিস পদ্ধতিতে পানীয় জল সরবরাহের প্ল্যান্ট ইত্যাদি।

পশ্চিম বর্ধমানের বরাবণীতে বাজার নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এর ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা দ্রব্য বিক্রি করতে পারবেন এবং স্থানীয় অর্থনীতির উন্নতি বিধান হবে। ৭টি জেলার বিভিন্ন জায়গায় ১৩০টি সৌরশক্তিচালিত রিভার্স অসমোসিস পদ্ধতিতে পানীয় জল সরবরাহের প্ল্যান্ট চালু করা গেছে। প্রত্যেকটি প্ল্যান্ট ঘণ্টায় ১,০০০ লিটার পরিশুদ্ধ জল সরবরাহ করতে সক্ষম।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দুটি ব্লকে ১৫টি জলাশয়কে পুনঃখনন করা হয়েছে। আনুমানিক ৯০ হেক্টর জমি এর ফলে সেচের সুবিধা পাবে এবং ৮,০০০ কৃষক এবং মৎস্যজীবী এর ফলে উপকৃত হবেন।

এই বিভাগ প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতায় ৭৫ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীতে বছরে ৩ লক্ষ লেয়ার মুরগি থেকে ৯৪৫ লক্ষ ডিম এবং পুরুলিয়ার গোবিন্দপুরে বছরে ৭৫৬ লক্ষ ডিম উৎপাদনকারী ২.৪ লক্ষ লেয়ার মুরগির ব্যাবসায়িক পোল্ট্রি লেয়ার ফার্ম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০২৪-২৫-এ ৬০.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯টি (RIDF-XXIX) প্রকল্প তৈরির কাজ শুরু হয়েছে এবং সেগুলি চালু হওয়ার বিভিন্ন স্তরে রয়েছে।

প্রশাসন

৩.৩৬ স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক

এই রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে শান্তি, ঐক্য, সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে পুলিশ প্রশাসন এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমস্ত কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্য গতি অর্জন করেছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য গত লোকসভা নির্বাচন এবং ১১টি বিধানসভার উপ-নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের সুদক্ষ পরিচালনাদির কারণে সেরকম বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি নজরে আসেনি। গত ১২ বছরে রাজ্যে অতিবাম উগ্রপন্থীদের কোন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ নেই। রাজ্য পুলিশ সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে এলাকাগুলিতে নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রচুর অতিবাম উগ্রপন্থীদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা গেছে।

রাজ্য সরকার পুলিশ প্রশাসনকে শক্তিশালী করার জন্য আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যথা—বিভিন্ন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা, দ্রুত গমনাগমনের জন্য যানবাহন এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে গোটা রাজ্যকে রক্ষা করার জন্যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেও সুরক্ষিত করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার পুলিশ প্রশাসনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০২৪-২৫ সালে হাওড়া জি.আর.পি.-র অধীনে তারকেশ্বর জি.আর.পি.এস. নামে একটি পুলিশ থানা এবং আটঘরা ও খেয়াদহ নামে দুটি পুলিশ স্টেশন তৈরি করা হয়েছে। পথ দুর্ঘটনা কমানোর লক্ষ্যে পুলিশ প্রশাসন দ্বারা বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে—যেমন CCTV, RLVD, এবং ANPR ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি লাগানো। সামাজিক সচেতনতা প্রসারের উদ্দেশ্যে এই ধরনের দুর্ঘটনা কমানোর জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে 'Safe Drive Save Life' প্রচার বিভিন্ন মাধ্যমে চালানো হচ্ছে।

পুলিশি ব্যবস্থার যথাযথ পরিচালনার সাথে পরিকাঠামোর উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আসানসোল এবং শিলিগুড়িতে পুলিশ কমিশনারের অফিস নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার SAP 12th Battalion; ডাবগ্রামে জি+২ প্রশাসনিক ভবন, কলকাতার রাজডাঙ্গাতে এবং পুরুলিয়া জেলার পুরুলিয়া শহরে মডেল আরবান পুলিশ স্টেশন, ব্যারাকপুর পি.সি.-র নৈহাটিতে মডেল সেমি-আরবান পুলিশ স্টেশন, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলাতে মডেল রুরাল পুলিশ স্টেশন নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এছাড়াও নবান্ন-তে ডগ স্কোয়াড তৈরি হয়েছে।

মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিকরণের উদ্দেশ্যে কলকাতার ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিকে উন্নীতকরণ করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনকে শক্তিশালী করার জন্যে ১.১০ কোটি টাকা মূল্যে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারকোটিক বিভাগের FSL-এর জন্যে GCMS আনা হয়েছে। ২০০০ সাল থেকে সমস্ত রেকর্ড ডিজিটাইজড করা হয়েছে। RFSL, জলপাইগুড়িতে সেরোলজি বিভাগ খোলা হয়েছে।

অসংখ্য উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ পার্বত্য অঞ্চলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে এবং তা সমাজের প্রত্যেক অংশকে স্পর্শ করেছে। ৭৩.৯৪ কোটি টাকা মূল্যের ১৯টি গ্রামীণ পরিকাঠামোগত প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ১১.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে পাঁচটি স্কুল নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। মুল্কহরকা, নোক ধারা, রিককুসুম ইত্যাদি পর্যটনমূলক কেন্দ্রগুলিতেও উন্নয়নমূলক কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৩.৩৭ কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার

ই-ওয়ালেট ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (BSK)গুলি থেকে আজ পর্যন্ত ৫০০ কোটি টাকার ইলেক্ট্রিসিটি বিল, ল্যান্ড মিউটেশন, খাজনা, রেজিস্ট্রেশন ফিস, স্ট্যাম্প ডিউটি, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি ক্ষেত্রে লেনদেন সফলভাবে করা সম্ভব হয়েছে। মোট ৩০৪টি সরকারি পরিষেবা বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (BSK) দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলি থেকে ৭.৬২ কোটি জনসাধারণের কাছে ১৪ কোটি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া গেছে।

জনসাধারণের কাছে কম্পিউটারাইজড সিস্টেমের মাধ্যমে দ্রুত পরিষেবা প্রদানের জন্য একটি মিশন মোড প্রোজেক্ট ই-ডিস্ট্রিক্ট চালু করা হয়েছে। সরকার ৫৬টি অনলাইন পরিষেবা চালু করেছে এবং আরো পরিষেবা শুরু হওয়ার বিভিন্ন স্তরে আছে। ২৩টি জেলা এবং ১৬টি দপ্তর অনলাইন পরিষেবা প্রদান করছে এবং অনলাইনে লেনদেন সংখ্যা প্রায় ২ কোটি পৌঁছে গেছে।

উৎপাদনশীলতা, গুণমান, সম্পদের ব্যবহার এবং স্বচ্ছতা ও সময়ের সঠিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সরকারি অফিসগুলোতে ন্যাশনাল ই-গভর্নেন্স প্রোগ্রাম-এর অধীনে একটি মিশন মোড প্রোজেক্ট ই-অফিস চালু করা হয়েছে। এর ফলে সরকারি অফিসে পুরোনো ম্যানুয়াল পদ্ধতির বদলে ইলেক্ট্রনিক ফাইল সিস্টেম চালু করা সম্ভব হয়েছে এবং আন্তঃসরকারি, অন্তঃসরকারি পরিষেবা ও লেনদেনের পরিবর্তন ঘটেছে। ই-অফিসের উদ্দেশ্য হল সমস্ত সরকারি দপ্তরগুলির জন্য সরল, কার্যকরী এবং স্বচ্ছ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এবং সেন্টার ফর এক্সেলেন্স ইন পাবলিক ম্যানেজমেন্ট (CEPM)-এর অধীনে সত্যেন্দ্রনাথ টেগোর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টার (SNTCSSC), তরুণ শিক্ষার্থীদের UPSC আয়োজিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক কোচিং-কাম-গাইডেন্স দিয়ে রাজ্যের উৎসাহী ছেলেমেয়েদের অগ্রগতির পথে এগিয়ে দিতে সাহায্য করে থাকে। (i) খান স্টাডি গ্রুপ (KSG) এবং (ii) শংকর আই.এ.এস. অ্যাকাডেমি (SIA)-এর সাথে এটি অফ লাইনেও ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা করছে। ২০২৪-এর প্রিলিমিনারি এগজামিনেশনে উত্তীর্ণ ৫৪ জন সফল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১৫ জন মেন এগজামিনে পরীক্ষা দিয়েছে এবং ২০২৪-এর পার্সোনালিটি টেস্টের জন্য বিবেচিত হয়েছে।

নেতাজী সুভাষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (NSATI) ইনডাকশন এবং রিফ্রেশার ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা করে থাকে। এই সংস্থা ২০২৩-এর ব্যাচের ১৩ জন আই.এ.এস. অফিসারের প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেনিং সহ ২০২৪-এর ব্যাচের ৩৭জন ডব্লিউ.বি.সি.এস. (এক্সি) অফিসারদের জন্য বঙ্গদর্শন প্রফেশনাল ফেজ-ওয়ান ট্রেনিং এবং ২০২৩-এর ২৮জন ডব্লিউ.বি.সি.এস. (এক্সি) অফিসারদের জন্য বঙ্গদর্শন, প্রফেশনাল ফেজ-টু ট্রেনিং পরিচালনা করেছে। এছাড়াও ২০২৪-২৫ আর্থিক বর্ষে নাগাল্যান্ড সিভিল সার্ভিসের ১৫জন অফিসারের জন্য ট্রেনিং কোর্স এবং সিকিম গভর্নমেন্টের ২০জন আধিকারিকের জন্য জি.এস.টি. ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেসিডেন্ট কমিশনারের অফিস নিউ দিল্লীতে (i) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ এবং হর্টি কালচার দপ্তরের সহযোগিতায় রাজ্য থেকে দিল্লীর বিভিন্ন অংশে জি.আই. ট্যাগযুক্ত সুস্বাদু আম যেমন—হিমসাগর, ল্যাংড়া এবং লক্ষ্মণভোগ পাঠিয়ে আমমেলা আয়োজন করেছে, (ii) ২০২৪ সালের জুন মাসে, পশ্চিমবঙ্গ হস্তচালিত তাঁতজাত দ্রব্য এবং হস্ত শিল্পের উন্নতি ঘটানোর জন্যে প্রি-পূজা এক্সপো চালু করেছে এবং (iii) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট প্যাভিলিয়ন নির্মাণের মাধ্যমে ২০২৪-এর ১৪ থেকে ২৭শে নভেম্বর প্রগতি ময়দানে IITF ২০২৪-এ অংশগ্রহণ করেছে এবং এর জন্য 'স্পেশাল অ্যাপ্রিসিয়েশন মেডেল' লাভ করেছে।

এই বছরে এই দপ্তর পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল কালেক্টরেট কমপ্লেক্স, নির্মাণ (প্রকল্প মূল্য আনুমানিক ২৯.২৫ কোটি টাকা), মানবাজার, পুরুলিয়াতে নতুন এস.ডি.ও. অফিস বিল্ডিং ও বাংলো নির্মাণ (প্রকল্প মূল্য আনুমানিক ১৬.২০ কোটি টাকা) ঝালদা, পুরুলিয়াতে নতুন এস.ডি.ও অফিস বিল্ডিং নির্মাণ (প্রকল্প মূল্য আনুমানিক ১৬.১৬ কোটি টাকা) এবং মাল, জলপাইগুড়িতে এস.ডি.ও. প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের কাজ (প্রকল্প মূল্য আনুমানিক ১৬.০০ কোটি টাকা) সম্পন্ন করেছে।

৩.৩৮ বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের মাধ্যমে ২০২৪ সালে ২৬ মে ও ২৭ মে-র ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল' (Remal)-এ আক্রান্ত ২.২২ লক্ষ লোককে উদ্ধার করা হয়, পাশাপাশি জরুরিকালীন ভিত্তিতে মোট ৬.৪ লক্ষ ত্রিপল ও ৫.৪ কোটি টাকার ত্রাণ বরাদ্দ করা হয়। ১,৬৫৯টি ত্রাণ শিবির ও প্রায় ৩৭০টি মণ্ডজাতীয় খাদ্য (Gruel)-র জন্য রান্নাঘরের ব্যবস্থা করা হয়।

২০২৪ সালে ২৪ ও ২৫ অক্টোবরের ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় 'দানা'য় (DANA) আক্রান্ত প্রায় ৩.১৩ লক্ষ লোকেদের উদ্ধার করা হয়। এই দপ্তর থেকে প্রায় ৬৮ হাজার ত্রিপল এবং ৫০ লক্ষ টাকার ত্রাণ বরাদ্দ করা হয়। ১,৩৭৪টি ত্রাণ শিবির ও প্রায় ১,০৩৯টি মণ্ডজাতীয় খাবার তৈরির জন্য রান্নাঘরের ব্যবস্থা করা হয়।

৩১.০৩.২০২৪-এ উত্তরবঙ্গে ঘূর্ণিঝড় (Tornedo)-র কবলিত প্রধানত জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় গৃহনির্মাণ ও ৪,৯২৫ টি ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের জন্য ১৯.৭৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের মোট ১৬,০০০টি ত্রিপল, ৬১,০০০টি পোশাক-আশাক, ৯০ লক্ষ টাকার ত্রাণ তহবিল এবং ৬,০০০টি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কিট বিলি করা হয়। আলিপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষতিপূরণে কৃষি দপ্তরকে ৩৫.৭২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

বন্যা/নদীক্ষয়/ভূমিক্ষয় (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৪)-এ আক্রান্ত ৪.৩৩ লক্ষ লোককে নিরাপদ স্থানে উদ্ধার করা হয়। দপ্তরের পক্ষ থেকে ৬.৪১ লক্ষ ত্রিপল ও ৫.৫৫ কোটি টাকার জরুরিকালীন ত্রাণ বরাদ্দ করা হয়। ১,০৯৮টি ত্রাণশিবির এবং ৭৬৭টি মণ্ডজাতীয় খাবার (gruel) তৈরির রান্নাঘর তৈরি করা হয়।

সর্বমোট ২৪টি অনুমোদিত বহুমুখী উদ্ধার কেন্দ্র (MPRS) (উত্তর ২৪ পরগনার ৪টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৫টি, পূর্ব মেদিনীপুরে ৫টি)-র মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুরে ৫টি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১টি তৈরি করা হয়েছে। বাকি ১৮টি MPRS-এর মধ্যে ১১টির নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছে এবং বাকিগুলির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

CCDTI-এ ১১১ জন SOIs-দের প্রাথমিক (Induction) প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে। কল্যাণী WBNVF প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অগ্রগামীর প্রাথমিক (Induction) প্রশিক্ষণ [WBCEF-এর (৫৫ জন কর্মী) ও WWCD (১০৬ জন কর্মী) WBNVF (৫৬৬ জন)] কর্মীর প্রশিক্ষণ সফল হয়েছে।

০৭.০৬.২০২৪-এ নাগপুর, মহারাষ্ট্রের NDRF অ্যাকাডেমিতে ৯৮ জন অফিসার কাম ইনস্ট্রাক্টারের সিভিল ডিফেন্স ইনস্ট্রাক্টরস কোর্স (CDI) সম্পূর্ণ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে সুনামি মক ড্রিল-এর স্টেট লেভেল মক এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়।

নবান্ন-র তিনতলায় (2nd floor) স্টেট ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টার (SEOC)-এবং নতুন স্টেট ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টার (SEOC)-এর সংস্করণ ও আধুনিকীকরণে ৬৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

রাজ্য ইওসি (EOC) ৩৬৫ দিন ২৪×৭ ঘন্টা ধরে কাজ করে থাকে এবং জেলার সমস্ত EOC-তে ২৪ ঘন্টা কাজ চলে। এই দপ্তর দুর্যোগকালে উন্নত যোগাযোগ পরিষেবার জন্য ৬৬টি স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে।

সেচ ও জলপথ পরিবহণ দপ্তর হাওড়া ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অস্থায়ী পাম্প স্থাপনে ১.৬১ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। পুলিশ (SDRF & DMG)-ডিপ ডাইভিং ট্রেনিং (গভীর জলের ডুবুরি) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার যন্ত্রপাতি কেনার জন্য এবং ফার্স্ট রেজিস্টার/ রেসপন্স দল গঠনের জন্য ১৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের উত্তরকন্যায় পূর্ণরূপে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কাজ শুরু হয়েছে এবং ডিডিও (DDO) কোড চালু করা হয়েছে।

৩.৩৯ অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা

২০২৪-২৫-এ অগ্নি নির্বাপণ বিভাগ রাজ্যব্যাপী অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থাদির উন্নতির জন্য অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজ্যের দূরবর্তী এলাকাগুলিতে দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে এবং ফায়ার টেন্ডার্স ও অগ্নিনির্বাপণের অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জামও ক্রয় করা হয়েছে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য অগ্নি নির্বাপণকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি। ২০২৩-২৪ এই বিভাগ ৭টি নতুন অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করেছে এবং একইভাবে অগ্নিকাণ্ডের পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সময়সীমা হ্রাস করেছে।

আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়াতে এবং বীরভূম জেলার দুবরাজপুরে ২টি নতুন অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র কাজ শুরু করেছে। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে অন্য একটি অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্রের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে এবং ২০২৪-২৫-এর মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাটে আর একটি অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র কাজ শুরু করবে। টালিগঞ্জ এবং কালীঘাট অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্রে এই বিভাগ নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। আশা করা যাচ্ছে ২০২৫-২৬-এর প্রথম ভাগে চালু হয়ে যাবে।

২০১১-১২ থেকে অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্রের সংখ্যা ১০৯ থেকে বেড়ে ১৬৪ হয়েছে এবং আরও অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে।

২০২৪-২৫-এ এখনও পর্যন্ত অগ্নি নির্বাপণের সরঞ্জাম এবং গাড়ি কেনার জন্য ১২.১৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফায়ার এন্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস-এর বিভিন্ন ইউনিটের সহযোগিতায় অগ্নিসুরক্ষা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্কুল, কলেজ, হসপিটাল, শপিং মল, অফিস বিল্ডিং, ক্লাব, পূজা প্যান্ডেল-এর ২,৩৬৮টি কার্যক্রম পালন করা হয়েছে।

২০২৪-এর স্বাধীনতা দিবসে ৩জন দমকল আধিকারিককে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য রাষ্ট্রপতির ফায়ার সার্ভিসেস মেডেল দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

এই বিভাগ অগ্নি সুরক্ষা সুপারিশ, সার্টিফিকেট এবং লাইসেন্স-এর জন্য অনলাইন ব্যবস্থা চালু করেছে। ব্যাবসাকে সরলীকরণ করার স্বার্থে এই দপ্তর অনেক সংস্কারমূলক কাজ যেমন- ই-সার্ভিস, ফি-র যুক্তিসঙ্গত মান নির্ধারণ করেছে এবং শিল্পসাথী পোর্টালের সঙ্গে দপ্তরের অনলাইন পরিষেবার সংযুক্তি করেছে।

৩.৪০ সংশোধনাগার ও প্রশাসন

আধুনিক পরিকাঠামো, প্রযুক্তিগত মানোন্নয়ন যেমন— ই-প্রিজন স্যুট এবং সুদৃঢ় নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে এই বিভাগ সংশোধনাগারগুলির মানোন্নয়নে দায়বদ্ধ। সংশোধনাগারগুলিতে অতিরিক্ত আবাসিক সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে এই বিভাগ আবাসিকদের পুনর্বাসন এবং মানবিক পরিষেবা দিতে সচেষ্ট।

এই বিভাগ রাজ্যের বিভিন্ন সংশোধনাগারগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ এবং নতুন সংশোধনাগার তৈরির নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

২০৩.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরে একটি নতুন কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার তৈরির প্রকল্পের কাজ শেষের মুখে এবং আশা করা যায় ২০২৫-২৬-এ তা সম্পূর্ণ হবে। তারপর প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের বন্দিদের ওই জায়গায় স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। বারুইপুরের অফিসার ও স্টাফদের জন্য ৪১.২০ কোটি টাকার আবাসন তৈরির কাজ চলছে এবং আশা করা যায় ২০২৪-২৫-এ তা সম্পূর্ণ হবে। ৪.১৩ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের অন্যান্য উন্নয়নমূলক পরিকাঠামোর কাজ যেমন - সুইপার ব্যারাক, স্টাফ ব্যারাকের সম্প্রসারণ, ২৪টি অতিরিক্ত সাক্ষাৎকার কেন্দ্র, পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম, মডিউলার ফার্নিচার এবং সিসিটিভি সারভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন ইত্যাদি চলছে এবং আশা করা যায় ২০২৫-২৬ এর মধ্যে সম্পূর্ণ হবে। বারুইপুরের প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার প্রাঙ্গণে DIG of Correctional Service-এর ৩ তলা (G+2) বিল্ডিং নির্মাণের কাজ আশা করা যায় ২০২৫-২৬-এর মধ্যে সম্পূর্ণ হবে।

মালদার চাঁচল অঞ্চলে ৩১.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন স্পেশাল সংশোধনাগার তৈরি করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নিমতৌড়ি অঞ্চলের ১৪.৩৬ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের জেলা সংশোধনাগারের অবশিষ্ট কাজটি আশা করা যায় ২০২৫-এর জুন মাসে শেষ হবে।

উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁয় ৩.৩২ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে মুক্তি পাওয়া বিদেশি নাগরিকদের থাকার জন্য 'নিরাপদ আবাস' নির্মাণ ও অন্যান্য নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। রানাঘাট সহায়ক সংশোধনাগারে ২.০৩ কোটি টাকা অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ে একটি দোতলা ভবন নির্মাণের কাজ চলছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংশোধনাগারে ১২.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সিসিটিভি সারভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের ১৬টি সংশোধনাগারে ২.০৭ কোটি টাকার এক্স-রে ব্যাগেজ স্ক্যানারস ক্রয় ও স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০২৪ সালে e-governance-এর তৎপরতায় ভিজিটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (VMS) Module-এর মাধ্যমে সংশোধনাগারে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ৩,৬৩,১৬৯ জনের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। ২০২৪ সালে e-Mulakat Module-এর মাধ্যমে ৬,৯৪৫ জন বন্দির পরিবারদের সঙ্গে ভার্চুয়াল যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২৪ সালে e-Court সুবিধার মাধ্যমে মোট ১৬,৮০৩ জন বন্দির শুনানির জন্য Court-এ ভার্চুয়াল হাজির করা হয়েছে।

৩.৪১ পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান

সপ্তদশ বিধানসভার মেয়াদকালে (২০২১-২৬) 'বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (BEUP)' কর্মসূচিতে ১১,৯৬১টি প্রকল্প এখনও পর্যন্ত (৩১.১২.২০২৪ তারিখ অবধি) মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বিভিন্ন জেলা ও কলকাতা পুরসভা (KMC)-র জন্য ৫৭৭.৪০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

'মেম্বার অফ পার্লামেন্ট লোকাল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট স্কিম (MPLADS)'-এর অধীনে সপ্তদশ লোকসভা (২০১৯-২৪)-এর মেয়াদকালে উন্নয়ন খাতে ৩১.১২.২০২৪ পর্যন্ত সময়ে ৪৪০.৬৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অষ্টাদশ লোকসভা (২০২৪-এর পর)-এর মেয়াদকালে উন্নয়ন খাতে ৩১.১২.২০২৪ পর্যন্ত সময়ে ২.৫২ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। অনুরূপ রাজ্যসভার সংসদদের জন্য ৩১.১২.২০২৪ পর্যন্ত সময়ে ৬৭.০৯ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে 'স্টেট পাবলিক পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিং বোর্ড (SPPPB)' স্টেট হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট (SHDR) তৈরি, নীতি আয়োগের (NITI Aayog)-এর বিভিন্ন বিষয়, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (SDGs)-এর সাথে যুক্ত স্টেট ও ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডিকেটর ফ্রেমওয়ার্ক (SIF & DIF) প্রস্তুতি ইত্যাদি সম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ (BCW) বিভাগের অনুরোধে এস পি পি পি বি (SPPPB) একটি পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ সার্ভের পরিচালনা করেছে এবং অনুসন্ধানের ভিত্তিতে একটি বিশ্লেষণাত্মক রিপোর্টও তৈরি করেছে। এস পি পি পি বি (SPPPB) 'A Decade of Development in

West Bengal: A Paradigm Shift' রিপোর্ট তৈরি করেছে, এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের উল্লেখযোগ্য অবদানগুলিকে সকলের দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে।

'স্টেট স্প্যাশিয়াল ডাটা সেন্টার (SSDC)' জেলা ও রাজ্যের বিভিন্ন সদর দপ্তরগুলির জিওগ্রাফিকাল ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) সম্পর্কিত চাহিদা পূরণ করে। মূলত, জেলা স্প্যাশিয়াল ডাটা সেন্টার (DSDC, পূর্বতন NRDMS) গুলিতে উপলব্ধ তথ্য, মানচিত্র, পর্যায় সারণি এবং মানবক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে তারা এই কাজগুলি সম্পন্ন করছে। শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগের অনুরোধে এবং তাদেরই গাইডলাইন অনুসারে এই বিভাগ 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ইকোনমিক করিডরস অফ দ্য স্টেট' নামে একটি ওয়েব-জি আই এস (Web-GIS) পোর্টাল তৈরি করেছে ও তার রক্ষণাবেক্ষণও করছে।

'ব্যুরো অফ অ্যাপ্লায়েড ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস্ (BAE&S)-এর নিয়মিত কাজ হল ব্লক ও জেলা পর্যায়ে ২১টি শস্যপণ্যের উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন পরিমাপ নির্ধারণ করা। এছাড়াও BAE&S গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট এবং নেট স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (GSDP & NSDP), ডিস্ট্রিক্ট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (DDP), ইন্ডেক্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশান (IIP), কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স, (CPI) অ্যানুয়াল সার্ভে অফ ইন্ডাস্ট্রিস (ASI) ইত্যাদি সূচক নির্ধারণের কাজ করছে। রাজ্য ও জেলা স্ট্যাটিসটিকাল হ্যান্ডবুক এবং স্ট্যাটিস্টিকাল সারাংশ প্রকাশ সর্বদাই (BAE&S)-এর মুখ্য কাজ। রাজ্য বাজেট (২০২৫-২৬)-এর সময়ে রাজ্যের অর্থনীতি ও তার উন্নয়ন পর্যালোচনা করে দ্য ইকোনমিক রিভিউ (২০২৪-২৫)-এর বার্ষিক প্রকাশনা অনুষ্ঠিত হবে।

৩.৪২ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি

২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগ, বিভিন্ন সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে ৪১৬টি প্রকল্পকে সহায়তা দান করছে।

জৈব ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কলকাতা বায়োটেক পার্ক স্থাপন করে ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন জৈবপ্রযুক্তি শিল্প উদ্যোগ ও নতুন উদ্যোগসমূহকে উৎসাহ দান করে চলেছে, স্টার্ট-আপকে সাহায্য করছে। গবেষণাগারগুলির পরিকাঠামো আরও উন্নত ও সুদৃঢ় করার জন্য BOOST

(Biotechnology Based Opportunities Offered to Science & Technology Development) নামে প্রকল্পটি পুনরায় চালু করা হয়েছে। জৈবপ্রযুক্তি ভিত্তিক গবেষণাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণের জন্য RISE (Research Internship in Biotechnology Based-Sciences and Engineering) প্রকল্প চালুর মাধ্যমে জৈব রসায়নে গবেষণা ও আবিষ্কারে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ করা হচ্ছে।

এই দপ্তর, কৃষিবিভাগ, পরিবেশ দপ্তর বনদপ্তর, রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প রেভেনিউ অধিদপ্তর, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগসহ বিভিন্ন দপ্তরকে নিজস্ব উৎকৃষ্ট রিমোট সেন্সিং এবং GIS ব্যবস্থা ও নানান কর্মসূচীর মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে চলেছে। এই দপ্তর, জিওইনফরমেটিক্সে সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টাতে অবদান রাখে।

The Technology Development and Adaptation Centre (TDAC) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের গবেষক/অধ্যাপক/বৈজ্ঞানিকগণ/আবিষ্কারক এবং শিক্ষাবিদদের সাহায্য করছে। পেটেন্ট ও জি.আই. রেজিস্ট্রেশনের মূল চালিকা দপ্তর হিসাবে আজ পর্যন্ত জমা হওয়া ২৭০টি পেটেন্ট, ৪০টি কপিরাইট এবং ৩০টি ট্রেডমার্কের দরখাস্তের মধ্যে ১২০টি পেটেন্ট এবং ২৫টি কপিরাইট সুবিধাজনকভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এরসাথে, আরও ৪২টি জি.আই রেজিস্ট্রেশনের দরখাস্ত জমা পড়েছে যার মধ্যে ২৪টি জি.আই সার্টিফিকেট ইতিমধ্যেই পেটেন্ট ইনফরমেশন সেন্টার-এর মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছে এবং বাকি ১৮টি চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। Intellectual Property Rights and Technology Business Management নামক একটি পেশাগত কোর্সও এর পাশাপাশি চলছে। 'Jagadish Bose National Science Talent Search (JBNSTS0)' প্রকল্পের অধীনে 'সিনিয়র ট্যালেন্ট সার্চ টেস্ট' এবং 'সিনিয়র বিজ্ঞানী কন্যা মেধা বৃত্তি প্রোগ্রাম', যেখানে প্রতিটি বিভাগে ৫০ জনকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন জেলার ২৫০ জন উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীকে 'জুনিয়র ট্যালেন্ট সার্চ টেস্ট' এবং 'জুনিয়র বিজ্ঞানী কন্যা মেধাবৃত্তি প্রোগ্রাম' বিভাগে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে, যা তাদের স্নাতকস্তরে বিজ্ঞান পাঠ এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণের জন্য JBNSTS-কে একটি আধুনিক জৈবপ্রযুক্তি গবেষণাগার প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্যের ছয়টি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জানুয়ারি, ২০২৫-এ সপ্তম রিজিওনাল কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি, ২০২৫-এ ৩২ তম স্টেট কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই দপ্তর জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে অসামান্য উদ্যোগের জন্য ৩টি বিভাগে পুরস্কারের আয়োজন করেছে। এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে এই বিষয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

৩.৪৩ পরিবেশ

পরিবেশ বিভাগ ভারসাম্য, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জলবায়ুগত স্থিতিশীলতা রক্ষার স্বার্থে কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা, গবেষণা এবং সচেতনতামূলক প্রচারের মাধ্যমে এই বিভাগ জীববৈচিত্র্য এবং সুস্থায়ী পরিবেশগত বিকাশের জন্য দায়বদ্ধ।

পরিবেশ দপ্তরের প্রধান কাজগুলি হল পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি আদেশ ও নীতি রূপায়ণ করা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সচেতনতার প্রচার এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের জ্ঞান ও গবেষণাসহ পর্যবেক্ষণ। দপ্তরের এই কাজগুলি পরিবেশ বিভাগ এবং তার সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড (WBPCB), ওয়েস্ট বেঙ্গল বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড (WBBB), ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডস ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (EKWMA), স্টেট এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি (SEIAA), স্টেট ওয়েটল্যান্ডস অথরিটি (SWA), ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিস অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (IESWM) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (WBSCZMA) ইত্যাদি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়।

'পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ্ (WBPCB)' পারিপার্শ্বিক বায়ুর গুণমানের ওপর নজর রাখার জন্য এবছরে ৭টি অটোমেটিক এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন (AAQMS) স্থাপন করেছে। এর ফলে রাজ্যে মোট ৮৩টি (AAQMS) স্থাপিত হল। এছাড়াও রাজ্যে ২৬০টি রিয়েল টাইম নয়েজ মনিটরিং স্টেশন এলইডি ডিসপ্লেসহ স্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭৫টি ২০২৪-এ করা হয়েছে। গ্রামীণ পরিবারগুলিতে জীবাশ্ম জ্বালানি ও কাঠ জ্বালানোর ফলে উদ্ভূত বায়ুদূষণ কমানোর জন্য ৫,০০০টিরও বেশি ধোঁয়াহীন চুলা বিতরণ করা হয়েছে। 'ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার' প্রোগ্রামের অধীনে ৬টি শহরে ওয়াটার স্প্রিঙ্কলিং সিস্টেমসহ ১,৫০০টি ইলেকট্রিক সাইকেল এবং ৩০টি ইলেকট্রিক গাড়ি দেওয়া হয়েছে।

WBPCB ঝাড়খণ্ড সীমানা বরাবর গাঙ্গেয় অববাহিকায় অবস্থিত পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে আগত বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বায়ো শিল্ড নির্মাণ করছে। এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্যের সীমানা বরাবর দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রায় ২০,০০০টি বৃক্ষ রোপণ করা হচ্ছে।

২০২৩-২৪ সালে এই দপ্তর ৫,৪৮৫টি শিল্প সংস্থাকে পরিবেশ দূষণ ছাড়পত্র দিয়েছে, ৪,০১২টি শিল্প সংস্থার তদন্ত করেছে এবং দূষণ সংক্রান্ত অপরাধের জন্য ৬৩.৫ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

WBBB কিছু নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যেমন— বিভিন্ন জেলায় দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণের জন্য অভয় পুকুর নামে মৎস্য সংরক্ষণ কেন্দ্র, ঐতিহ্যবাহী শস্যবীজ সংরক্ষণ কেন্দ্র, ৩টি বায়োডাইভার্সিটি পার্ক, প্রজাপতি সংরক্ষণ উদ্যান এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বায়োট্যুর ইত্যাদি।

এই দপ্তর, গঙ্গাসাগর মেলায় প্লাস্টিকের ব্যবহারের পরিবর্তে শালপাতার থালা ও বাটি ব্যবহারের ব্যবস্থা করেছে। এবছর ৩ লক্ষ থালা ও ৬ লক্ষ বাটি বিতরণ করা হয়েছে। পরিবেশ দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় LAMPS WBTDCC-র মাধ্যমে বাঁকুড়ায় ৩টি শালপাতার থালা ও বাটি তৈরির ইউনিট স্থাপন করেছে, যার ফলে ১,০০০টি উপজাতি মানুষের জীবিকা সৃষ্টি করা গেছে।

দপ্তরের অধীনে EKWMA-এর প্রধান কাজ হল ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ড অঞ্চলে ক্যানাল ডি-সিলটেশন, ভেড়ি খনন, রাস্তা সংস্কার, সবুজায়ন, ইন্টারপ্রেটেশন সেন্টার স্থাপন, ডাটা ব্যাঙ্ক তৈরি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

ছোটো, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প

৩.৪৪ ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং বস্ত্রশিল্প

ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ বিভাগ রাজ্যের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং শিল্পোৎপাদন ও রপ্তানির পাশাপাশি বৃহৎ কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করে। আমাদের রাজ্য ভারতবর্ষের MSME-এর এক বৃহৎক্ষেত্র যা বিশেষত গ্রামীণ ও মফঃস্বল এলাকায় লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করছে।

MSME গুলি মূলত অসংগঠিত। উদ্যম পোর্টাল (UP)-এর মাধ্যমে MSME গুলিকে একই ছাতার তলায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং যার ফলে ২০২৪ সালে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রায় ৪.২৪ লক্ষ MSME, উদ্যম পোর্টাল (UP) নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে যা বিগত বছরের তুলনায় ১৯.৩২ শতাংশ অধিক। নতুন রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম চালু হওয়ার পর থেকে সর্বমোট প্রায় ১৪.২৬ লক্ষ MSME তাদের নাম উদ্যম পোর্টাল (UP)-তে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে।

২০১১ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত MSME গুলিকে প্রায় ৮.৭৭ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টার পর্যন্ত এই ঋণ বিতরণের পরিমাণ প্রায় ১.১৪ লক্ষ কোটি টাকা যা বার্ষিক লক্ষ্যের প্রায় ৭৪ শতাংশ, বাৎসরিক ভিত্তিতে (Y-O-Y) ২৭.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি।

রাজ্য সরকার-এর দৃঢ় হস্তক্ষেপে ক্লাস্টার উন্নয়ন পদ্ধতিতে পাঁচটি কমন ফেসিলিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং ১টি CFC সেন্টার-এর পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি চলতি অর্থবর্ষের শেষে আরও ৮টি CFC তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। রাজ্য সরকার 'বাংলাশ্রী'-প্রকল্পের অধীনে ৩৮৯টি MSME কেন্দ্রকে প্রায় ১০১.০৮ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে।

বাজি তৈরিতে নিযুক্ত ২,৫০০ জন ব্যক্তির সুবিধার জন্য 'ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রিন ফায়ার ক্র্যাকার ম্যানুফ্যাকচারিং স্টোরেজ, অ্যান্ড সেলিং স্কিল'-এর অধীনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে ২.৪৭ কোটি টাকার বিনিময়ে ৪১টি স্টলসহ একটি বাজি বিক্রির হাব তৈরি করা হয়েছে।

উদ্যোক্তাদের কাছে 'ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড' প্রকল্পটিকে আরও সাশ্রয়ী ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য গত বছর নতুন একটি প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে বিদ্যমান সুবিধা ছাড়াও ব্যাঙ্ক ঋণের উপর ভাতা (ছাড়) দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, এর ফলে এখন থেকে উদ্যোক্তারা ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ প্রতিষ্ঠার জন্য মাত্র ৪ শতাংশ সুদে ব্যাঙ্ক লোন পাবেন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় ৭৪৭ কোটি টাকা মূল্যের ৩২,৩৮৯টি প্রোজেক্ট সরকারের অনুমোদন পেয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৬০ কোটি টাকা ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড স্কিম-এর অধীনে সরকারি অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়েছে।

‘ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিসান্স ফিনান্সিয়াল বেনিফিট স্কিম’-এর জন্য ক্যাম্পের মাধ্যমে ভালো সংখ্যক আবেদন ইতিমধ্যেই জমা পড়েছে। অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার জন্য https://financialbenefitartisan.wb.gov.in নামে একটি নিবেদিত পোর্টালও তৈরি করা হয়েছে। এর আগে, ওয়ার্কশেড (Work shed) তৈরি এবং নতুন টুলকিট ক্রয় অথবা উন্নয়নের জন্য ৬২.৩১ লক্ষ টাকা কারিগরদের বা কারিগর গোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

ক্যাম্পের মাধ্যমে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যান্ডলুম অ্যান্ড খাদি উইভার্স স্কিম’-এর তরফে প্রায় ৫০,০০০টি আবেদন জমা পড়েছে, যা অনুমোদনের জন্য যাচাই করা হচ্ছে। ‘স্কিম অফ ডেথ বেনিফিট স্কিম ফর আর্টিসান্স অ্যান্ড উইভার্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল’— নামক প্রকল্পটিও চালু হয়েছে এবং যোগ্য আবেদনকারীরা যাতে সরাসরি আবেদন জমা দেওয়ার পাশাপাশি অনলাইনেও আবেদন জমা দিতে পারেন, তার জন্য https://deathbenefitartisan.wb.gov.in নামের একটি পোর্টাল চালু করা আছে।

বস্ত্রশিল্পের হস্তচালিত তাঁতের ক্ষেত্রে ৪২৬টি ওয়ার্কশেড (Work Shed) তৈরি করা হয়েছে এবং ১৫৮টি আলোক কেন্দ্র সহ ২,৫৭৬টি তাঁত, ৭টি হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। কোচবিহার, শান্তিপুর, পূর্বস্থলী, নিউ দীঘা এবং সুখচরে ১১.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৫টি সুতোর ডিপোর মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে হস্তচালিত তাঁতশিল্পক্ষেত্রগুলিতে সুতো পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড (তন্তুজ), ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টকে ৩৭.১৯ কোটি টাকা মূল্যের মোট ৬.২১ লাখ শাড়ি এবং ৪.৮৪ লাখ বেডশিট দিয়ে ১০,০০০ জন তাঁতি ও অন্যান্য সহযোগী কর্মীদের রোজগারের পথকে সুনিশ্চিত করেছে। উত্তর দিনাজপুর জেলার স্পিনিং মিল অঞ্চলে তন্তুজ একটি রেডিমেড গারমেন্টস্ ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড প্রকিওরমেন্ট সেন্টার তৈরি করেছে। এই প্রকল্পে প্রায় ৫.৮৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই সেন্টার থেকে বাণিজ্যভিত্তিক উৎপাদন শুরু হবে। এই সেন্টারটি সম্পূর্ণরূপে চালু হলে বস্ত্র উৎপাদন ও সংগ্রহ-এর সাথে যুক্ত থাকা প্রায় ৩৫,০০০ জন মানুষ উপকৃত হবেন। “ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যান্ডলুম অ্যান্ড খাদি উইভার্স ফিনান্সিয়াল বেনিফিট স্কিম ২০২৪”-নামক একটি নতুন উদ্ভাবনী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাইমারি উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি (PWCS) কে

পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'এককালীন সেটলমেন্ট'-এর মাধ্যমে এদের ঋণমুক্ত করা এবং তাঁতিদের নতুন তাঁত ও কাঁচামাল (সুতো) কেনার জন্য সহজ কিস্তিতে ব্যাঙ্ক লোনের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার-এর স্কুল ইউনিফর্ম প্রোজেক্ট রাজ্যের বস্ত্র শিল্প ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্তমূলক বদল এনেছে। এর মাধ্যমে পাওয়ারলুম ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক বিনিয়োগ নিয়ে এসেছে। বর্তমানে স্কুল ইউনিফর্ম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়ের ১০০ শতাংশই এই স্কুল ইউনিফর্ম প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের পাওয়ারলুম কেন্দ্রগুলিতে উৎপাদন করে জোগান দেওয়া হচ্ছে। এর আগে এই কেন্দ্রগুলি ১৩ কোটি মিটারের বেশি কাপড় উৎপাদন করেছিল।

'বাংলার শাড়ি'-এর চারটি উপস্থিত শোরুম-এর পাশাপাশি হলদিয়ার দুর্গাচক, নিউটাউনের শিল্পী হাট-এ দুটি নতুন শো-রুম এবং নদীয়ার ফুলিয়ায় একটি নতুন ফ্রাঞ্চাইজি আউটলেট খোলা হয়েছে। প্রায় ৩১০০ জন তাঁতি, কারিগর এবং সহযোগী কর্মীদের নিরবচ্ছিন্ন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ১.৬ লক্ষ অতিরিক্ত মানব-দিবস তৈরি করা হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন ব্লক/মিউনিসিপালিটি/কর্পোরেশন অঞ্চলে ২রা ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ২৮শে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় একমাসব্যাপী 'শিল্পের সমাধানে - MSME ক্যাম্প'-এর মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের দুয়ারে - MSMET ও অন্যান্য দপ্তরের বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যের প্রায় ৪,০০০টি ক্যাম্পে প্রায় ৬ লক্ষ উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেছেন এবং ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড, আর্টিসান্স ফিনান্সিয়াল বেনিফিট, হ্যান্ডলুম অ্যান্ড খাদি উইভার্স বেনিফিট প্রভৃতি প্রকল্পের প্রায় ৪ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে যেগুলি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলাসহ রাজ্যের মোট ১৬টি জেলায় ২০২৪-এর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সাতটি সমন্বয় কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় ৪,০০০ জন উদ্যোগপতি অংশগ্রহণ করেছেন।

WBSIDC-এর পরিকাঠামো উন্নয়ন উদ্যোগ-এর মাধ্যমে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে এথেলবাড়ি I.P, আলিপুরদুয়ার, দেবগ্রাম I.P-III জলপাইগুড়ি, অম্বরি-ফালাকাটা I.P-II জলপাইগুড়ি এবং উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরের ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল পার্ক

মিলিয়ে মোট চারটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। আরও চারটি পার্কের উন্নয়ন খুব শীঘ্রই শেষ হবে। WBSIDC ১১.৫০ কোটি টাকা খরচ করে হাওড়ার বাউড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, বীরভূমের সিউড়ি কর্মাশিয়াল পার্ক এবং বারুইপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের পুনর্গঠনের কাজও সম্পূর্ণ করেছে। WBSIDC লিমিটেড দ্বারা পরিচালিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কগুলিতে শিল্পস্থাপনের জন্য উদ্যোগপতিদের কাছে WBSIDC-এর তরফ থেকে ৩০টি অফার লেটার পাঠানো হয়েছে। এর সাথে WBSIDC কর্তৃক ৪০টি স্থানান্তর ও রূপান্তর-এর ঘটনা অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৯টি NOC প্রস্তাব MSME কেন্দ্রগুলিতে প্রদত্ত হয়েছে।

'মেগা লেদার প্রোজেক্ট'-এর অধীনে ক্যালকাটা লেদার কমপ্লেক্স (CLC) চর্মজাত দ্রব্য উৎপাদন বিভাগের জন্য সিওয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (STP), ইন্ডিয়ান লেদার প্রোডাক্টস অ্যাসোসিয়েশন (ILPA) জোন এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার খোলা হয়েছে। চর্মজাত দ্রব্য উৎপাদন বিভাগের জন্য CFC-এর সিভিল নির্মাণ করা হয়েছে ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ পদ্ধতির কাজ চলছে। বর্তমান পরিকাঠামোর উন্নীতকরণের কাজ চলছে।

বর্তমানে শিল্পী ও বয়নশিল্পীদের বেচা-কেনার সুবিধার্থে রাজ্য/জাতীয় স্তরে ২৮টি মেলা প্রদর্শিত হয়। এইসব মেলায় ৩,১৬৬ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করে এবং ২৬.৬৫ কোটি টাকার বিক্রয় হয় এবং ৭৯.৯৫ কোটি টাকার ব্যবসায়িক লেনদেন হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের ডিসেম্বর পর্যন্ত তন্তুজ ও মঞ্জুষার যৌথ ব্যবসায়িক লেনদেন হয় প্রায় ২৪৩.৭৭ কোটি টাকা।

আরও ৬টি দ্রব্য (টাঙ্গাইল শাড়ি, কোরিয়াল শাড়ি, গরদ শাড়ি, কালোনুনিয়া চাল, সুন্দরবন মধু এবং বেঙ্গল মসলিন)-র GI Tag প্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে GI অনুমোদিত দ্রব্যের সংখ্যা ২৮টি।

শিল্পসাথী পোর্টালের অধীনে পরিষেবা বাড়াতে ব্যবসা পদ্ধতি সরলীকরণের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। সিঙ্গল সাইন অন অ্যাপলিকেশন প্রসেসিং (শিল্পসাথী)-এর মাধ্যমে বর্তমানে ১২০টিরও বেশি পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। পৌর ও শ্রম আইনের অধীন ২৬টি অপরাধমূলক বিধান ২৪টি অপ্রচলিত আইনের সরলীকরণ সম্ভব হয়েছে। কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণির কম বিপজ্জনক বিল্ডিং-এর ক্ষেত্রে নিজ শংসাপত্র দাখিলের মাধ্যমে ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট/ফায়ার সেফটি রেকমেন্ডেশান (FSR) রিনিউয়াল অব ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট (RFSC) প্রদানের ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়েছে।

৩.৪৫ শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ

স্যান্ড মাইনিং পলিসির ২০২১-এর অনুমোদনে, ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড আনুমানিক ১,৫০০ হেক্টর এলাকার নিলামের জন্য ৮টি বিভিন্ন পর্যায়ে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এছাড়াও ১,৭০০ হেক্টর এলাকার নিলামও খুব তাড়াতাড়ি ডাকা হবে। এই পদ্ধতির স্বচ্ছতা আনতে মাইন লাইফ সাইকেল অব স্যান্ড এবং ইন-সিটু মাইনর মিনারেলসকে সেন্ট্রাল অনলাইন সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে ২০২৩-২৪-এ রাজস্ব খাতে বার্ষিক আয় ১৫০ কোটি টাকা থেকে ৬০০ কোটি টাকা প্রায় চারগুণ বেড়েছে। আশা করা হচ্ছে এই অর্থবর্ষে আয়ের পরিমাণ আরও বাড়বে।

ভারত সরকারের কয়লা দপ্তর থেকে বিধিবদ্ধ ছাড়পত্র পাওয়ার পর পশ্চিম বর্ধমান জেলার গৌরাঙ্গডি কোল মাইন থেকে প্রায় ৬২ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের কাজ আগামী ২০২৫-এর মার্চ মাসের মধ্যে শুরুর আশা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার জমি ক্রয় এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন (R & R) প্যাকেজে ৫৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। এই প্রক্রিয়া শুরু হলে পরবর্তী ২৭ বছরে এর পরিমাণ শীর্ষস্থানে পৌঁছাবে যার পরিমাণ প্রতি বছরে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন টন হবে।

রায়ত পলিসি, ২০২২-এর অধীনে WBMDTCL স্টেট নোডাল এজেন্সি হিসাবে কাজ করছে। ইতিমধ্যে তারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বহু সংখ্যক সচেতনতা শিবির সংগঠিত করেছে। এখনও পর্যন্ত অনলাইনে ২১৫টি আবেদনপত্র গ্রহণ এবং ১৫০টি অভিপ্রায় পত্র (LoI) প্রকাশ করা হয়েছে। বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র পাওয়ার পর ৮টি মাইন-এর কাজ চলছে।

সেচ ও জলপথ দপ্তরের সুপারিশে WBMDTCL ইউনিক জিরো কস্ট মডেল-এর অধীনে ক্যানাল ড্রেজিং করছে। ইট খোলা তৈরি/রাস্তা তৈরির জন্য ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল (যেমন-সিলভার স্যান্ড/আর্থ সল্ট) ব্যবহার করা হচ্ছে। পূর্ব মেদিনীপুরের গঙ্গাখালি ক্যানাল-এর একটি প্রকল্প সফলভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সোয়াদিঘি (পূর্ব মেদিনীপুর) পলাশপাই খাল (পশ্চিম মেদিনীপুর) এবং উত্তর ২৪ পরগনার মথুরা বিল-এর ক্ষেত্রেও একইরকম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

কয়লা ছাড়া অন্য আকরিক উত্তোলনে বীরভূমের মোকদামনগর ও তেঁতুলবেরিয়া চায়না ক্লে এবং ফায়ার ক্লে মাইন, বীরভূমের হাটগাছা জেঠিয়ার একটি ব্ল্যাকস্টোন মাইন, পুরুলিয়ার পালসারা ব্ল্যাক স্টোন প্রোজেক্ট I ও III -এর দুটি ব্ল্যাকস্টোন মাইন এবং পুরুলিয়ার বড় পানজানিয়া ও পশ্চিম বেরোতে দুটি গ্রানাইট প্রকল্পের কাজ চলছে। বীরভূম ও পুরুলিয়ায় আরও ব্ল্যাকস্টোন, কোয়ার্টজ ইত্যাদি মাইন শীঘ্রই কার্যকরী হবে।

টি-ট্যুরিজম অ্যান্ড অ্যালায়েড বিজনেস পলিসি, ২০১৯-এর অধীনে এখন পর্যন্ত ২৭টি কোম্পানির মাধ্যমে ৩২টি প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে। ১১টি প্রকল্পের প্রস্তাব মঞ্জুর করা হয়েছে। যার মধ্যে দার্জিলিং জেলার ৭ (সাত)টি প্রকল্প ৫ (পাঁচটি) চা-বাগানের জন্য, জলপাইগুড়ি জেলার ২টি চা-বাগানের ২টি প্রকল্প এবং কালিম্পং জেলার ১টি চা-বাগানের জন্য ২টি প্রকল্প আছে। আশা করা যায় এটি পরিচালনার জন্য আনুমানিক ২,২০৫.৪৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। এই প্রকল্পে ৭,০০০ জনেরও বেশি কর্মসংস্থান সম্ভব হতে পারে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ইকনমিক করিডর পলিসি, ২০২৩-এর অধীনে প্রিলিমিনারি প্রোজেক্ট রিপোর্ট (PPR) তৎসহ প্রস্তাবিত এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক-এ সহায়তাপ্রাপ্ত ইকোনমিক করিডর প্রোজেক্ট, রাস্তা, বিদ্যুৎ জল সরবরাহ ইত্যাদি কাজের বিস্তারিত পরিকাঠামো ডিপার্টমেন্ট অফ এক্সপেনডিচার, মিনিস্ট্রি অব ফিনান্স; (GoI)-এ দাখিল করা হয়েছে। মোট ৪,৪০০ কোটি টাকা অর্থের বিনিয়োগকৃত ৩,৪৮৫ কোটি টাকা ADB ঋণ এবং ৮৭৭.৪০ কোটি টাকা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল লজিস্টিক পলিসি (WBLP) ২০২৩-এর অধীন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক-এর সহায়তাপ্রাপ্ত প্রস্তাবিত ওয়েস্ট বেঙ্গল বুস্টিং লজিস্টিক এফিসিয়েন্সি (WBBLE) এবং ট্রেড ফেসিলিয়েশন (TF) প্রকল্পটি ডিপার্টমেন্ট অব এক্সপেন্ডিচার, মিনিস্ট্রি অব ফিন্যান্স, (GoI)-এ দাখিল করা হয়েছে। মোট ২,০৭২.৬৭ কোটি টাকা এ ক্ষেত্রে ধার্য হয়েছে যার মধ্যে ১,২৪৩.৬১ কোটি টাকা বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে ঋণে নেওয়া হবে এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৮২৯.০৭ কোটি টাকা প্রদান করা হবে। দুটি প্রকল্পের জন্যই উল্লিখিত মিনিস্ট্রি (GoI)-এর অনুমোদন প্রতিক্ষিত।

WBIDC -এর অধীনে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের পরিকাঠামোর বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন - নৈহাটির ঋষি বঙ্কিম শিল্পোদ্যানও জল সরবরাহের

জন্য ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইন স্থাপন, একাধিক গলি সমন্বিত রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা, জল সরবরাহ এবং বাঁকুড়ার বড়জোরায় প্লাস্টো স্টিল পার্কে ট্রাক পার্কিং-এর সুবিধা, অভ্যন্তরীণ রাস্তাগুলির উন্নয়ন ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ, ভূতল জল সরবরাহ প্রকল্প এবং পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক (এখন সম্পূর্ণ)-এর ঝড়বৃষ্টির (Storm) জল নিষ্কাশন পদ্ধতি, হরিণঘাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক-এর সীমানার পাঁচিল তৈরি, হলদিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক-এর সীমানা পাঁচিল এবং প্রধান প্রবেশদ্বার নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, ঝড়বৃষ্টির (Storm) জল নিষ্কাশন এবং বর্জ্য জল (Waste Water) নিষ্কাশন ইত্যাদি।

২০২৫-এর ফেব্রুয়ারি ৫ ও ৬-তারিখে কলকাতায় বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট (BGBS)-এর অধিবেশন হয়েছে। এই সম্মেলন রাজ্যের অর্থনৈতিক সক্ষমতা, কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধা ও সফল শিল্পবান্ধব উদ্যোগসমূহের সঠিক প্রদর্শন ও আলোচনার আদর্শ মঞ্চ। ২০১৫ সালের শুরু থেকে ৭টি (সাতটি) অধিবেশন সাফল্যের সাথে সম্পূর্ণ হয়েছে। এর মাধ্যমে, বিভিন্ন বিভাগের উৎপাদন ব্যবস্থা যেমন - আইটি, এগ্রিকালচার ও ট্যুরিজম প্রভৃতিতে বিনিয়োগের সুবিধা এবং এর দ্বারা দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজনেস লিডার, ইনভেস্টর এবং পলিসি মেকারদের যুক্ত করা সম্ভব হয়। আমরা আশাবাদী যাতে বিগত বছরগুলির মতো এ বছর (অষ্টম অধিবেশন) সামিট-এ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অতিথিদের এখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগে সফল করতে পারি।

গত বছরে, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (WBIIDC) প্রকল্পিত ৫৪.৫১ কোটি টাকা বিনিয়োগে এবং প্রস্তাবিত ২৭৪ জনের কর্মসংস্থানে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক-এ ৪টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটের জন্য ১১.৬৩ একর জমির ব্যবস্থা করে। এছাড়াও ১৭টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটের জন্য ৪২.৬২ একর জমি সংগ্রহের কাজ চলছে এবং এই সময়ে ৯টি দুর্বল ইউনিটকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা সম্ভব হয়েছে।

সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন (CGD), যা একটি প্রাকৃতিক গ্যাসের আন্তঃসংযোগকারী ব্যবস্থার মাধ্যমে CNG ও PNG প্রাকৃতিক গ্যাসকে ঘরোয়া ব্যবহার্য, বাণিজ্যিক বা শিল্প ক্ষেত্রে বণ্টনের উদ্দেশ্যে সরবরাহ করার কাজ দ্রুত বাস্তবায়িত করছে। 'বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (BGCL)' কলকাতা এবং তার আশেপাশে ১৫টি CNG স্টেশন পরিচালনা করছে

এবং KMDA ও HIDCO এলাকায় ১১৮ কিমি স্টিল পাইপলাইন ও ৩৩০ কিমি এমডিপিই পাইপলাইন স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে গ্যাস পাইপ লাইন প্রকল্পে ৭৯৫ কিলোমিটার গ্যাসলাইনের কাজ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয়-বরাদ্দ ৫,৩২২ কোটি টাকা এবং নির্মাণকার্যের সময়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ১৭ লাখ শ্রমদিবস তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহ, শিল্প এবং পরিবহণ ক্ষেত্রে গ্যাস সরবরাহ করা হবে।

৩.৪৬ শিল্প পুনর্গঠন ও রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ

সরকারি উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন বিভাগ সরকার অধিগৃহীত সংস্থা এবং যৌথ উদ্যোগগুলি দেখভাল করে। এই বিভাগ শিল্পের উন্নতি, বিলগ্নীকরণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে স্বচ্ছ ব্যাবসায়িক কার্যক্রম বৃদ্ধিতে সচেষ্ট।

সরস্বতী প্রেস লিমিটেড (SPL) এবং এর অধীনস্থ সংস্থা 'ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড' (WBTBCL) বর্তমানে ভারতের একটি অন্যতম সর্ববৃহৎ মুদ্রণ সংস্থা। এটি একটি ISO 9001:2015 সংস্থা এবং এই সংস্থাটি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশন থেকে সিকিউরিটি প্রিন্টার হিসেবে নিবন্ধীকৃত। SPL পূর্ব ভারতে সিকিউরিটি ও কনফিডেনসিয়াল মুদ্রণ, স্কুল পাঠ্য বই মুদ্রণ ও হলোগ্রাম মুদ্রণ ইত্যাদিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এটি আনুমানিক ১২.৬৫ কোটি স্কুল পাঠ্য বই এবং খাতা মুদ্রণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের ২,৫৯৫টি স্থানে এই বই পৌঁছে দেওয়া গেছে। এছাড়াও এই সংস্থা হাইকোর্টের কজলিস্ট, অ্যাসেম্বলি পেপার, বাজেট ডকুমেন্টস, ব্যালট পেপারস, অডিট রিপোর্টস, ভোটার আইডি কার্ডস, রেশন কার্ডস, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডস, রেজিস্টার এবং ফর্মস, ঝাড়খণ্ড পুলিশের ফর্মস, হসপিটালের সামগ্রী যেমন - ওপিডি টিকিটস, বেড হেড টিকিটস, এক্সাইজ হলোগ্রাম, সিকিউরিটি ফর্মস, চেকস, বিভিন্ন সরকারি ও বিধিবদ্ধ সংস্থার ফর্ম ছাপাতে সক্ষম হয়েছে।

সরস্বতী প্রেস লিমিটেড উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জে ৫ম ইউনিট খোলার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছে। এর জন্য রায়গঞ্জে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নির্মাণের উদ্দেশ্যে ৭৫,৪১৬ স্কোয়ার ফিট শেড নির্মাণের জন্য MSME&T দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা চলছে। এটি কার্যকরী হলে এই সংস্থা

এখানে স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এবং এলাকার শিল্প ও ব্যাবসা সংক্রান্ত অর্থনীতিকে আরও উন্নত করবে।

দপ্তরের শিল্প পুনর্গঠন বিভাগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৯টি কোম্পানি থেকে সুদসহ লোনের পরিমাণ প্রায় ৪৬ কোটি টাকা। এই বিভাগ লোন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (IRLMS)-এর মাধ্যমে A.G. অফিস, অর্থ দপ্তর ও লোন গ্রহীতা কোম্পানিগুলির মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে (www.Imspeir.wb.gov.in)। এছাড়াও পূর্বতন IR ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় ৬৪টি কোম্পানিকে লোন প্রদানের অবস্থা লগ ইন-এর মাধ্যমে জানা যাচ্ছে। এর ফলে লোন পরিশোধের ব্যবস্থাও নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবার মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয়েছে।

পরিষেবা

৩.৪৭ পর্যটন

পর্যটন বিভাগ নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে পর্যটন কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয়দের দক্ষতা ও জীবিকা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

হোম-স্টে পরিষেবার মানোন্নয়নের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল হোম-স্টে ট্যুরিজম পলিসি, ২০১৭ (সংশোধিত ২০১৯ এবং ২০২২) চালু আছে। এটি জীবিকা অর্জন এবং সুস্থায়ী পর্যটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

পর্যটন, বন এবং আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ দ্বারা মোট ৫,৩২২টি হোম-স্টে নিবন্ধীকৃত হয়েছে। এই হোম-স্টেগুলির মাধ্যমে ৪১,৩২০টি (২৫,৮২৫টি প্রত্যক্ষ, ১৫,৪৯৫টি পরোক্ষ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। হোম-স্টে পর্যটন ক্ষেত্রের CAGR (Compound Annual Growth Rate) বৃদ্ধি হার ২০ শতাংশ যা দেশের মধ্যে অন্যতম। হোম-স্টের সাপেক্ষে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

নতুন এবং অভিজ্ঞ (বর্তমানে কর্মরত) ট্যুরিস্ট গাইডদের স্বীকৃতি, প্রশিক্ষণ এবং শংসাপত্র প্রদানের জন্য ট্যুরিস্ট গাইডস সার্টিফিকেশন স্কিম চালু করা হয়েছে। ৩১.১২.২০২৪ পর্যন্ত ৩,৭৫৫ জন আবেদনকারীর মধ্যে ১,৮৪৩ জন সফলভাবে তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে মহিলা ট্যুরিস্ট গাইডের সংখ্যা ৩১৫ জন।

পুনর্নবীকরণের সময়সীমা ৫ বছর বাড়ানোর মধ্যে দিয়ে পদ্ধতিও অনেক সরলীকৃত করা হয়েছে। ৩১.১২.২০২৪ পর্যন্ত স্বীকৃত ট্যুরিজম সার্ভিস প্রভাইডারের সংখ্যা ১৯৬ জন।

পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য এবং রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরির স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্যটন ক্ষেত্রের কিছু ইউনিটকে শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে। এর ফলে ঐ ইউনিটগুলি সরলীকৃত পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

২০১৮ থেকে সর্বমোট ২০৫ জন ছাত্র-ছাত্রী State Institute of Hotel Management, Durgapur (AAHORAN) থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং দেশে এবং বিদেশে আতিথেয়তা ক্ষেত্রে কর্মরত আছে এবং ১০০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা জীবিকার সুযোগ পেয়েছে।

প্রতি বছর পর্যটন দপ্তর কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে ক্রিসমাস ফেস্টিভালের আয়োজন করে। পার্ক স্ট্রিট, অ্যালেন পার্ক এবং বো ব্যারাকসহ সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল চার্চ-এর সমগ্র পথটি এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য চার্চগুলিকে সুসজ্জিত করা হয়। এই বছর এই অনুষ্ঠানটি ১৯শে ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত পালন করা হয়।

'বিষ্ণুপুর ক্লাসিক্যাল মিউজিক ফেস্টিভাল' ২০২৫ সালে গৃহীত পর্যটন দপ্তরের একটি অনন্য প্রচেষ্টা যা ২০১১ সাল থেকে তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তরের সহায়তায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই ফেস্টিভাল বিষ্ণুপুর ঘরানার সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে এবং এই ঘরানার পথিকৃৎদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এই বছর এই ফেস্টিভাল বিষ্ণুপুরের পোড়া মাটির হাটের জোড়শ্রেণির মন্দিরে, ২১ থেকে ২৩শে মার্চ, ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে।

রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে হোটেল, লজ, গেস্ট হাউস, রেস্টুরেন্টগুলির দেখভাল এবং পরিচালনার জন্য পর্যটন দপ্তরের অধীনে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (WBTDCL) দায়িত্বশীল। ২০২৪-এ কিছু নতুন কেন্দ্র যেমন পুরুলিয়ার মুরুগুমা পর্যটন কেন্দ্র, চন্দননগরের আলো পর্যটন কেন্দ্র, বাঁকুড়ার বারোঘুটু, বীরভূমের বাউল বিতান, বীরভূমের বাউল অ্যাকাডেমি, রামপুরহাটের তারাবিতান ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন নতুন উদ্যোগ যেমন- পশ্চিম বর্ধমানের চুরুলিয়াতে কাজী নজরুল ইসলামের জন্মভূমির নতুন রূপদানে, হুগলির দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসস্থানের সৌন্দর্যায়ন,

বীরভূম জেলার লাভপুরের হাঁসুলিবাঁক পর্যটন কেন্দ্রকে সাজানো, হুগলির জাঙ্গিপাড়াতে বিভূতিভূষণ সংস্কৃতি মঞ্চ নির্মাণ ইত্যাদি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

পর্যটন দপ্তর ১৬টি জেলায় ৬৫টি ভ্রমণ সংক্রান্ত প্যাকেজ চালু করেছে। WBTDCL পশ্চিমবঙ্গকে এটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে প্রসার এবং প্রচারের জন্য ২০২৪-২৫-এ রাজ্যব্যাপী ২০০টি ভ্রমণ সংক্রান্ত প্যাকেজ চালু করেছে।

'পুজো পরিক্রমা' ২০২৪-এর অন্তর্গত ৩টি বিশেষ প্যাকেজ চালু করা হয়েছে- 'উদ্বোধনী'- কলকাতার প্যান্ডেলে ঘোরার জন্য, 'সনাতনী'- উত্তর কলকাতার পারিবারিক পূজাগুলি দর্শনের জন্য এবং 'হুগলি সফর'- হুগলির ঐতিহ্যশালী পূজাগুলি দর্শনের জন্য।

ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক কৃষি-পর্যটন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ পর্যটন গ্রাম, ২০২৪ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের বরানগর গ্রামটিকে বেছে নিয়ে পুরস্কৃত করেছে।

পাঠকদের মধ্যে সার্ভের ভিত্তিতে নিউ ইয়র্কের ভ্রমণ ম্যাগাজিন ট্রাভেল এন্ড লেজার (যার পাঠক সংখ্যা ৪.৮ লক্ষ) কলকাতাকে ১৯তম স্থান প্রদান করেছে।

২০২৩-এর ১৪.৫৭ কোটি থেকে বেড়ে দেশীয় পর্যটকের সংখ্যা ২০২৪-এর নভেম্বর পর্যন্ত ১৬.৫৫ কোটি হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক পর্যটকের সংখ্যা ২০২৩-এর ২৭ লাখ থেকে বেড়ে ২০২৪-এর নভেম্বর পর্যন্ত ২৮ লাখ হয়েছে।

৩.৪৮ তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন

তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ ২০২৪-২৫-এ নিউটাউন, কলকাতার অ্যাকশন এরিয়া-II তে অত্যাধুনিক এবং অগ্রগণ্য বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি আই.টি. হাবের সফল রূপায়ণ ঘটিয়েছে। ৩৮টি কোম্পানিকে 'Letters of Intent' প্রদান করা হয়েছে। তার মধ্যে ৯টি কোম্পানি যেমন রিলায়েন্স, এয়ারটেল এন এক্সট্রা, এস.টি টেলিমিডিয়া এবং এন.টি.টি. নির্মাণকার্য শুরু করেছে।

বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালির নিকটবর্তী এলাকায় ইনফোসিস-কে ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য ৫০ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্প নির্মাণ সমাপ্ত হয়ে গেছে এবং ২০২৪-এ এটি কাজ শুরু করেছে। অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে স্থানীয় আই.টি. পেশাদারদের জন্য নতুন সম্ভাবনাদ্বার উন্মুক্ত করে ইনফোসিস নিউটাউন, সেক্টর-I, মানি ক্যাসাডোনাতে ভাড়া নেওয়া স্থানে ৪০০ আসনবিশিষ্ট একটি তথ্যপ্রযুক্তি অফিস চালু করেছে।

কল্যাণী আই.টি পার্ক (Ph-II), বি.এন-৯ আই.টি পার্ক (সেক্টর - ৫), বি.এন-৪ আই.টি পার্ক (সেক্টর-৫) রাজারহাট আই.টি. পার্ক (Ph-II)-এ ১০০ শতাংশ নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ই.এম.সি ফলতাতে ৮৫ শতাংশেরও বেশি নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ এবং আনুষঙ্গিক কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং EMC নৈহাটিতে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সমাপ্ত হয়েছে। সর্বমোট ২২টি আই.টি পার্ক, ১টি হার্ডওয়ার পার্ক এবং দুটি ইলেকট্রনিক ম্যানুফ্যাকচারিং ক্লাস্টারস (EMCs) নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। সারা রাজ্যব্যাপী টায়ার-II এবং টায়ার-III শহর যেমন দুর্গাপুর (Ph-I এবং II), শিলিগুড়ি (Ph-I,II & III), খড়গপুর, আসানসোল, বোলপুর, হলদিয়া, তারাতলা, হাওড়া, কল্যাণী (Ph-I), রাজারহাট (Ph-I), বড়জোড়া, পুরুলিয়া, মালদা, কৃষ্ণনগর, কালিম্পং (ভাড়া নেওয়া এলাকায়) এবং সোনারপুর হার্ডওয়ার পার্কসহ ১৮টি আই.টি পার্ক চালু আছে। ৪টি অতিরিক্ত আই.টি পার্ককে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে এগুলি হল- সেক্টর-৫: ওয়েবেল টাওয়ার-I (BN-4), ওয়েবেল টাওয়ার-II (BN-9), রাজারহাট Ph-II এবং কল্যাণী Ph-II। ৩১.১২.২০২৪ অনুযায়ী আই.টি পার্কগুলিতে অকুপ্যান্সি রেট হল ৯১.৭৮%।

সোনারপুর হার্ডওয়্যার পার্কেপ্রস্তাবিত ই-ওয়েস্ট প্রসেসিং প্ল্যান্ট-এর পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রি প্লট ৩, ৪ এবং ৫-এর জন্য বরাদ্দ পেয়েছে এবং নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

মণিভাণ্ডার ভবনের চারতলায় বিগ ডাটা অ্যানালিটিক্স CoE স্থাপনের জন্য অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে ২০২৪ থেকে কাজ শুরু হয়েছে। ওয়েবেল ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে সাইবার সিকিউরিটি উৎকর্ষ কেন্দ্র প্রসারিত করার কাজ এবং মণিভাণ্ডারের সাত তলায় সাইবার ফরেন্সিক ল্যাবের মানোন্নয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। পূর্ববর্তী কাজটি শুরু হয়েছে এবং পরেরটি খুব শীঘ্রই শুরু করা হবে।

'সুবিধাপ্রকল্পের' আওতায় ভারত-বাংলাদেশ সীমানায় ৫টি ICP (মহাদীপুর, হিলি, ফুলবাড়ি, চ্যাংড়াবান্দা, ঘোজাডাঙা) নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে।

'উত্তর সুবিধাপ্রকল্পের' আওতায় একই ধরনের চারটি ইন্টারস্টেট চেকপোস্টের (বক্সীর হাট, বারোভিসা, নক্সালবাড়ি এবং ডালখোলা) নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সাইবার সিকিউরিটি

উৎকর্ষ কেন্দ্রের প্রস্তাবিত প্রসারণ এবং সাইবার ফরেন্সিক ল্যাবের মানোন্নয়ন-এর জন্য অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামোগত কাজও সমাপ্ত হয়েছে। ল্যাবে CERT, DSCI এবং ওয়েবেল ভবনে CS-CoE স্থাপনের জন্য পরিকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WBSWAN) প্রকল্পের আওতায় রাজ্যব্যাপী ফাইবার-টু-হোম (FTTH)-এর কাজ শুরু হয়ে গেছে। WBEIDC লিমিটেড (WEBEL) দ্বারা ২৯,৬২২টি লিঙ্ক (BSNL রিপোর্ট অনুযায়ী) বরাদ্দ করা হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার পৌর এলাকায় পাবলিক Wi-Fi বসানোর প্রথম দফা এবং দ্বিতীয় দফার কাজ সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে গভর্নমেন্ট মেইল-এ (wb.gov.in domain) ব্যবহৃত মেইল সার্ভার হার্ডওয়ার এবং সফটওয়ার প্ল্যাটফর্ম বহু পুরোনো এবং তা নতুন করে পুনর্গঠন করতে হবে। সুতরাং অন প্রেমাইস থেকে আর্কাইভাল ব্যাকআপসহ WBSDC-র ক্লাউড এনভায়রনমেন্টে এন্টায়ার মেইল মেসেজিং সেট-আপ পাঠানোর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে।

প্রসারিত ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ডাটা সেন্টার (WBSDC) তার কার্যক্ষমতা প্রায় ৮ পেটাবাইট, ১০৪ টিবি র‍্যাম, ২৫ জিবিপিএস ব্যান্ড উইথ এবং ২০০০ + VM কম্পিউট ক্যাপাসিটিতে বাড়িয়ে তুলেছে যা প্রায় পূর্ববর্তী ক্ষমতার থেকে ৫ গুণ। ২ পেটাবাইট স্টোরেজ ক্যাপাসিটি, ২৪টিবি র‍্যাম, ২৫জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ এবং ২৪ নোডযুক্ত অত্যাধুনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ডেটা সেন্টারে (WBSDC) ডিজাস্টার রিকভারি (DR) সাইটের নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

৩,৮৩৮জন পুলিশ আধিকারিককে নিয়ে ফাস্ট রেসপন্ডার ট্রেনিং (FRT) অন সাইবার ক্রাইম সুসম্পন্ন হয়েছে। ৬৮৩জন সরাসরি নিযুক্ত পুলিশ আধিকারিক সাইবার সিকিউরিটি অপারেশন ট্রেনিং (CSOT)-এর আওতায় প্রশিক্ষিত হচ্ছে এবং CDR/IPDR ফরেন্সিক টুল ব্যবহারের অনলাইন ট্রেনিং বিভিন্ন সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশনের আধিকারিকদের প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের CID আধিকারিকদের জন্য নির্মিত সাইবার ফরেন্সিক প্রিপেরাটরি ট্রেনিং-এ পুলিশ আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেছে। সাইবার ক্রাইম এবং সাইবার ল-র বর্তমান প্রবণতার উপর অ্যাডভোকেটদের প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মশালায় ২০০জন

অ্যাডভোকেট অংশগ্রহণ করেছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীরাও 'সাইবার সিকিউরিটি এবং ডিজিটাল ফরেন্সিক'-এর উপর পারস্পরিক মত বিনিময় কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। CS-CoE আয়োজিত সাইবার সচেতনতা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে এখনও অবধি ২৭,৮০৭জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত থেকেছেন।

প্রায় ২.৮ কোটি নাগরিক এক জানালা বিশিষ্ট 'অনুমতি পোর্টালের' মাধ্যমে মোবাইল টাওয়ার অথবা অপটিকাল ফাইবার বসানোর জন্য ছাড়পত্রের সুবিধা পেয়েছেন।

ইন্দো-বাংলাদেশ বর্ডারের ৬টি সংযুক্ত চেকপোস্টে যানবাহনের দ্রুত ছাড়পত্র ও মসৃণ যাতায়াতের জন্য সুবিধা ভেহিকলস্ ফেসিলিটেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ICP-তে গড় ব্যয় ৭০,০০০-১,০০,০০০ টাকা থেকে কমে ৩০,০০০-১,০০,০০০ টাকা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে প্রায় ৪.৫ লাখ যানবাহনের মাধ্যমে রপ্তানির সুযোগ হয়েছে।

এ পর্যন্ত ৩,৭৭,৬৫০টি ইউনিক ডকুমেন্ট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (UDIN) সৃষ্টি করা হয়েছে।

নির্দিষ্ট আধিকারিকের কাছে নথিবদ্ধ সাইবার কেসগুলি মীমাংসা করার জন্য একটি সিঙ্গল উইনডো পোর্টাল 'নিরাসনী' তৈরি করা হয়েছে।

সিঙ্গল উইনডো ড্রাইভার অথরাইজেশন পোর্টাল 'অনুমোদন'-এর মাধ্যমে ১,৩৪,০০০ টি অনুমোদন পত্র চালু হয়েছে।

প্রাইভেট অ্যাপ বেসড ট্যাক্সি পরিষেবার বদলে নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী বিকল্প প্রদান করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যব্যাপী 'যাত্রী সাথী' অ্যাপ পরিষেবা চালু করেছে। নথিভুক্ত ৬৬,০০০টি ক্যাবের মাধ্যমে 'যাত্রী সাথী' বিদেশি পর্যটক, নিত্যযাত্রীদের উন্নতমানের পরিষেবা প্রদান করছে। ন্যায্য ভাড়া, স্বচ্ছ বুকিং এবং রেলওয়ে স্টেশন এবং এয়ারপোর্টে যাত্রীদের নির্দিষ্ট সময়ে গাড়িতে যাতায়াতের জন্য এই অ্যাপটি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ৬৮.৪ লাখ যাতায়াত সম্পূর্ণ হয়েছে। ২৯.৯ লাখ নথিভুক্ত ব্যবহারকারী এবং ৭৮,৮০০ জন নথিভুক্ত ড্রাইভার রয়েছে। এই ড্রাইভারদের মোট আয় ১৮৫.৪৯ কোটি টাকা।

আসাম এবং অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলে যানবাহনের সুগম যাতায়াতের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার উত্তর সুবিধা ভেহিকলস ফেসিলিটেশন সিস্টেম পোর্টাল চালু করেছে। প্রায় ২,১৬০টি যানবাহন এই পোর্টালের সুবিধা নিয়েছে।

এই দপ্তরের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলি হল - ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ডেটা সেন্টারের ড্যাশবোর্ড প্রস্তুতকরণের জন্য সিঙ্গল উইনডো অ্যাপ্লিকেশন, সেল্ফ স্ক্যান ভার্সন (ভার্সন-III) কর্ম ভূমি (ভার্সন-III)-এর ডিজাইনিং এবং মানোন্নয়ন, 'কর্মভূমী' (ভার্সন-III) চালু ও তার রক্ষণাবেক্ষণ, IT/ITeS ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট স্কিল রেজিস্ট্রি, পশ্চিমবঙ্গের লিঙ্গুইস্টিক ডাইভারসিটি ড্যাশবোর্ড (ভার্সন-III), WEBEL সার্ভিসেস পোর্টাল এবং ডিজিটাল সংরক্ষণ (বিভিন্ন সাংস্কৃতিক নথি)।

৩.৪৯ উপভোক্তা বিষয়ক

সচেতনতামূলক প্রচার, ক্রেতাসুরক্ষা আন্দোলনের প্রসার এবং অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ পরিচালন ব্যবস্থাদির মাধ্যমে উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ ক্রেতাদের অধিকার সুরক্ষিত করার স্বার্থে কাজ করে চলেছে। এটি লিগাল মেট্রোলজি অ্যাক্ট ২০০৯ লাগু করেছে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু পাবলিক সার্ভিসেস অ্যাক্ট-এর আওতায় সরকারি পরিষেবা প্রদান সুনিশ্চিত করেছে।

২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে ডিরেক্টরেট অফ কনজিউমার্স অ্যাফেয়ার্স এবং ফেয়ার বিজনেস প্র্যাকটিসেস আদিবাসী জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য 'ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইনডিজেনাস পিপল' (বিশ্ব আদিবাসী দিবস) পশ্চিমবঙ্গের ২২টি জেলায় উপজাতি উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতায় পালন করে আসছে।

৮টি FM চ্যানেল, ২৬টি মেট্রো স্টেশনে, পাবলিক ডিসপ্লে সিস্টেমের দ্বারা, ৫টি টিভি চ্যানেল এবং ১টি কেবল চ্যানেল ও দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের দ্বারা ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা প্রচার করা হচ্ছে। ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ২০১৯ এর ওপর ভিত্তি করে ৮টি নতুন অডিও জিঙ্গল বানানো হয়েছে। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান 'কেনাকাটার আগে পরে' সম্প্রচার করা হচ্ছে। সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলা, উর্দু, নেপালি

এবং ইংরেজি ভাষায় দেওয়াল লিখন ও খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন এবং লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। তিনটি স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য ক্রেতা সচেতনতার ওপর বিশেষ বুকলেট প্রকাশ করা হচ্ছে।

৩০টি আঞ্চলিক অফিস ১০,১৮৫টি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে এবং ৫,১৩০ জন উপভোক্তাকে কাউন্সেলিং করেছে। বর্তমান ১,২৩৫টি কনজিউমার ক্লাব থাকা সত্ত্বেও ৩টি স্কুল, ৩০টি কলেজ এবং ১৯টি মাদ্রাসায় নতুন কনজিউমার ক্লাব তৈরি করা হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান, কলকাতা এবং মালদায় তিনটি মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পুরুলিয়া, বীরভূম এবং পশ্চিম বর্ধমানে সমস্ত দপ্তরকে একই ছাতার তলায় এনে ক্রেতা সুরক্ষা ভবন নির্মাণের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। কালিম্পঙে ভবন নির্মাণের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হয়ে যাবে। মালদা ভবন নির্মাণের আনুমানিক ব্যয়-বরাদ্দ প্রস্তুত হয়ে গেছে। DPRও তৈরি হয়ে গেছে।

ডিরেক্টরেট অফ লিগাল মেট্রোলজি ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৫,৪১,৯৫৮ জন ব্যবসায়ী এবং ৪,০৯৯টি বাজার থেকে ১৯.৬৬ কোটি নন-ট্যাক্স রাজস্ব অর্জন করেছে। এছাড়াও ডিরেক্টরেট MR শপ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, ধান সংগ্রাহক কেন্দ্রগুলিতে ওজনের সামগ্রী নজরদারি রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কনজিউমার ডিসপুটস রিড্রেসাল কমিশন (SCDRC) ৫টি বেঞ্চে (কলকাতায় ৩টি এবং শিলিগুড়ি ও আসানসোলে ২টি সার্কিট বেঞ্চ) কাজ ক'রে চলেছে এছাড়াও ২৩টি জেলায় ২৬টি ডিস্ট্রিক্ট কনজিউমার ডিসপুটস রিড্রেসাল কমিশনস (DCDRC) আছে। জুলাই ২০২৪ থেকে WBSCDRC সেকেন্ড বেঞ্চে হাইব্রিড মোডে শুনানি শুরু হয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত SCDRC এবং DCDRC-এ দাখিল হওয়া ২,২০৯৮৪টি কেসের মধ্যে ১,৯৭,৪৮০টি কেস মীমাংসা হয়ে গেছে। লোক আদালতের মাধ্যমে ২৩০টি কেস মীমাংসা করা গেছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিসেস অ্যাক্ট, ২০১৩-এর আওতায় ২৯টি দপ্তর ৪১৯টি পরিষেবা নথিভুক্ত করেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু পাবলিক সার্ভিসেস কমিশন দ্বারা গৃহীত সমস্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি ঘটানো হয়েছে।

৪

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমি এখন আগামী অর্থবর্ষের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি ঃ

মাননীয় সদস্যগণ, বাজেট শুধুমাত্র আর্থিক হিসাব-নিকাশ পেশ নয় — এর মধ্যে রাজ্যের উত্তরণ ও উন্নয়নের ভবিষ্যত দিশা নিহিত থাকে। আমি এখন আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর চিন্তাপ্রসূত তিনটি গভীর দিশার উল্লেখ করবো যা প্রকৃত অর্থে গেম-চেঞ্জার এবং রাজ্যের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম।

এক, পশ্চিমবঙ্গ একটি নদীমাতৃক রাজ্য। এই রাজ্যে ৩টি প্রধান নদী অববাহিকা (basin) ও ৩৯ টি নদী উপ-অববাহিকা (sub-basin) আছে। এছাড়া, এই নদীগুলির সঙ্গে যুক্ত বহুসংখ্যক জলাভূমি আছে।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, কেবলমাত্র একটি সুসংহত সামগ্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই কোনো নদীর পুনর্জীবন সম্ভব।

আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি সরকার এই লক্ষ্যে একটি নতুন প্রকল্প চালু করছে— মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং যার নামকরণ করেছেন '**নদী-বন্ধন**'। এই প্রকল্পে বিভিন্ন নদীর মধ্যে এবং নদী ও জলাভূমির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের দ্বারা সাধারণ মানুষের জন্য নানাবিধ জীবিকা সংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দ্বারা উপ-অববাহিকা ভিত্তিক পরিকল্পনা নির্মাণ ও তার রূপায়ণ শুরু করার উদ্দেশ্যে আমি আগামী অর্থবর্ষের জন্য **২০০ কোটি** টাকা বরাদ্দ করছি।

দুই, বিগত ২০০ বছর ধরে গঙ্গা-পদ্মা নদী-ব্যবস্থার বারবার খাত পরিবর্তন, আমাদের রাজ্যে বিধ্বংসী নদী-ভাঙন সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। এর সঙ্গে ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণ এই ভয়ানক সমস্যাকে বহুগুণ বাড়িয়ে রাজ্যের মানুষের জীবন, জীবিকা ও সম্পত্তির ভয়ঙ্কর ক্ষতিসাধন করছে।

এই কারণে, নদী-ভাঙন রোধের প্রকৃতিভিত্তিক সমাধানের জন্য একটি সামগ্রিক **মাস্টার-প্ল্যান** তৈরি করা জরুরি প্রয়োজন। এই বিশাল উদ্যোগের সূচনার উদ্দেশ্যে আমি **২০০ কোটি** টাকা বরাদ্দ করছি। এই পরিকল্পনার ভিত্তি হবে 'হাইড্রোলজিক্যাল মডেল' এবং এর 'প্রুফ অফ কনসেপ্ট' হবে কিছু পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে।

তিন, বিশিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান ও জটিল নদীবিন্যাসের কারণে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল এলাকা বরাবর বন্যা পরিস্থিতির শিকার হয়। এর সঙ্গে ডি.ভি.সি. দ্বারা বিনা নোটিশে অনিয়ন্ত্রিতভাবে জল ছাড়ায় বন্যা পরিস্থিতি আরও সংকটজনক হয়ে ওঠে।

রাজ্য সরকার এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বহু আগে **'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান'** তৈরি করে ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বর্ডার এরিয়া প্রোগ্রামের (এফ.এম.বি.এ.পি) অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে, রাজ্য সরকার নিজস্ব বাজেট থেকে বন্যারোধ প্রকল্পে এলাকার অনেকগুলি নদীতে ৩৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১৫ কিলোমিটার ড্রেজিং করেছে।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, বহু বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ভারত সরকার এখনো অবধি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান অনুমোদন করেনি। বাধ্য হয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্য সরকার এলাকার মানুষের বহু লালিত আকাঙ্ক্ষার মর্যাদা দিতে নিজেই এই উদ্যোগ সফল করার চ্যালেঞ্জ নিচ্ছে।

এই প্রকল্প **আগামী দু-বছরের মধ্যে** শেষ হবে এবং তার জন্য মোট খরচ হবে **প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা,** যার মধ্যে আমি আগামী অর্থবর্ষের বাজেটে **৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ** রাখছি, বাকিটা পরবর্তী বাজেটে বরাদ্দ করা হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

এখন আমি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি প্রকল্প ও প্রস্তাব পেশ করছি ঃ

১। আমরা রীতিমতো গর্ব অনুভব করি যে, আমাদের সাগর দ্বীপে বিশ্ববিখ্যাত **'গঙ্গা-সাগর মেলা'** প্রতিবছর সুচারুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে কোটি কোটি পুণ্যার্থী সানন্দে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে রাজ্যের মূল ভূখণ্ড থেকে সাগর দ্বীপে প্রবেশের কোনো স্থলপথ নেই। এজন্য পুণ্যার্থীদের পক্ষে জলপথ পার হয়ে এই মেলায় পৌঁছানো খুবই কঠিন ও কষ্টসাধ্য। বার বার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েও কোনো সাড়া না পেয়ে রাজ্য সরকার নিজস্ব উদ্যোগে পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের এই সমস্যার সমাধানে গত বাজেটে **'গঙ্গা সাগর সেতু'** নির্মাণের ঘোষণা করেছিল। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, এই প্রকল্পের ডিটেল প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) সম্পূর্ণ হয়েছে এবং টেন্ডার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

এখন এই ৪.৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুটিকে **৪ লেনবিশিষ্ট** করার জন্য আমি আগামী বাজেটে অতিরিক্ত **৫০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ রাখছি।

২। ‘সুফল বাংলা’ ব্র্যান্ডের আনাজ-পত্র ও মাছের খুচরো বিপণন ব্যবস্থা বা রিটেল চেন সাফল্যের সঙ্গে ভালো গুণমানের তাজা পণ্য তাদের ৬৪৬টি বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে ন্যায্য দামে সাধারণ ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। দামের লাগামছাড়া ঊর্ধ্বগতির এই ক্রান্তিকালে সুফল বাংলা সাধারণ মানুষদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এই সুবিধা আরও বেশি করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আমি **৩৫০টি অতিরিক্ত বিক্রয়কেন্দ্র** (আউটলেট) খোলার প্রস্তাব করছি।

এই বিপণন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে এবং কৃষক ও ক্রেতা উভয়কে অপেক্ষাকৃত ভালো দাম দিতে উৎপাদকদের কাছ থেকে সরাসরি আনাজ ও অন্যান্য কৃষিপণ্য কেনার জন্য রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি নিয়ন্ত্রিত বাজার ও হাটগুলিতে আরও **২০০ টি সংগ্রহ কেন্দ্র** খোলার প্রস্তাব করছি এবং এজন্য **২০০ কোটি** টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে।

৩। উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মানোন্নয়ন, প্যাকেজিং ও যথাযথ সংরক্ষণ ইত্যাদি উৎপাদন পরবর্তী ব্যবস্থাপনা উৎপাদিত ফসলের ভালো দাম পেতে জরুরি। এই সকল ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামো তৈরিতে উৎসাহ দিতে ও কৃষিজীবীদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ফার্ম মেকানাইজেশন স্কিমের অধীনে আর্থিক সহায়তা দানের প্রস্তাব করছি। এই স্কিমে পচনশীল ফসলের প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ, বাছাই ও শ্রেণিবিভাগ করা, প্যাকেজিং ও গুদামজাত করার ব্যবস্থা থাকবে।

এই আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হবে প্রকল্পের খরচের ৫০ শতাংশ ও সর্বাধিক ৫ লাখ টাকা। এই জন্য বাজেটে প্রস্তাবিত বরাদ্দ **২০০ কোটি** টাকা।

৪। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির উপর বহুগুণ প্রভাব বিস্তার করে। এই কারণে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন আমাদের জনমুখী সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। রাজ্য সরকার এই জনহিতকর উদ্দেশ্যে **‘পথশ্রী’** নামে একটি নিজস্ব ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প চালু করেছে যা আপনারা সকলেই জানেন। আপনারা এটা জেনে খুশী হবেন যে, এই প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত আমরা **নিজ রাজকোষ থেকে অর্থ ব্যয় করে মোট ৩৭,০০০ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা** তৈরিতে সক্ষম হয়েছি। এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগকে আগামী দিনে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি আগামী অর্থবর্ষে **১৫০০ কোটি** টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫। স্ব-নির্ভর আন্দোলন আমাদের রাজ্যে গভীর শিকড় বিস্তার করেছে। মা-বোনেদের সঙ্গে যুক্ত করে এখনও পর্যন্ত ৯ লক্ষ স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীকে ক্রেডিট-লিঙ্ক করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি মেলা ও হাটে ব্যাবসায়িক সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সরকার স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সবসময় অগ্রাধিকার দেয় যাতে তারা তাদের পণ্যের প্রচার ও বিক্রি করতে পারে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলি ও শিল্পী-কারিগরদের সরাসরি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত করতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে প্রতি জেলা-সদরে একটি করে শপিংমল ও বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে যার **দুটি তলা ওই জেলার স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী ও শিল্পী-কারিগরদের স্টলের জন্য সংরক্ষিত থাকবে**।

এই প্রকল্পে সরকার শুধুমাত্র জমির ব্যবস্থা করবে। প্রকল্প রূপায়ণে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি দূর করার জন্য আমি আনন্দের সঙ্গে **১৫০ কোটি** টাকার বরাদ্দ রাখছি।

৬। আশা (অ্যাক্রিডিটেড সোশাল হেলথ অ্যাকটিভিস্ট) ও অঙ্গনওয়াড়ি (ICDS) কর্মীরা তৃণমূল স্তরে জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও স্থানীয় মানুষের মধ্যে সেতু বন্ধন করেন এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান করেন। এছাড়াও অনান্য অ-সংক্রামক ব্যাধি যেমন- ডেঙ্গু, রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, যক্ষা, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগের নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এঁদের অবদানকে সম্মান জানিয়ে কাজের সুবিধার জন্য সরকার ৭০,০০০ সকল আশাকর্মী ও এক লক্ষেরও বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে স্মার্ট ফোন প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে তাঁরা আরও কার্যকর ও দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এর জন্য আমি বাজেটে **২০০ কোটি টাকার** বরাদ্দ প্রস্তাব করছি।

৭। পশ্চিমবঙ্গ তার চা শিল্পের জন্য পৃথিবীবিখ্যাত। সরকার এই শিল্পকে সাহায্য করার জন্য আগেই এই শিল্পে এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স ছাড়ের স্কিম চালু করেছে। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, সরকার এই ছাড়ের সুবিধা আরও এক বছর বাড়িয়ে **৩১.০৩.২০২৬** পর্যন্ত চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৮। আমাদের মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রত্যেক গরিব পরিবারকে বাসস্থান দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'বাংলা আবাস যোজনা' প্রকল্পে, যার ৪০ শতাংশ অর্থ রাজ্য সরকার দেয়, গরিব মানুষদের সাধ্যের মধ্যে বাসস্থান প্রদানের প্রকল্প ২০১৫-১৬ সাল থেকে

শুরু হয়। ২০২১-২২ পর্যন্ত এই স্কিমে ৩৪,১৮,৯৫৯ টি বাড়ি তৈরি হয়। এর পর কেন্দ্রীয় সরকার অন্যায়ভাবে এই প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে।

এই কারণে, রাজ্যের গরিব মানুষদের প্রতি দায়বদ্ধ মা-মাটি-মানুষের এই সরকার তাদের দুর্দশা দূর করতে সম্পূর্ণ রাজ্যের খরচে ২০২৪ সালের ১৭ই ডিসেম্বর 'বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ)' প্রকল্প চালু করে।

প্রকল্পের **প্রথম পর্যায়ে ১২ লক্ষ** যোগ্য গরিব পরিবারকে পাকাবাড়ি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়। রাজ্য সরকার এজন্য **১৪,০০০ কোটি** টাকা বরাদ্দ করে। এই পর্যায়ের আর্থিক সাহায্যের প্রথম কিস্তি পরিবারপিছু ৬০,০০০ টাকা হারে মোট **৭২০০ কোটি** টাকা ইতিমধ্যে ছাড়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় ও সর্বশেষ কিস্তি ২০২৫ সালের জুন মাসের মধ্যে ছাড়া হবে।

আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আমরা আরও **১৬ লক্ষ** অতিরিক্ত যোগ্য পরিবারকে প্রকল্পের **দ্বিতীয় পর্যায়ে** এই প্রকল্পের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করতে চলেছি। এই পর্যায়ের প্রথম কিস্তির টাকা, পরিবার পিছু ৬০,০০০ টাকা হারে, এই বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রদান করা হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি **৯,৬০০ কোটি** টাকার বরাদ্দ রাখছি। এই পর্যায়ের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা বাড়ি নির্মাণের অগ্রগতির ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

এছাড়া, আরও আবেদনকারী থাকলে এই প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে একই প্রক্রিয়ায় সেই আবেদনগুলি বিবেচনা করা হবে।

৯। রাজ্যের উন্নয়নে সরকারি কর্মচারীদের অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের সরকার সরকারি কর্মচারীদের প্রতি সবসময় সহানুভূতিশীল। আপনারা জানেন যে বিগত বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশের মাত্র ৩৫ শতাংশ ডিএ দিয়েছিল। আমরা ক্ষমতায় আসার পর ধাপে ধাপে বাড়িয়ে ১২৫ শতাংশ পর্যন্ত ডিএ দিয়েছিলাম।

এরপর ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ মেনে ১২৫ শতাংশ ডিএ বেসিক পে-র সঙ্গে যুক্ত করে নতুন বেসিক পে ধার্য হয়। এই নতুন বেসিক পে-র উপর আমরা এখনও পর্যন্ত ১৪ শতাংশ ডিএ দিয়েছি। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে সরকারি কর্মচারী, আধা সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের উপর মূল্য বৃদ্ধির বোঝা কিছুটা লাঘব করতে সরকার ডিএ-র হার আরও ৪ শতাংশ বাড়িয়ে ১৮ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা কার্যকরী হবে ১লা এপ্রিল, ২০২৫ থেকে।

৫

উপসংহার

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

মাননীয় সদস্যগণ অবহিত আছেন যে পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নয়ন, কৃষি ও শিল্পের নিবিড় সহযোগিতায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুদূরপ্রসারী কর্মসূচির রূপায়ণ এবং রাজ্যবাসীকে জীবন ও জীবিকার নিশ্চিত নিরাপত্তা প্রদানের জন্য বর্তমান সরকারের নিরলস এবং ঐকান্তিক প্রয়াস বিগত বছরগুলিতে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে।

বিগত প্রায় দেড় দশক ধরে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট, ঐকান্তিক এবং সুদৃঢ় নেতৃত্বের ফল স্বরূপ রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থার অতুলনীয় উন্নতি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সার্বিক প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতার সাথে রূপায়িত বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প রাজ্যকে দেশের অগ্রগণ্য রাজ্যগুলির মধ্যে একটি হিসেবে স্বীকৃত করেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্য সরকারের প্রতি ক্রমবর্ধমান অনৈতিক বঞ্চনা এবং বৈমাতৃক দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও।

আমাদের সরকার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। রাজ্য ৯৪টি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক থেকে শুরু করে ছাত্র, যুব, শ্রমিক, তপশিলি জাতি এবং উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, লোকশিল্পী, আর্থিকভাবে দুর্বল ও বয়স্ক কলাকুশলী এবং শিল্পী, পরিযায়ী শ্রমিক, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং সমাজের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ যেমন বয়স্ক মানুষ, বিধবা এবং অক্ষমতাযুক্ত মানুষদের বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করছে।

স্যার, রাজ্য সরকার আগামী দিনগুলিতেও রাজ্যবাসীদের একটি উন্নততর জীবনযাত্রার মান সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।

স্যার, আমি মাননীয় সদস্যদের সামনে আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য ৩,৮৯,১৯৪.০৯ কোটি টাকা (নিট) বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

স্যার, শত প্রতিকূলতা ও বাধা কাটিয়ে রাজ্যবাসীদের একটি স্বচ্ছ, নিরবচ্ছিন্ন এবং সুসংহত সামাজিক পরিকাঠামোর মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষিত জীবনযাপন প্রদানের অঙ্গীকার ফুটে উঠেছে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর রচিত একটি কবিতার পঙ্‌ক্তিতে—

"সকল বাধা ছিন্ন করে
জাগবে যৌবন নতুন সুরে
বুকের ভাঙা পাঁজর সরিয়ে
বাংলা জাগবে বিশ্বের ভোরে।
বৈশাখের দুরন্ত অশান্ত ঝড়ে
মুছে যাক দুঃখ বক্ষ পাঁজরে।
ভেঙে যাওয়া পাঁজরকে শক্ত করে
বিশ্ববাংলা আসবে বাংলার দ্বারে
ছুড়ে ফেলে দিয়ে ব্যর্থতার গ্লানি
দৈনিক স্পন্দনে আসবে স্বপ্নের হাতছানি।"

জয় হিন্দ - জয় বাংলা

আর্থিক বিবরণী, ২০২৫-২০২৬

পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, ২০২৫-২০২৬

(কোটি টাকার হিসাবে)

		প্রকৃত, ২০২৩-২০২৪	বাজেট, ২০২৪-২০২৫	সংশোধিত, ২০২৪-২০২৫	বাজেট, ২০২৫-২০২৬
	আদায়				
১।	প্রারম্ভিক তহবিল	(-)১৩.৭৭	(-)৫.০০	২.৬৩	২.৮৮
২।	রাজস্ব আদায়	২,০০,২৬৭.৬০	২,৩৬,২৫১.০৯	২,২৭,৫৯০.৭৮	২,৬৬,০৬০.৪২
৩।	মূলধনখাতে আদায়	৮০,১৭১.৪৪	১,২১,৬৮৯.০০	১,২৭,৭৮০.০০	১,১০,৭৭১.৭৩
৪।	সরকার অধীনস্থ সংস্থা ও সরকারি কর্মচারীদের ঋণ শোধ বাবদ	১,৪৫৫.৯৮	১৮৭.৩৬	২২২.৫৪	২,২২৩.৬৩
৫।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে আদায়	১১,৬২,৭৬৮.৭৭	১১,৯৯,১৭৫.০৯	১২,৩৬,৮৬০.৫৮	১২,৯৪,২২২.৫৪
	মোট	**১৪,৪৪,৬৫০.০২**	**১৫,৫৭,২৯৭.৫৪**	**১৫,৯২,৪৫৬.৫৩**	**১৬,৭৩,২৮১.২০**
	ব্যয়				
৬।	রাজস্বখাতে ব্যয়	২,২৫,৯৫৯.৪৭	২,৬৮,২০২.৭৬	২,৭০,৮৫২.৪৫	৩,০১,৩৭৫.৩৭
৭।	মূলধনখাতে ব্যয়	২৮,৯৬৩.০৯	৩৫,৮৬৫.৫৫	২৯,১৪৭.২৭	৩৯,৩৩৭.৭৫
৮।	সরকারি ঋণ	৩০,৩৫১.৪১	৬১,৪২৭.৪১	৬১,০১৩.৪৫	৪৭,৭৩২.০৮
৯।	সরকার অধীনস্থ সংস্থা ও সরকারি কর্মচারীদের ঋণ প্রদান বাবদ	৭৯৪.১৩	৬২০.৩০	৮৩১.৩৯	৭৪৮.৮৯
১০।	আপন্ন তহবিলে স্থানান্তর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে ব্যয়	১১,৫৮,৫৭৯.২৯	১১,৯১,১৮৮.৫২	১২,৩০,৬০৯.০৯	১২,৮৪,০৮৭.২৩
১২।	সমাপ্তি তহবিল	২.৬৩	(-)৭.০০	২.৮৮	(-)০.১২
	মোট	**১৪,৪৪,৬৫০.০২**	**১৫,৫৭,২৯৭.৫৪**	**১৫,৯২,৪৫৬.৫৩**	**১৬,৭৩,২৮১.২০**

(কোটি টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত, ২০২৩-২০২৪	বাজেট, ২০২৪-২০২৫	সংশোধিত, ২০২৪-২০২৫	বাজেট, ২০২৫-২০২৬
নীট ফল				
উদ্বৃত্ত (+)				
ঘাটতি (–)				
(ক) রাজস্বখাতে	(-)২৫,৬৯১.৮৭	(-)৩১,৯৫১.৬৭	(-)৪৩,২৬১.৬৭	(-)৩৫,৩১৪.৯৫
(খ) রাজস্বখাতের বাইরে	২৫,৭০৮.২৭	৩১,৯৪৯.৬৭	৪৩,২৬১.৯২	৩৫,৩১১.৯৫
(গ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নীট	১৬.৪০	(-)২.০০	০.২৫	(-)৩.০০
(ঘ) প্রারম্ভিক তহবিল সহ নীট	২.৬৩	(-)৭.০০	২.৮৮	(-)০.১২
(ঙ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/ অতিরিক্ত বরাদ্দ				
(১) রাজস্বখাতে	. . .	. . .	. . .	. . .
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	. . .	. . .	. . .	. . .
(চ) রাজস্ব কর খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ	. . .	. . .	. . .	. . .
(ছ) রাজস্বখাতে নীট ঘাটতি	(-)২৫,৬৯১.৮৭	(-)৩১,৯৫১.৬৭	(-)৪৩,২৬১.৬৭	(-)৩৫,৩১৪.৯৫
(জ) নীট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	২.৬৩	(-)৭.০০	২.৮৮	(-)০.১২